প্রথম প্রকাশ ঃ ১৫ নভেম্বর ১৯৭১

Periodical Issue : 434
1 September 2017
USPS No. : 020877
ISN : 1542 5657

সংবাদ বিচিত্রা

SANGBAD BICHITRA

প্রকাশনায় ঃ বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘ

CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL NORTH AMERICA

৪৪ তম বর্ষ | ১৫ ভাদ্র ১৪২৪ | ১ সেপ্টেম্বর ২০১৭

তিন তালাক অবৈধ ও অসাংবিধানিক: সুপ্রিম কোর্ট

সন্দীপ স্বর্ণকার ● নয়াদিল্লি

তিন তালাক প্রথা অবৈধ এবং অসাংবিধানিক। ভিড়ে ঠাসা এজলাসে অপেক্ষমান কৌতূহলীদের সাক্ষী রেখে এই ঐতিহাসিক রায় শোনাল সুপ্রিম কোর্ট। দেশের প্রধান বিচারপতি জে এস খেহরের নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ সংখ্যাগরিষ্ঠতার রায়ে জানিয়ে দিল, মুসলিম সমাজে 'তালাক-ই-বিদ্দাৎ' অর্থাৎ তাৎক্ষণিক তিনবার তালাক বলার যে প্রথা দীর্ঘ ১৪০০ বছর ধরে চলে আসছিল, তা বাতিল করা হল। নিঃসন্দেহে এই রায় মুসলিম মহিলাদের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

ঐতিহাসিক এই রায় ঘোষণা হতেই তাকে স্বাগত জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, এই রায় ঐতিহাসিক। এর ফলে মুসলিম মহিলারা শুধু সমানাধিকারই পাবেন না, এই রায় মহিলাদের সামাজিক অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করবে। রায়কে স্বাগত জানিয়ে বিজেপি সভাপতি অমিত শাহর মন্তব্য, এটা ব্যক্তিগত হারজিতের বিষয় নয়। এই রায় গণতন্ত্রের জয়। অবিলম্বে এই রায় কার্যকর করতে রাজ্যগুলিকে নির্দেশ পাঠাচ্ছে কেন্দ্র। কংগ্রেসের মুখপাত্র রণদীপ সিং সুরজেওয়ালার বলেন, এই রায়ের ফলে মুসলিম মহিলাদের দীর্ঘদিনের বঞ্চনা ঘুচল। মামলার অন্যতম আবেদনকারী তিন তালাকের ভুক্তভোগী সায়রা বানু রায় শুনে আনন্দে প্রায় কেঁদেই ফেলেন। বলেন, আজ ভারতে একটি ঐতিহাসিক দিন।

দীর্ঘদিন ধরেই মুসলিম দম্পতির মধ্যে কোনও কারণে বনিবনা না হলে পুরুষরা অনেক সময়েই তাৎক্ষণিক তিনবার 'তালাক' শব্দটি উচ্চারণ করে স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করতেন। প্রায় একইভাবে চলে আসছে হালালা এবং বহুগামিতা। তবে সুপ্রিম কোর্ট বহুগামী বা হালালার মতো কোনও বিষয়ে মাথা ঘামাতে চায়নি। অথচ মামলার সাত আবেদনকারীর অন্যতম ভুক্তভোগী সায়রা বানু হালালা এবং বহুগামিতা নিয়েও বিচার প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ শুনানির সময় গোড়াতেই স্পষ্ট করে দেয়, তারা কেবলমাত্র তিন তালাকের বিষয়টিই বিচার করবে। সেই মতো টানা ছ'দিন শুনানি শেষে গত ১৮ মে রায় রিজার্ভ রেখেছিল শীর্ষ আদালত। এরই মধ্যে গত ২২ মে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড সর্বোচ্চ আদালতে আবেদন করে বলেছিল, তিন তালাকের বিষয়টি 'নিকাহনামা'য় বিশেষভাবে খেয়াল করা

এরপর ৫ পাতায়

হাঙ্গামা বাধিয়ে পুলিশের সাহায্যে পালানোর ছক ছিল রাম রহিমের

৭ পুলিশকর্মীকে গ্রেপ্তারের পর জানালেন হরিয়ানার আইজি

'আমরা পিতাজিকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব।' এসইউভি গাড়ি থেকে নেমে কালো পোশাক পরা ছ'জন পুলিশের গাড়ি ঘিরে চেঁচাতে থাকেন। উদ্দেশ্য একটাই, যাতে আশপাশের ভক্তরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। আর সেই উত্তেজনার মধ্যেই গুরু রাম রহিমকে পুলিশের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসইউভি গাড়িতে চাপিয়ে চম্পট দেবে। এটাই ছিল তাদের পরিকল্পনা। শুধু তা-ই নয়, ওই এসইউভি গাড়ির ড্রাইভারকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, ওই চত্বরে উপস্থিত পুলিশকর্মীদের উপর দিয়েই গাড়ি চালিয়ে দিতে। বাধা দিতে এলে কাউকে রেয়াত করা হবে না। হরিয়ানা পুলিশ জানিয়েছে, গত শুক্রবার জোড়া ধর্ষণ মামলায় দোষী সাব্যস্ত ঘোষণার পরই বিচারক রাম রহিমকে রোহতকের সুনারিয়ার জেলে পাঠানোর নির্দেশ দেন। সেই মতো রাম রহিমকে স্করপিও গাড়িতে নিয়ে পুলিশের একটি দল তখন আদালত চত্বর থেকে বেরচ্ছিল। আর ঠিক তখনই কালো পোশাক পড়া ছ'জনের দলটি এসইউভি গাড়িটিকে তাড়া করে। হঠাৎই ওই এসইউভি গাড়িটি গতি বাড়িয়ে

এরপর ৬ পাতায়

মুখ্যমন্ত্রীর ডাকে বন্‌ধ তোলার ঘোষণা বিনয়ের, অনড় গুরুং

মোর্চায় বিভাজন স্পষ্ট ● পাহাড়ে আতঙ্কের পরিস্থিতি

পাহাড়ে বন্‌ধ তোলার ইস্যুতে তীব্র মতভেদ ও বিরোধই প্রকট হল মোর্চায়। বৃহস্পতিবারই মোর্চার চিফ কো-অর্ডিনেটর বিনয় তামাং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে বন্‌ধ তোলার কথা ঘোষণা করেন। শুক্রবার থেকেই আবার সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে বলেও তিনি জানান। কিন্তু তার কয়েক মিনিটের মধ্যেই মোর্চা সভাপতি বিমল গুরুং পালটা হুঁশিয়ারি দেন, শুক্রবার থেকে বন্‌ধ আরও জোরদার হবে। শুধু ঘোষণা নয়, রাতে দার্জিলিংয়ের ডালিতে বিনয়তামাংয়ের বাড়ি ঘেরাও করে গুরুং বাহিনী। উত্তেজনা বাড়তে থাকায় বিনয় তামাংয়ের বাড়ির সামনে মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী। উত্তেজনা বাড়তে থাকায় বিনয় তামাংয়ের বাড়ির সামনে মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী। শুধু তাই নয়, রাতেই চিফ কো-অর্ডিনেটর পদ থেকে অপসারিত করা হয়েছে বিনয় তামাংকে। পাশাপাশি বিনয় এবং অনীত থাপাকে বহিষ্কার করা হবে কি না, সে নিয়ে মোর্চা বৈঠকে বসবে বলে জানিয়েছেন রোশন গিরি।

এদিন বিনয় বাগডোগরা পৌঁছতেই দুই শতাধিক গাড়ির কনভয় বিনয় তামাংকে বিমানবন্দর থেকে কার্শিয়াংয়ে নিয়ে যায়। তারপর তাঁর ঘোষণায় টানা ৮০ দিনের বন্‌ধ স্থগিত হওয়ার কথা প্রকাশ্যে আসতেই বিভিন্ন মহলে খুশির হাওয়া ছড়ায়। কিন্তু নিমেষেই সেই ছবি পালটে যায় বিমলের হুংকারে। মোর্চার এই বিভাজনকে ঘিরে দার্জিলিং সহ গোটা পাহাড়ে গোলমাল বাধার আশঙ্কাও করছেন অনেকে। রাতেই কার্শিয়াং, দার্জিলিং, কালিম্পংয়ে বিনয় তামাংয়ের বিরুদ্ধে মিছিল করাহয়। কার্শিয়াংয়ে দু'টি দোকানও ভাঙচুর করা হয়। সেখানে বন্‌ধ সমর্থকরা মিছিল করে অনীত থাপার বাড়ির দিকে যেতে গেলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পাহাড়ে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে বিনয় তামাংদের বন্‌ধ প্রত্যাহার করার খবর শুনে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ভালো খবর। পাহাড়ের মানুষ ভালো থাকুন, শান্তিতে থাকুন, এটাই আমরা চাই।

মঙ্গলবার নবান্নে বৈঠক করে বৃহস্পতিবারই কার্শিয়াংয়ে ফেরেন বিনয় তামাং সহ মোর্চার পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধিদল। এদিন সেখানে জনসভা করার পর দলের কেন্দ্রীয় কমিটির কয়েক জন প্রতিনিধি আলোচনায় বসেন। সেখানেই বন্‌ধ তোলার সিদ্ধান্ত হয়। বৈঠক শেষে বিনয় বলেন, শুক্রবার ১

এরপর ৬ পাতায়

পাহাড়ে কি ভিনদেশি

পাহাড়ে বিদেশি শক্তি ঢুকে পড়ছে বলে এ বার দাবি করল জিএনএলএফ। মোর্চা রবিবার এ নিয়ে মন্তব্য করতে চায়নি। তবে বিমল গুরুঙ্গরা বারবারই দাবি করেছেন, তাঁরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলনই করছেন। তবে পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেবের কথায়, স্থানীয় মদত ছাড়া বহিরাগত শক্তি মাথা চাড়া দিতে পারে না। পাহাড়ের কোনও রাজনৈতিক শক্তিই তাদের প্রশ্রয় দিচ্ছে।

দার্জিলিং ও কালিম্পঙে বিস্ফোরণের পরে খোদ গুরুঙ্গের বিরুদ্ধেই ইউএপিএ ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। তারই মধ্যে সহযোগী দলগুলির মধ্যে থেকেই বহিরাগত প্রসঙ্গ উঠে আসায় মোর্চার কর্মী-নেতারা উদ্বিগ্ন। সেই উদ্বেগ যে কতটা, তার প্রমাণ মিলেছে এ দিনই। দুপুরে চকবাজারে বক্তৃতা করার সময়ে মোর্চার কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা ত্রিলোক রোকাকে পুলিশ গ্রেফতার করতে গেলে তিনি পালিয়ে যান। পথসভা শুরু হতেই পুলিশ চারদিক ঘিরে ফেলে। পুলিশকে এগিয়ে আসতে দেখে বক্তৃতা মাঝপথে থামিয়েই পিছন দিকে হাঁটা দেন রোকা। তাঁকে ধরতে দৌড়তে শুরু করে পুলিশ। ভয়ে পালাতে থাকেন অন্য

এরপর ৭ পাতায়

ভোগবিলাসের রাস্তা ছাড়ুন, মন্ত্রীদের কড়া ধমক মোদির

মন্ত্রীদের সরকারি ক্ষমতায় অপব্যবহারে রীতিমতো রুষ্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ ব্যাপারে মন্ত্রীদের একহাত নিয়েছেন তিনি। বেশ কয়েকজন মন্ত্রীকে সতর্ক করে দিয়ে মোদি তাঁদের বিলাস

বর্জন করতে বলেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এটা প্রায়শই দেখা যাচ্ছে পদাধিকার বলে মন্ত্রীরা যে সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন, তা তাঁদের পরিজনরা ব্যবহার করছেন। মোদি স্পষ্টই বলেছেন, সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট হতে পারে এমন কোনও কিছুর সঙ্গেই তিনি আপস করবেন না।

গতকালই বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ ২০১৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিজেপি'র লক্ষ্যের কথা জানিয়েছেন। এবার বিজেপি'র টার্গেট ৩৫০-এর বেশি আসনে জয়লাভ করা। এর জন্য ২০১৪ সালের নির্বাচনের জয়ী আসনগুলিতে জেতার লক্ষ্যমাত্রা তো রাখা হয়েইছে। পাশাপাশি গতবারের হারা আসনগুলির মধ্যে অন্তত ১২০টি আসনে এবার জেতার লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিয়েছেন অমিত শাহ। বিজেপি নেতৃত্ব চাইছে লোকসভা নির্বাচনে স্বচ্ছ ভাবমূর্তি নিয়ে ময়দানে নামতে। অর্থাৎ, মন্ত্রী-নেতাদের ভাবমূর্তিতে যেন দুর্নীতির কলঙ্ক না লাগে। আবার নেতা-মন্ত্রীদের আমআদমি যেন নিজেদের লোক বলেও ভাবতে পারেন। সেই লক্ষ্যেই আপাতত ঘুঁটি সাজাচ্ছেন মোদি-অমিত শাহ। একদিকে সাংগঠনিকভাবে যেমন নেতাদের কড়া শাসনে বাঁধার প্রয়াস নিয়েছেন অমিত শাহ, তেমনি সরকারের প্রধান হিসাবে মন্ত্রীদের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি যাতে বহাল থাকে তার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। আগামী ভোটে যাতে দুর্নীতিমুক্ত পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি নিয়ে লড়াই করা যায়, তার জন্য বছর দেড় আগে থেকেই নেতা-মন্ত্রীদের অভ্যাস বদলের প্রয়াস নিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি।

সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে তিনি মন্ত্রীদের রীতিমতো সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, বিলাসবহুল পাঁচতারা হোটেলে থাকার অভ্যাস এবার বদলান। ক্ষোভের সঙ্গে তিনি বলেছেন, এরকম প্রায়ই শোনা যায় মন্ত্রীরা কোথাও সরকারি সফরে গেলেও পাঁচতারা হোটেলে থাকছেন। অথচ সরকার তাদের জন্য অন্যত্র আতিথেয়তার ব্যবস্থা করে দেয়। মোদি বলেছেন, মন্ত্রীদের পাঁচ তারা হোটেলের বিলাসবহুল জীবনযাপনের ওই অভ্যাস পরিবর্তন করা দরকার। মন্ত্রীদের তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, এখন থেকে সরকারি সফরে গেলে সরকারের ব্যবস্থাপনাই যেন তাঁরা গ্রহণ করেন। শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রী বৈঠকে জানিয়েছেন, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত বহু কেন্দ্রীয় মন্ত্রীই ওই সংস্থার নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা নিয়ে থাকেন বলে তাঁর কাছে খবর রয়েছে। তিনি বলেন, এটা অজানা নয় যে মন্ত্রীরা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার গাড়ি চড়ছেন। এমনকী, তাঁরা নিজেরাই চড়ছেন শুধু এমন নয়, স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের ব্যবহারের জন্যও ওই গাড়ি রেখে দিচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর সহকর্মীদের অত্যন্ত কড়া ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, এসব তিনি সহ্য করবেন না। সরকারের ভাবমূর্তি মলিন হবে এমন কোনও কাজ যদি মন্ত্রীরা করেন, তা তিনি বরদাস্ত করবেন না। তাঁরা মন্ত্রী হিসাবে যে সরকারি সুবিধা পান, তা যেন ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহৃত না হয়। অর্থাৎ মন্ত্রীরা তাঁদের পরিজনদের জন্য সরকারি ব্যবস্থাপনার সুযোগ নিচ্ছেন এবার সরাসরি তোপ দেগেছেন প্রধানমন্ত্রীই।

শুধু মন্ত্রীদের অভ্যাস বদলই নয়, বিজেপি শাসিত বিভিন্ন রাজ্য সরকারের কাজকর্মের খতিয়ানও দেখতে শুরু করেছেন মোদি। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলি জনগণের কাছে রাজ্যগুলি ঠিকভাবে প্রচার করতে পারছে কি না, তারও রিপোর্ট নিতে চাইছেন মোদি। এই কারণে আগামীকাল বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। থাকবেন বিজেপি সভাপতি অমিত শাহও। বৈঠকে ১৩ জন মুখ্যমন্ত্রী, ছ'জন উপমুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও বিভিন্ন রাজ্যের বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীও ওই বৈঠকে থাকবেন।

প্রধানমন্ত্রী পদে বসার পরে এর আগেও এই ধরনের বৈঠক করেছেন মোদি। কিন্তু নীতিশ কুমার এনডিএ জোটে আসার পরে এই প্রথম এ ধরনের বৈঠক হতে চলেছে। বৈঠকে কেন্দ্রের জনমুখী কর্মসূচির ব্যাখ্যা দিয়ে সেগুলি রাজ্যে প্রয়োগের নানাবিধ দিক নিয়ে আলোচনা হবে। কেন্দ্রীয় কর্মসূচিগুলি রাজ্যের কীভাবে কার্যকর হচ্ছে, সে সম্পর্কে প্রেজেন্টেশন দেবেন মুখ্যমন্ত্রীরা।

—সৌজন্যে বর্তমান (২১/৮/১৭)

মোদীর জয় দেখছে বিজেপি

শাহ বানো থেকে সায়রা বানো। মাঝে তিন দশকের যাত্রা। রাজীব গাঁধী যা পারেননি, নরেন্দ্র মোদী তা করে দেখালেন। সুপ্রিম কোর্টে তিন তালাক প্রথা খারিজের পরে মোদীকে নিয়ে এটাই এখন বিজেপির নতুন জয়গান।

তিন তালাকের বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে উত্তরপ্রদেশের ভোটের সময় থেকেই সরব মোদী। বিজেপির দাবি, তিন তালাক নিয়ে মোদী সরকারের অবস্থানের জন্যই তাদের ভোট দিয়েছেন মুসলিমদের একাংশ। আজ রায় প্রকাশিত হতেই বিজেপির মন্ত্রী-নেতারা দাবি করেন, এই রায় মোদীর 'নতুন ভারত'-এর দিকে পদক্ষেপ। আর মোদীর কাছে এই রায় ''ঐতিহাসিক, মুসলিম মহিলাদের সাম্য ও মহিলা ক্ষমতায়নের পক্ষে জোরদার পদক্ষেপ।''

শাহ বানো আশির দশকে তালাকের পরেও সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে খোরপোশ পেয়েছিলেন। কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায়ের একাংশের চাপের মুখে তখন রাজীব গাঁধী সরকার সংসদে আইন পাশ করিয়ে পাল্টে দিয়েছিল রায়। সায়রা বানো তিন তালাকের শিকার হয়ে প্রথম সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলেন। সেই মামলার ভিত্তিতেই আজকের রায়। শাহ বানো রাজীবের 'ব্যর্থতা'র মুখ, আর সায়রা বানো মোদীর 'সাফল্যের মুখ'—এটাই বিজেপির নতুন প্রচার। আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেন, ''নরেন্দ্র মোদী রাজীব গাঁধী নন।''

রাহুল গাঁধী টুইটারে বলেছেন, ''সুবিচার পেতে লড়েছেন মহিলারা। তাঁদের অভিনন্দন।'' কিন্তু শাহ বানো নিয়ে বিজেপির প্রচার কংগ্রেসের কাছে অস্বস্তির। তিন তালাক মামলায় কৌঁসুলি হিসেবে কপিল সিব্বল ও সলমন খুরশিদের ভূমিকাও অস্বস্তি বাড়িয়েছে। শাহ বানো প্রসঙ্গে কংগ্রেস নেতা রণদীপ সিংহ সুরজেওয়ালা বলেন, ''সেটি সেই সময়ের পরিস্থিতি অনুযায়ী সংসদের সিদ্ধান্ত।''

—সৌজন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা (২৩/৮/১৭)

এবার বাংলা গানকে জনপ্রিয় করতে উদ্যোগী মুখ্যমন্ত্রী, টিভিতে নিয়মিত বাজবে নতুন গান

বাপ্পাদিত্য রায়চৌধুরী, কলকাতা

'অনুরোধের আসর'। রেডিওর এই অনুষ্ঠানের মাধ্যেই লুকিয়ে আছে বাঙালির মন কেমন করা নস্টালজিয়া। একটা সময় ছিল, যখন রেডিওতে নিয়ম করে বাজত শিল্পীদের নতুন গান। আশা-লতা-কিশোর-মুকেশ-রফির মতো 'বম্বে'র শিল্পীরা তো বটেই, সেই আসর মাতাতেন হেমন্ত-মান্না-সন্ধ্যা- শ্যামল-আরতিদের সঙ্গে অখিলবন্ধু ঘোষ বা মাধুরী চট্টোপাধ্যায়ের মতো শিল্পীরাও। এইচএমভি থেকে বেরোনো রেকর্ডে বাজার ধরলেন কে কে, তার মাপকাঠি ছিল রেডিও'র অনুরোধের আসর। অভিযোগ ওঠে, গানের সেই স্বর্ণযুগ নেই। এফএম যেটুকু গানের জোয়ার ধরে রেখেছে, সেখানে বাংলা গানের পরিসর খুব কম। তাদের ভূমিকাও সমালোচনার উর্ধ্বে নয়।

সেই হারানো দিনকেই ফিরে পেতে চাইছে সরকার. বাংলা গানকে ফের জনপ্রিয় করার জন্য আসরে নামছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। ঠিক হয়েছে, এখন থেকে নিয়ম করে কয়েকটি টিভি চ্যানেল জনপ্রিয় এবং নতুন শিল্পীদের নতুন গান প্রচার করবে, যার মূল পৃষ্ঠপোষক রাজ্য সরকার। আগামী ২৫ আগস্ট সেই গানের আসরের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই।

ঠিক কী করতে চাইছে রাজ্য সরকার? তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরসূত্রে খবর, পুজোয় নতুন কী কী গান বেরচ্ছে, তার খোঁজ খবর করেছে সরকার। আলাদাভাবে সেগুলির উদ্বোধন না করে, একটি সরকারি অনুষ্ঠানে তার অধিকাংশের উদ্বোধন হবে। ২৫ আগস্ট নজরুল মঞ্চেমুখ্যমন্ত্রী নিজেই তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী হিসাবে সেই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন। সেখানেই নতুন গান গাইবেন শিল্পীরা। তা টিভিতে সম্প্রচারের পাশাপাশি প্রতি সপ্তাহে শুক্র, শনি এবং রবিবার অন্তত তিনটি বাংলা নিউজ চ্যানেলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আধ ঘণ্টা ধরে সেইসব নতুন গান সম্প্রচার করা হবে। বিষয়টি তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর দেখভাল করছে। বিভিন্ন মিউজিক অ্যালবাম সংস্থা তার মূল খরচ বহন করবে বলে জানা গিয়েছে। নজরুল মঞ্চের অনুষ্ঠানে সাধারণ মানুষ হাজির হতে পারবেন। আপাতত ছ'সপ্তাহ ধরে টিভি চ্যানেলগুলিতে ওই গানের অনুষ্ঠান হবে। কেন এই উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার? তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন বলেন, অনুরোধের আসর ছিল এমন একটা অনুষ্ঠান, যেখানে নতুন অথচ দারুণ সব গান বাজত। এখনও ভালো গান হচ্ছে। কিন্তু তেমন প্রচার নেই। সেই কাজটিই করছে আমাদের দপ্তর। বাংলা গানকে এভাবে ধরে রাখার কথা ভেবেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তাঁর পরামর্শেই আমরা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করছি। নজরুল মঞ্চের মূল অনুষ্ঠানে আমরা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের মতো কিংবদন্তিদের আনছি। একটি আলাদা অ্যালবাম বেরচ্ছে, যার গানগুলির কথা ও সুর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সেখানে গেয়েছেন শ্রেয়া ঘোষাল, আকৃতি কক্কর, রাঘব চট্টোপাধ্যায়, রূপঙ্কর, মনোময় ভট্টাচার্য, লোপামুদ্রা মিত্র। সেই তালিকায় আছেন ইন্দ্রনীল সেন নিজেও, জানিয়েছেন তিনি। ওই দিন সেই অ্যালবামটিরও উদ্বোধন হবে। শিল্পীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ফের অনুরোধের আসরের স্বাদ পাবেন শ্রোতারা, দাবি ইন্দ্রনীল সেনের।

—সৌজন্যে বর্তমান (২১/৮/১৭)

টুকরো খবর

পণের দাবিতে খুনের নালিশ

দাবি মতো পণ না মেলার অভিযোগে নতুন বউকে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ উঠল স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ির বিরুদ্ধে। শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি পল্লির শনিবার রাতের ঘটনা। মৃত সবিতা মিশ্রের (১৯) দাদা মোহিত ধাঁয়ের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেফতার করেছে। রবিবার ধৃতদের বোলপুরের বিশেষ আদালতে হাজির করানো হলে স্বামী রাজা মিশ্রের পাঁচ দিন পুলিশি হেফাজত ও শ্বশুর-শাশুড়ির ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ হয়।

মেট্রো শহরগুলিতে আবাসনের বাজার ভালো হলেও পিছিয়ে আছে কলকাতা

বাপ্পাদিত্য রায়চৌধুরী, কলকাতা

গত বছর শেষ হওয়া মার্চ পর্যন্ত শেষ তিন মাসের নিরিখে এ বছর শেষ হওয়া মার্চ পর্যন্ত শেষ তিন মাসে মোট ৩৩টি শহরের বাজার ভালো গিয়েছে। ওই সময়ের নিরিখে কলকাতায় ফ্ল্যাটের দাম বেড়েছে ২.৪ শতাংশ।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নোট বাতিলের ঘোষণা করেছিলেন নভেম্বর মাসে। তারপরই শিল্পমহল বলেছিল, কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তে ধাক্কা খেতে পারে শিল্প। সবচেয়ে বেশি চিন্তার ছিল আবাসন শিল্প। কারণ, নগদ টাকার জোগান অনেকটাই বেশি থাকে এই শিল্পে। নোট বাতিলে যে রিয়েলটি ব্যবসা মার খেয়েছে, তা নানাভাবে মেনে নিয়েছেন আবাসন কর্তারাও। তবে একইসঙ্গে তাঁরা বলেছেন, দামি ফ্ল্যাট বা আবাসনের বিক্রিতে ভাটা পড়লেও, মধ্যবিত্তের নাগালের ফ্ল্যাট বিক্রি মারাত্মক মার খায়নি। যেখানে বিনিয়োগ নয়, মাথা গোঁজার বাসস্থান হিসেবেই ক্রেতারা ফ্ল্যাট কিনেছেন, সেখানে আবাসন শিল্পের অবস্থা দারুণ ভালো কিছু না হলেও, পরিস্থিতি স্থিতিশীল, বলছে রিজার্ভ ব্যাংক। তারা জানিয়েছে, নোট বাতিলের পরবর্তী সময় অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসে শেষ হওয়া তৃতীয় ত্রৈমাসিকেও ফ্ল্যাটের দাম কমেনি কলকাতায়। দেশের অন্যান্য জায়গায় যেভাবে বাজার হারিয়ে দাম পড়েছে ফ্ল্যাটের, সেই দিক থেকে গত মার্চ মাস পর্যন্ত কলকাতার বাজার ততটা খারাপ হয়নি, জানিয়েছে ন্যাশনাল হাউজিং ব্যাংকও। তবে একই সঙ্গে তারা জানিয়েছে দিল্লি, চেন্নাই এবং মুম্বইয়ের তুলনায় বাজার ভালো যায়নি কলকাতার।

বিগত কয়েক বছর ধরেই কলকাতাসহ গোটা দেশেই আবাসন শিল্প খুব একটা ভালো গতিতে এগোয়নি। আবাসন কর্তারা বলছেন, যে সব ফ্ল্যাটের দাম কোটি টাকার আশপাশে, সেই ফ্ল্যাটের বিক্রি প্রায় থমকে আছে কয়েক বছর ধরে। তবে রিজার্ভ বাংক তাদের সাম্প্রতিক রিপোর্টে বলছে, দেশের অন্যান্য বড় শহরের পাশাপাশি কলকাতাতেও ফ্ল্যাটের সার্বিক দাম বেড়েছে। রিজার্ভ ব্যাংক এই বিষয়ে যে পরিসংখ্যান পেশ করেছে, সেখানে বাড়ির দাম বৃদ্ধির সূচকের ভিত্তি হিসাবে ধরা হয়েছে ২০১০-'১১ অর্থ বর্ষকে। সেই সূচককে ১০০ হিসাবে রেখে দেখা গিয়েছে। গত আর্থিক বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে, অর্থাৎ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে সূচক রয়েছে ২৪০.২। ওই একই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে শেষ হওয়া দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে সূচক ছিল ২৩১.৯। অর্থাৎ কলকাতায় ফ্ল্যাটের দাম প্রায় পাঁচ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বরং দেখা গিয়েছে, গত আর্থিক বছরের এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত প্রথম তিন মাসের তুলনায় কিছুটা ধাক্কা খেয়েছিল পরের তিন মাসের দাম। সূচক বলছে, প্রথম তিন মাসে সূচক ছিল ২৩৪.৯। আবার ২০১৫-'১৬ অর্থবর্ষের শেষ তিন মাসের সূচক কমে দাঁড়িয়েছিল ২২২.৩।

ন্যাশনাল হাউজিং ব্যাংকের তথ্য, যাকে মান্যতা দেয় কেন্দ্রীয় সরকারও, বলছে, গত মার্চ মাস পর্যন্ত কলকাতার ফ্ল্যাটেরবাজার স্থিতিশীল ছিল। কতটা চাঙা ছিল সেই বাজার, তা বোঝাতে মোট ৫০টি শহরের হিসাব পেশ করেছে তারা। সেখানে দেখা গিয়েছে, গত বছর শেষ হওয়া মার্চ পর্যন্ত শেষ তিন মাসের নিরিখে এ বছর শেষ হওয়া মার্চ পর্যন্ত শেষ তিন মাসে মোট ৩৩টি শহরে বাজার ভালো গিয়েছে। দাম বেড়েছে ফ্ল্যাটের। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি দাম বাড়ে এবং ফ্ল্যাট বিক্রি হয় ভাইজাগে। সেখানে দাম বৃদ্ধির হার ২৪ শতাংশ। এরপর আসে রায়পুর। সেখানে দাম বেড়েছে ১৬ শতাংশ। অবশ্য এদের তুলনায় কলকাতার বাজার যে ততটা ভালো ছিল না, তা জানিয়েছে ন্যাশনাল হাউজিং ব্যাংক। তারা বলছে, ওই সময়ের নিরিখে এখানে ফ্ল্যাটের দাম বেড়েছে ২.৪ শতাংশ। মুম্বইয়ের ফ্ল্যাটের বাজার বৃদ্ধির হার কলকাতার থেকে কিছুটা বেশি। তবে চেন্নাই বা দিল্লির মতো মেট্রো শহরে ফ্ল্যাটের বাজার অবশ্য কলকাতার তুলনায় আরও অনেক বেশি চাঙা। সেখানে ফ্ল্যাটের দাম বৃদ্ধির হার ১০ শতাংশেরও বেশি। শহরের আবাসন নির্মাতা সংস্থাগুলি আশায় বুক বাঁধছে, এবার এখানেও বাড়বে ফ্ল্যাটের বাজার। যাঁরা জিএসটি চালুর অপেক্ষায় ছিলেন এবং আবাসন শিল্পে পণ্য ও পরিষেবা করের হার নিয়ে চিন্তায় ছিলেন, সেই উদ্বেগ কেটেছে। সেই কারণেই শিল্প এগবে বলে আশাবাদী তাঁরা। রাজ্যে আবাসন আইন সংক্রান্ত বিল পাশ হওয়ায়, নয়া আইনও সেই কাজটিকেই আরও ত্বরান্বিত করবে বলে আশা আবাসন শিল্প মহলের।

—সৌজন্যে বর্তমান (২২/৮/১৭)

পাহাড়ে গ্রেনেড ছুঁড়তে নামানো হচ্ছে যুবকদের

কাশ্মীরসহ বিভিন্ন জায়গায় সেনাবাহিনীর উপর গ্রেনেড ছোঁড়ার জন্য অল্পবয়সিদের ব্যবহার করছে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা। সেই 'মডেল'ই পাহাড়ে কার্যকর করতে চাইছে মোর্চা নেতৃত্ব। লক্ষ্য একটাই, কিশোর বা যুবকদের কাজে লাগিয়ে পাহাড়কে দীর্ঘদিন অশান্ত রাখা। গোয়েন্দারা এমনই সব চাঞ্চল্যকর তথ্য পাচ্ছেন। বিশেষ সূত্রে তাঁরা জেনেছেন, মোর্চার শীর্ষ নেতৃত্বের পাশাপাশি সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের কর্মীরা পুলিশের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। তাই নব্য বাহিনী নামিয়ে ঝিমিয়ে পড়া আন্দোলনে গতি আনতে চাইছে মোর্চা।

আসলে পাহাড়ে একদিকে যেমন ধরপাকড় চলছে, তেমনই বিভিন্ন জায়গার দখল নিয়েছে পুলিশ। মূলত এই দুটি কারণে উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে জঙ্গিদের আসা-যাওয়া কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। নাগাল্যান্ডের জঙ্গি সংগঠনএনএসসিএনের (খাপলাং গোষ্ঠী) যত সদস্য রয়েছে, তা দিয়ে পাহাড়ে সব জায়গায় আন্দোলন চালানো মুশকিল। এই কারণেই স্থানীয় যুবক-কিশোরদের বাছা হয়েছে। গোয়েন্দাদের কাছে খবর, পাহাড়ে আরও পাঁচ থেকে ছ'টি জায়গায় হামলার পরিকল্পনা করেছে তারা।

তদন্তকারী আধিকারিকরা জানতে পেরেছেন, মোর্চা নেতৃত্ব অনেক আগেই হ্যান্ড গ্রেনেড তৈরির পরিকল্পনা করেছিল। কিছু গ্রেনেড পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গায় তৈরি করা হয়েছে। তবে বেশিরভাগটাই আনা হয়েছে বাইরে থেকে। মোর্চার শীর্ষ নেতৃত্ব এরজন্য আলাদা একটি গ্রুপ তৈরি করে। প্রত্যেক নেতাকে এলাকা থেকে ছেলে জোগাড়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়, এদের বয়স যেন আঠারো থেকে কুড়িরমধ্যে হয়। প্রত্যেকের কাছে বাইক থাকাটাও জরুরি বলে জানিয়ে দেওয়া হয়। এরপরই মোর্চার নেতারা অল্পবয়সিদের মগজ ধোলাই শুরু করেন। তার মধ্যে থেকেই বেছে নেওয়া হয় প্রায় ১০০ জন যুবককে। তাদের আলাদাভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। উত্তর-পূর্ব ভারতের জঙ্গি সংগঠনের নেতারা ছাড়াও সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেওয়া গোর্খাদের একটা অংশ তাদের সাহায্য করছে বলে গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন। মূলত গ্রেনেড কীভাবে ছুঁড়তে হবে ও অব্যর্থ নিশানায় আঘাত হানতে হলে কী কৌশল নিতে হবে, তা তাঁরা শেখাচ্ছেন বলে খবর মিলেছে। জানা গিয়েছে, ওই যুবকদের কয়েকজনের কাছে বাইক ছিল না। মোর্চার নেতারাই তাদের সেই বাইক জোগাড় করে দিয়েছেন। সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত ৫০টির মতো বাইক আনা হয়েছে নেপাল থেকে। যা দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় হামলার পরিকল্পনা করা হয়েছে। ওই যুবকদের একটি গ্রেনেডছোঁড়ার জন্য ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মোর্চার নেতারা।

—সৌজন্যে বর্তমান (২২/৮/১৭)

রাষ্ট্রদ্রোহের মামলায় নিজেকে নির্দোষ দাবি করে কোণঠাসা গুরুংয়ের চিঠি রাজনাথকে

দিব্যেন্দু বিশ্বাস, নয়াদিল্লি

দার্জিলিংয়ে বিস্ফোরণের ঘটনায় ইতিমধ্যেই মোর্চা সুপ্রিমো বিমল গুরুং এবং তার দুই সহযোগীর বিরুদ্ধে ইউএপিএ ধারায় রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা শুরু করেছে রাজ্য সরকার। আর এরকম একটি গুরুতর অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে ওঠায় আশঙ্কার মেঘ দানা বেঁধেছে মোর্চার আকাশে। আতঙ্কের প্রাবল্য এতটাই বেশি যে, উল্লিখিত বিস্ফোরণের ঘটনায় নিজেদের নির্দোষ বলে দাবি করে স্বয়ং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংকেই চিঠি পাঠালেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং। শুধু তাই নয়, নিজেদের নির্দোষ প্রমাণে মরিয়া গুরুং গোটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অবিলম্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠনেরও আরজি জানিয়েছেন। তদন্তের নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারপতিকে নিয়ে

গোটা তদন্তের নজরদারি চালানোর আবেদনও করেছেন মোর্চা সুপ্রিমো।

গোর্খাল্যান্ড ইস্যুতে ক্রমাগত কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে পড়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই আন্দোলন নিয়ে পিছু হটছে মোর্চা। এবার রাষ্ট্রদ্রোহের মতো গুরুতর অভিযোগে নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা শুরু হয়ে যাওয়ার মোর্চা আরও বেশি কোণঠাসা। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ায় এবার খড়কুটোর মতো কেন্দ্রীয় সরকারকেই আঁকড়ে ধরতে চাইছে গুরুংবাহিনী। শুক্রবার গভীর রাতে দার্জিলিংয়ের চকবাজারে আইইডি বিস্ফোরণের পরেই বিমল গুরুং, মোর্চার শীর্ষ নেতা প্রবীণ সুব্বা এবং গোর্খা যুব মোর্চার সভাপতি প্রকাশ গুরুংয়ের বিরুদ্ধে 'আনল' ফুল অ্যাক্টিভিটিস (প্রিভেনশন) অ্যাক্টে (ইউএপিএ) মামলা শুরু করেছে রাজ্য। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে গুরুং অভিযোগ করেছেন, বিস্ফোরণের প্রকৃতি বুঝে ওঠার আগেই দার্জিলিং পুলিশ তাঁদের তিনজনের বিরুদ্ধে এফআইআরদায়ের করেছে। চিঠিতে মোর্চা সুপ্রিমো লিখেছেন, এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার তদন্ত শুরুর আগেই কীভাবে পুলিশ তাড়াহুড়ো করে মোর্চা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করল, তা অত্যন্ত বিস্ময়ের। যেখানে বিস্ফোরণ হয়েছে, তার ঠিক পাশেই দার্জিলংয়ের সদর পুলিশ স্টেশন রয়েছে। বর্তমানে গোটা এলাকায় প্রচুর পরিমাণে পুলিশ বাহিনীও মোতায়েন রয়েছে। রাতের অন্ধকারে ওইরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় কেউ বোমা রেখে দিয়ে গেল, আর পুলিশ দেখতেই পেল না? এটি কীভাবে সম্ভব?

রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে গুরুং লিখেছেন, আমাদের আন্দোলনকে দেশবিরোধী আখ্যা দিতে এবং মোর্চা নেতাদের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত করতে বাংলার সরকারই এই কাজ করেছে বলে আমাদের সন্দেহ। এর আগেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছিলেন যে, আমরা নাকি উত্তর-পূর্বের জঙ্গিগোষ্ঠীর থেকে সাহায্য পাচ্ছি। চীনও নাকি আমাদের আন্দোলনে মদত জোগাচ্ছে। অথচ এহেন অভিযোগের স্বপক্ষে তিনি কোনও প্রমাণ দিতে পারেননি। এরপরেই নিজেদের নির্দোষ বলে দাবি করে গুরুং রাজনাথ সিংয়ের কাছে আরজি জানিয়েছেন, গোটা ঘটনার উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত হোক। এনআইএ'কে দিয়ে তদন্ত করান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তাতে নজরদারি চালান সুপ্রিম কোর্টের কোনও বিচারপতি। তাহলেই প্রকৃত তথ্য বেরিয়ে আসবে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি গোর্খাল্যান্ড নিয়ে রাজনাথের সঙ্গে দেখা করেছিলেন মোর্চা নেতারা। সেই বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোর্চা নেতৃত্বকে জানিয়েছিলেন যে, এ ব্যাপারে প্রথমে তাদের রাজ্য সরকারের সঙ্গেই কথা বলতে হবে। সেইমতো চাপের মুখে মোর্চা জানিয়ে দেয়, গোর্খাল্যান্ড নিয়ে তারা রাজ্যের সঙ্গে বৈঠকে বসতে রাজি।

যদিও রাজ্য সরকার জানিয়ে দিয়েছে, তারা আগ বাড়িয়ে মোর্চাকে আলোচনায় ডাকবে না। তাতেই আরও চাপে পড়ে গিয়েছেন বিমল গুরুং। আর যার জেরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে গোর্খাল্যান্ড ইস্যুতে তাঁদের সঙ্গে কথা বলার আরজি সংশ্লিষ্ট চিঠিতে জানিয়েছেন মোর্চা সুপ্রিমো।

—সৌজন্যে বর্তমান (২১/৮/১৭)

CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL EXECUTIVE COMMITTEE

President
Milan Awon

President Elect
Dilip Chakrabarti

Vice-Presidents
Debi Prosad Palit
Tapas Sanyal

Treasurer
Ranadeb Sarkar

Secretary
Arunava Sinha

Assistant Secretary
Dhriti Bagchi

Members
Sugata Bagchi
Adris Chakraborty

BOARD OF TRUSTEES

Chairman
Kajal sarkar

Members
Chitta Saha
Pranab Das
Arun Bhattacharya
Asok Motayed
Samprakash Majumdar
Purna Bhattacharya
Kumar Sankar Mandal
Asoke Dey Sarkar

বাম আমলে লোহা কেলেঙ্কারির তদন্তে গতি আনতে চাইছে রাজ্য

বামফ্রন্ট সরকারের আমলে প্রায় তিনশো কোটি টাকার লোহা আকরিক কেলেঙ্কারির তদন্তে গতি আনতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। তদন্ত পর্যালোচনা করতে মঙ্গলবার মির্জা গালিব স্ট্রিটে খাদ্য দপ্তরে উচ্চ পর্যায়ে বৈঠকে হয়। খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকসহ খাদ্য দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকরা ছাড়াও সিআইডি-র কর্তারা বৈঠকে ছিলেন। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, এই কেলেঙ্কারির ঘটনায় অতিরিক্ত চার্জশিট দাখিল করতে চলেছে সিআইডি। ইতিমধ্যে এই কেলেঙ্কারির ঘটনায় চারটি মামলায় একাধিক চার্জশিট দাখিল হয়েছে। মামলার শুনানি চলছে ব্যাঙ্কশাল আদালতে।

খাদ্য দপ্তরের অধীনস্থ রাজ্য অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সরবরাহ নিগম (ইসিএসসি) যে বেসরকারি সংস্থাগুলির মাধ্যমে বিদেশে লোহা আকরিক রপ্তানি করার উদ্যোগ নিয়েছিল, তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা যায় কি না, সেটাও খতিয়ে দেখছে সরকার। মোট ২০টি সংস্থাকে লোহা রপ্তানির জন্য ২০০৫ সালে ৩২৯ কোটি ৬৯ লক্ষ ৮ হাজার ৭৯ টাকা অগ্রিম দিয়েছিল নিগম। কিন্তু এর মধ্যে ১২১ কোটি ৭৭ লক্ষ ৩৬ হাজার ১৩৭ টাকা এখনও সংস্থাগুলির কাছ থেকে আদায় করা যায়নি। বেসরকারি সংস্থার কর্তা ছাড়াও নিগমের বেশ কয়েকজন শীর্ষ আধিকারিককে এই কেলেঙ্কারির মামলায় চার্জশিট দেওয়া হয়েছে। তাঁদের গ্রেপ্তারও করা হয়েছিল। এখন তাঁরা জামিনে মুক্ত আছেন। এই আধিকারিকদের মধ্যে দুই অবসরপ্রাপ্ত আইএএস অফিসার দেবাদিত্য চক্রবর্তী ও আর এম জামির আছেন। বাকি অভিযুক্ত আধিকারিকরাও এখন অবসর নিয়েছেন। অবসরের পর তাঁরা যথারীতি পেনশন পাচ্ছেন। তাঁদের পেনশন বন্ধ করা যায় কি না, সে ব্যাপারে আইনগত দিক খতিয়ে দেখছে সরকার। নিগমের সেই সময়কার কর্তাসহ রাজ্যের কয়েকজন প্রাক্তন মন্ত্রীকে ফের জেরাও করতে পারে সিআইডি। এই মামলায় প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী নরেন দে-কে সিআইডি আগে জেরা করেছে। তৎকালীন কর্তাদের জেরা করে আরও তথ্য পাওয়া যেতে পারে বলে মনে করছে সিআইডি। অতিরিক্ত চার্জশিট দেওয়ার জন্য জেরা করা জরুরি হয়ে পড়েছে বলে এদিনের বৈঠকে সিআইডি-র তরফে জানানো হয়েছে।

ব্যাংকের বকেয়া শোধের চাপ

রাজ্য সরকারের এই সক্রিয়তার কারণ আছে। বামফ্রন্ট সরকারের এই কেলেঙ্কারির আর্থিক দায় এখন চেপেছে তৃণমূল সরকারের উপর। এই আর্থিক ক্ষতি মোকাবিলা করার জন্য টাকা আদায়ে সক্রিয় হয়েছে সরকার। লোহা আকরিক রপ্তানির ব্যবসা করার জন্য নিগম ন'টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের কনসোর্টিয়ামের কাছ থেকে ৩৭০ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছিল। ওই ঋণের সুদ-আসল বাবদ নিগমের কাছ থেকে একনও ব্যাঙ্কগুলি ২৫৮ কোটি টাকা বকেয়া আছে। টাকা না পাওয়ায় একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক কয়েক মাস আগে আইন প্রক্রিয়া মেনে নিগমের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে লেনদেনের উপরনিষেধাজ্ঞা জারি করে। এতে নিগম ও খাদ্য দপ্তর সমস্যায় পড়ে যায়। ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করে অ্যাকাউন্টে লেনদেনের উপর নিষেধাজ্ঞা সাময়িকভাবে স্থগিত করতে পেরেছে সরকার। কিন্তু ব্যাংকগুলির বকেয়া টাকা পরিশোধ করতেই হবে। রাজ্য সরকার সুদ ছাড়া আসল ১৫৬ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা কয়েকটি কিস্তিতে পরিশোধ করতে নীতিগতভাবে রাজি হয়েছে। অর্থ দপ্তর অবশ্য এর জন্য অতিরিক্ত টাকা দেবে না। খাদ্য দপ্তরের বাজেট থেকে টাকার সংস্থান করতে হবে। এর জন্য খাদ্য দপ্তরের উন্নয়ন মূলক কাজের অর্থে টান পড়বে। তবে এক সঙ্গে নয়, কয়েকটি কিস্তিতে এই টাকা দিতে চাইছে খাদ্য দপ্তর। এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আগামী ৩১ আগস্ট নবান্নে বিশেষ বৈঠক ডাকা হয়েছে। ওই বৈঠকে অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র থাকতে পারেন। অর্থ ও খাদ্য দপ্তর, নিগমের কর্তারা ছাড়াও ব্যাংকের প্রতিনিধিরাও বৈঠকে থাকবেন। ওই বৈঠকে বকেয়া টাকা পরিশোধের বিষয়টি চূড়ান্ত হবে।

—সৌজন্যে বর্তমান (২৩/৮/১৭)

শিক্ষারত্ন পাওয়ার জন্য অনলাইনে জমা পড়ল সাতশোর বেশি আবেদন

সৌম্যজিৎ সাহা, কলকাতা

শিক্ষক দিবসে শিক্ষারত্ন দেওয়ার জন্য অনলাইনে আবেদন করার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল শিক্ষা দপ্তর। তাতে তাক লাগানো আবেদন জমা পড়ল। জানা গিয়েছে, সব মিলিয়ে ৭০০-র বেশি আবেদন জমা পড়েছে। তবেশেষ পর্যন্ত কতজন সরকারের স্বীকৃতি পাবেন, তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন আবেদনকারীরা। এদিকে, ৫ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি পুরস্কার কতজন শিক্ষক পাবেন, তার সংখ্যাও দিল্লি থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রপতি রাজ্য থেকে ২১ জন শিক্ষককে সম্মান জানাবেন।

অন্যান্যবার জেলা থেকে শিক্ষকদের তালিকা পাঠানো হয়। সেক্ষেত্রে জেলা পিছু ১০ জন শিক্ষকের কোটা বেধে দেওয়া ছিল। প্রাথমিক, মাদ্রাসা, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক মিলিয়ে ২০০-২৫০ জন স্কুল শিক্ষকের নাম জমা পড়ত। কিন্তু এবছরই সেই প্রক্রিয়া তুলে দেওয়া হয়। ঠিক হয়, অনলাইনেই যে কোনও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষক আবেদন করতে পারবেন। সেই অনুযায়ী, অন্যান্য বছরগুলিতে যে সংখ্যক শিক্ষকের নাম জমা পড়ত। এবার তার তিন গুণ বেশি আবেদন জমা পড়েছে। দপ্তরের এক কর্তা বলেন, শিক্ষকরা যদি মনে করেন, তাঁরা এই পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য, তাঁরা আবেদন করতেই পারেন। এ ব্যাপারে শিক্ষকদের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। তবে এটাও ঠিক, আবেদন করা মানেই যে তাঁরা শিক্ষারত্ন পাবেন, তা কিন্তু নয়। দপ্তরের তৈরি করা মাপকাঠির দিয়ে তা বিচার করা হবে।

যে সংখ্যক আবেদন জমা পড়েছে, এখন তার মধ্যে থেকেই ঝাড়াই-বাছাই প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়ে। মূলত, একজন শিক্ষকের অভিজ্ঞতাকেই শুধুমাত্র গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না, সেই সঙ্গে তাঁর হাজিরার হার, সমাজ সেবামূলক কাজকর্ম, পড়ানোর ধরন ইত্যাদি বিষয়গুলিও দেখা হবে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, শ'খানেকের মতো শিক্ষকের নাম চূড়ান্ত করা হবে। একটি সূত্র বলছে, গতবার যেমন সব মিলিয়ে ১০০ জন শিক্ষককে পুরস্কৃত করা হয়েছিল, এবার সেই সংখ্যা কমতে পারে। তবে চূড়ান্ত তালিকা তৈরি হতে আরও কিছুটা সময় লাগবে। শিক্ষা দপ্তর চাইছে, তাঁকেই শিক্ষারত্ন দেওয়া হোক, যাঁকে নিয়ে পরে কোনও বিতর্ক হবে না। ফলে তালিকা বাছতে কিছুটা ধীরে চলো নীতি নিয়ে চলেছেন কর্তারা। উল্লেখ্য, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কারা এই সম্মান পাবেন, তাঁদের নাম মনোনীত করে উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

পাশাপাশি, শিক্ষক দিবসের সরকারি অনুষ্ঠানে এবারই প্রথম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতে চলেছে। জানা গিয়েছে, এবার বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের নৃত্য পরিবেশনা থাকছে। সংগীত পরিবেশনার জন্য কোনও বিশিষ্টকে ডাকা হবে। তবে তিনি কে, সে ব্যাপারে এখনও নাম চূড়ান্ত হয়নি।

এদিকে, দিল্লি থেকে যে ২১ জন শিক্ষকের নাম পাঠানো হয়েছে, তার মধ্যে দু'টি সরকারি স্কুলের শিক্ষকের নাম রয়েছে। রয়েছে, নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুরের মতো জেলার স্কুলের শিক্ষকদের নামও। প্রসঙ্গত, সব মিলিয়ে এবার দিল্লিতে ৪২ জনের নাম পাঠানো হয়েছিল। তার মধ্যে ২১ জনকে বেছে নিয়েছে কেন্দ্র।

—সৌজন্যে বর্তমান (২৩/৮/১৭)

জঙ্গিরা অর্থ সংকটে ভুগছে, বললেন জেটলি

নোট বাতিল এবং এনআইএ'র জন্য মাওবাদী, বিচ্ছিন্নতাবাদী হিংসা কমেছে, বললেন রাজনাথ

জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার (এনআইএ) পদক্ষেপের জন্য জম্মু ও কাশ্মীরে পাথর ছোঁড়ার ঘটনা কমেছে। রবিবার এমনটাই জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং। একইসঙ্গে, নোট বাতিলের জেরে জম্মু ও

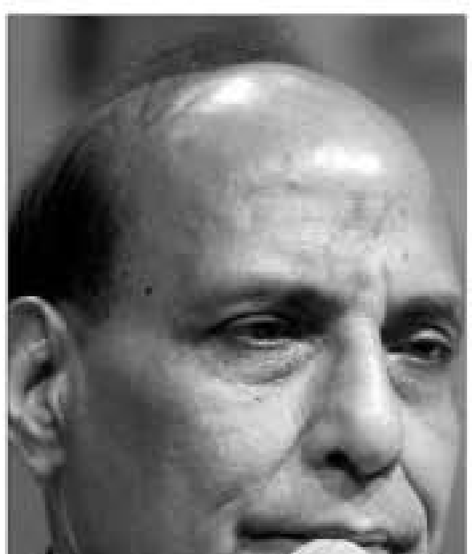

কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং দেশের মাওবাদীরা 'অর্থ সংকটে' ভুগছে। যার জেরে জঙ্গি অধ্যুষিত রাজ্যে পাথর ছোঁড়ার পাশাপাশি উগ্রপন্থা ও মাওবাদী কার্যকলাপ কমেছে।

এদিন লখনউয়ে এনআইএ'র অফিস ও আবাসনের উদ্বোধন করেন রাজনাথ। জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার পদক্ষেপের ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি। বলেন, 'আপনারা জম্মু ও কাশ্মীরে এনআইএ'র ভূমিকা দেখেছেন। আর তাই সেখানে পাথর ছোঁড়ার ঘটনা কমেছে। ভারতের নিরাপত্তা সুরক্ষিত রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর এবং তার জন্য কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। আমরা যাবতীয় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত। গত তিন বছরে মাওবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও উগ্রপন্থার ঘটনা নিম্নমুখী।' এরপরেই পরিসংখ্যান দিয়ে বিষয়টি তুলে ধরেন মন্ত্রী। রাজনাথের কথায়, 'মাওবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও উগ্রপন্থাকে আমরা পরাস্ত করবই। গত তিন বছরে উত্তর-পূর্ব উগ্রপন্থা ৭৫ শতাংশ কমেছে এবং মাওবাদী কার্যকলাপ কমেছে ৩০-৪০ শতাংশ।' এখানেই থেমে না থেকে জঙ্গিদের তহবিল ধ্বংস করার উপর জোর দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। বলেন, 'আমরা যদি জাল নোট আর জঙ্গি তহবিল ধ্বংস করে দিতে পারি, তাহলেই সন্ত্রাসবাদীদের কাছে তা হবে বড় ধাক্কা। এনআইএ খুব ভালো কাজ করছে। যারা জঙ্গিদের জন্য অর্থ জোগাচ্ছে, তাদের শিরদাঁড়ায় ঠান্ডা স্রোত বইয়ে দিয়েছে এনআইএ। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। সেখানে তিনি নিরাপত্তার স্বার্থে প্রতি ছ'মাসে একবার এনআইএ'র সঙ্গে রাজ্যের গোয়েন্দা সংস্থাগুলির বৈঠকের কথা বলেন। সেই পরিকল্পনাকে স্বাগত জানান রাজনাথ। বলেন, 'ভালো সমন্বয় ছাড়া সাফল্য সম্ভব নয়। তথ্য আদানপ্রদান হল একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।' মজার ছলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'এদিনের অনুষ্ঠানে একজন যোগীর (আদিত্যনাথ) উপস্থিতি ভালো লক্ষ্মণ।' জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদ শেষ লগ্নে এসে পৌঁচেছে বলেও জানিয়েছেন পিএমও'র মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির লক্ষ্যের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'দেশ থেকে সন্ত্রাসবাদ নিকেশ করাই মোদির টার্গেট। এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অন্য মাত্রায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।'

রাজনাথ যখন বলছেন এনআইএ'র পদক্ষেপে কাশ্মীরে পাথর লাগাম পরানো গিয়েছে পাথার ছোঁড়ায়, তখন সেখানকার বিচ্ছিন্নতাবাদী বা দেশের মাওবাদীরা নোট বাতিলে অর্থ সংকটে ভুগছে বলে দাবি করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। মুম্বইয়ের বিজেপি সভাপতি আশিস শেলার আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এমনটাই জানান তিনি। সেখানে 'নতুন ভারত' গঠন নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেটলি বলেন, 'নোট বাতিলের পর জম্মু ও কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং ছত্তিশগড়ের মতো মাওবাদীরা অর্থ সংকটে ভুগছে। নোট বাতিলের আগে যেখানে পাথর ছুঁড়তে কাশ্মীরের রাস্তায় হাজার হাজার বিক্ষোভকারী জড়ো হতো, সেখানে এখন হাজির হয় জনা ২৫ বিক্ষোভকারী।' বর্তমানে কাশ্মীরে জঙ্গিদের উপর নিরাপত্তারক্ষীরা আধিপত্য বিরাজ করেছে জানিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, 'সীমান্তের ওপার থেকে সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন এবং আমাদের দেশের সংগঠনের তাকে মদত দেওয়ার কারণে কাশ্মীর সমস্যা জটিল হয়েছে।' কোন পথে প্রধানমন্ত্রীর 'নতুন ভারত' গড়া সম্ভব, সে সম্পর্কেও আলোকপাত করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। জেটলি বলেন, 'আমরা প্রতিরক্ষা, গ্রামীণ উন্নতি ও পরিকাঠামোয় লগ্নি করতে চাই। গোরক্ষপুরের মতো লজ্জাজনক ট্র্যাজিডি যাতে আর না হয় সেজন্য বিশ্বমানের সরকারি প্রতিষ্ঠান গড়তে হবে।'

—সৌজন্যে বর্তমান (২১/৮/১৭)

ফিরে দেখা ইতিহাস

অসমিয়াকে রাজ্যভাষা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে যে ভয়াবহ ভাষা-দাঙ্গা হয়েছিল অসমে, ১৯৬০-এ, তা রুখতে অসমিয়া, বাঙালি, খাসি, জয়ন্তিয়া, নেপালি শিল্পীদের একটি দল প্রায় এক মাস ব্যাপী অসম পরিক্রমা করে, নাম ছিল 'লেট আস মিট কালচালার ট্রুপ'। নেতৃত্বে ছিলেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও ভূপেন হাজরিকা। আশির দশকে অসমে পুনরায় প্রাদেশিকাতর হিংস্র বহিঃপ্রকাশের দিনগুলিতে '৬০-এর সেই সম্প্রীতির অভূতপূর্ব প্রয়াসের কথা ফিরে আসে শঙ্খ ঘোষের কবিতায় 'সেই মুহূর্তে আবার যেন / শুনতে পেলাম সুর / ভূপেন হাজরিকার গলায় / হেমাঙ্গ বিশ্বাসের।' এই সংগঠিত সম্প্রীতির ইতিহাসকে সামনে আনার জন্য ষাট ছাড়াও চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকের অসম আইপিটিএ-তে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সাংস্কৃতিক যাত্রা ও বিভিন্ন রচনা থেকে শুরু করে পুরনো গণনাট্যকর্মী, সুর্মা ভ্যালি কালচারাল স্কোয়াডের অশীতিপর নবতিপর কর্মীদের সাক্ষাৎকার, হেমাঙ্গ-ভূপেনের চিঠিপত্র ও পারস্পরিক স্মৃতিচারণ ইত্যাদি নথি কিছু জড়ো করেছেন রাঙালী বিশ্বাস। সে সব থেকে তৈরি করেছেন একটি তথ্যচিত্র 'আ সং ফর এভরিওয়ান'। বেরচ্ছে একটি বইও, হারাধন-রঙমন কথা আ টেল অব টু আইকন্স। সঙ্গে একটি সিডি। 'ভুলে যাওয়া এ-ইতিহাসের প্রকাশ এই মুহূর্তে অত্যন্ত জরুরি।' জানালেন হেমাঙ্গ-কন্যা. আই এফ এ-র আর্থিক সহায়তা আছেকাজটিতে। ২ সেপ্টেম্বর বিকেল ৪টেয় সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস-এর উদ্যোগে যদুনাথ ভবনে বই ও সিডি'টির উদ্বোধন করবেন শঙ্খ ঘোষ। দেখানো হবে তথ্যচিত্রটি। থাকবে একটি ফটোগ্রাফির প্রদর্শনীও, ৮ সেপ্টেম্বর ভূপেন হাজরিকার ৯২ তম জন্মদিন পর্যন্ত।

ধম্মপদ

এক যুগেরও বেশি তিনি এই উপমহাদেশে প্রচলিত বৌদ্ধবাদ বিষয়টির ওপর স্থিরচিত্র তুলে চলেছেন। চিত্রগ্রাহক পলাশ দাশগুপ্ত এ জন্য লাদাখ, কিন্নর, ধরমশালা, দার্জিলিং, সিকিম এবং অরুণাচলের বৌদ্ধ গুম্ফায় এবং বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন। বৌদ্ধধর্মে ধম্মপদকে ত্রিপিটকের একটা সার অংশ বলা যায়। এ বার এই 'ধম্মপদ'কেই শিরোনাম করে তাঁর একক আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার গোলপার্কে। চলবে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত, রবিবার বাদে রোজ ১১-৬টা। ধম্মপদের গাথার সঙ্গে ভারতের বুদ্ধ ও বৌদ্ধবাদ সংশ্লিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক অঞ্চল, বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর জীবন আর বুদ্ধের ভাবনার চিত্রিত উপস্থাপন নিয়েই এই প্রদর্শনী। বিভিন্ন মাপের প্রায় ৬০টি ছবি ও ৫০টি ট্রান্সপারেন্সি স্লাইড প্রদর্শিত হবে।

দ্রৌপদী

মৃত্যু না জীবনই প্রিয় ছিল তাঁর। তাই ৩১ অগস্ট ঋতুপর্ণ ঘোষের জন্মদিনকে কেন্দ্র করে 'ঋতুপর্ণ ঘোষ স্মারক বক্তৃতা' আয়োজন করে আসছে এই শহরের দুই সংস্থা 'প্রত্যয় জেন্ডার ট্রাস্ট' ও 'সংহিতা'। গত তিন বছরে বলেছেন ফ্লাভিয়া অ্যাগনেস, নিবেদিতা মেনন, পি সাইনাথ-এর মতো ব্যক্তিত্ব। চতুর্থ বর্ষে ওদের ব্যতিক্রমী নিবেদন, মণিপুরি তথা ভারতের নাট্যজগতের প্রবাতপ্রতিম ব্যক্তিত্ব হেইসনাম কানহাইলাল নির্দেশিত নাটক 'দ্রৌপদী'। মহাশ্বেতা দেবীর বিখ্যাত ছোটগল্প-আধারত, সাবিত্রী হেইসনাম অভিনীত এই নাটক ২০০০ সাল থেকেই খবরের শিরোনামে। বহু সমালোচনা, বিতর্ক হয়েছে এই নাটক নিয়ে, এসেছে সভ্য সমাজের নিষেধ-হুমকিও। লিঙ্গ-পরিচিতি, নারীত্বের উর্ধ্বে মানবিকতার কথা বলা এই নাটককেই বক্তৃতার বিকল্প ভেবেছেন প্রত্যয় ও সংহিতা-র বন্ধুরা। ৩০ অগস্ট সন্ধে সাড়ে ছ'টায় জ্ঞান মঞ্চে আসছে 'দ্রৌপদী'। সঙ্গে তারই ছবি।

শ্যামাপ্রসাদ

১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় স্নাতকোত্তর প্রবর্তিত হলে পিতা আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশে তিনি প্রথম দলে ছাত্র হিসেবে যোগ দেন। তার আগে তিনি বি এ পরীক্ষায় ইংরেজি

কলকাতার কড়চা

অনার্সে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হন। ১৯২১ সালে এম এ পরীক্ষায়ও তিনি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়েছিলেন। পরে ১৯৩৪ সালে মাত্র ৩৩ বছর বয়সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে বৃত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৩৫-এ প্রথম তাঁরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। তখন সারা দেশের মতোই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উড়ত 'ইউনিয়ন জ্যাক'। শ্যামাপ্রসাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব পতাকা প্রবর্তন করেন। প্রতিষ্ঠা দিবসে সেই পতাকা সামনে নিয়ে কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী কলকাতার বিভিন্ন রাস্তায় শোভাযাত্রা করে। এ বার ২২ অগস্ট দুপুর আড়াইটের প্রাক্তনী বাংলা বিভাগের উদ্যোগে শ্যামাপ্রসাদের ১১৬তম জন্মবর্ষে বাংলা বিভাগে বিশেষ অনুষ্ঠান।

দুর্লভ

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের পরিচালনা ও পরিবেশনায় ১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট তৈরি হয়েছিল একটি ১১ মিনিটের তথ্যচিত্র 'জয়যাত্রা'। ভাষ্যপাঠ করেছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য এই তথ্যচিত্রটি দেখানো হচ্ছে এই শহরেই এক প্রদর্শনীতে। স্বাধীনতার সত্তর বছরকে স্মরণীয় করে রাখতে 'কিঞ্জল' পত্রিকা ও রাশিয়ান সেন্টার অব সায়েন্স অ্যান্ড কালচার, কলকাতা আয়োজিত এই 'কল অব ফ্রিডম' প্রদর্শনী হচ্ছে গোর্কি সদনে। এটি চলবে ২৪ অগস্ট পর্যন্ত (৪-৭টা)। থাকছে অজস্র দুর্লভ নমুননা বিপ্লবীদের চিঠি, আজাদ হিন্দের স্ট্যাম্প, স্বদেশি মেলার আমন্ত্রণপত্র, বয়কট আন্দোলনের লেবেল, দেশলাই লেবেল, চরকা, আলোকচিত্র, বিজ্ঞাপন, সংবাদপত্র ও বই ইত্যাদি। সহায়তায় ফোরাম ফর কালেক্টর্স, শ্রীঅরবিন্দ ভবন, অরোরা, বংআড্ডা ও কথোপকথন।

সহচরী

অনেক দিন আগে একদল নীল স্কার্ট, সাদা শার্ট পরা পরি ছিল। তারা রোজ সকালে একটা লাল টুকটুকে খেলাঘরে গিয়ে পড়াশোনা, নাচ, গান, খেলাধুলো সেরে বিকেল বেলা চলে যেত। তার পর তারা নানান দিকে বেরিয়ে পড়ল জীবন দেখতে। দেখে দেখে, ঘুরে ফিরে, জিতে হেরে আবার তারা পরি হতে চাইল। কিন্তু আর তো পরি হওয়া যায় না। তাই তারা 'সহচরী' হল। কারও একটু খাবার, কারও সঙ্গে দুটো দুঃখের গপ্পো, কারও জন্য গান, কাউকে বা একখানি গরম চাদর — মন ভাল করতে করতে চলতে শুরু করল সহচরী। সহচরীর প্রথম উদ্যোগ একটি মেলা, যা দিয়ে তারা পুজোর জামা কিনে দেবে তাদেরকে যাদের পুজোয় জামা হয় না। মেলা সহচরী ২৫-২৭ অগস্ট। ২১ এ জনক রোড (লেক মলের পাশের রাস্তায়)।

ভারতমাতা কি জয়

'ভারত কাকে বলে?' উত্তর খুঁজলেন ইতিহাস আর সাহিত্যের দুই সুপণ্ডিত। তাঁদের কথোপকথন শুনতে আইসিসিআর-এর সত্যজিৎ রায় প্রেক্ষাগৃহে স্বাধীনতা দিবসের আগের সন্ধ্যায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল কলকাতার ভিড়। কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির হিউম্যানিটিজ-এর অধ্যাপক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক এবং জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এমেরিটা রমিলা থাকপ-এর (সঙ্গের ছবি) কথোপকথনটি ছিল 'দি আইডিয়া অব ইন্ডিয়া' নামে একটি তিন দিনব্যাপী ইতিহাসচিন্তার কর্মশালার অংশ, যার আয়োজক 'হিস্টরি ফর পিস' প্রজেক্ট, আর ব্যবস্থাপক সিগাল গোষ্ঠী। গায়ত্রী নিজে কলকাতার মেয়ে, রমিলাকে নিজের শহরের অতিথি রূপেই স্বাগত জানালেন। আড্ডার মেজাজে এগিয়ে চলা কথোপকথনে ধরা পড়ল — 'ইন্ডিয়া' বা 'ভারত' আজ ক্রমশই একটা অন্য চেহারা নিচ্ছে। সংখ্যা আর ক্ষমতা যাদের বেশি, তাদের দাপটে অন্য সকলে চাপা পড়ছে। হিন্দুত্ববাদী ভারতের সেই দাপট যে কতটা ফাঁপা, আড্ডার শেষ মিনিটে সেটা পরিষ্কার হয়ে গেল। 'অনুষ্ঠান শেষে কী যেন বলতে হয় — ভারতমাতা কি জয়, তাই না?' বক্তাদের পরিহাসে তাল মিলিয়ে হেসে উঠলপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ! কলকাতার হাসি জানাল, ভারত বা ইন্ডিয়ার অর্থ বুঝতে এই সব স্লোগান কতটাই অবান্তর, অর্থহীন।

ভানু সমগ্র

সঙ্গী ছিলেন বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তর, আবার পাশাপাশি বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর প্রিয় ছাত্র। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েও স্বদেশি আন্দোলনে যুক্ত থাকায় ঢাকা ছেড়ে কলকাতায় আসতে বাধ্য হন সাম্যময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২০-১৯৮৩) নামেই যিনি সুপরিচিত। আস্তে আস্তে জনপ্রিয় কৌতুক অভিনেতা ও বিশিষ্ট চলচ্চিত্র শিল্পী হয়ে ওঠেন। ১৯৫১-য় আসেন পেশাদারি রঙ্গমঞ্চে। এ বার তাঁকে সমাগ্রিকতায় ধরতে পত্রভারতী প্রকাশ করছে ভানু সমগ্র। থাকছে তাঁর দীর্ঘ আত্মকথন, নির্বাচিত জোকস, চারটি কৌতুক নকশা-র সঙ্গে বহু বিশিষ্ট জনের স্মৃতিচারণ, অভিনীত ছবির তালিকা। দুর্লভ ছবিগুলি বইটির গুরুত্ব বাড়িয়েছে। ২৪ অগস্ট সন্ধে ৬টা, নন্দন ২। বইপ্রকাশের পরে দেখানো হবে 'ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট'।

স্মারক বক্তৃতা

প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইতিহাসে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে বি এ এবং এম এ পাশ করেন। ১৯২৩-'২৫ অক্সফোর্ডে পড়াশোনা করেন সুশোভনচন্দ্র সরকার (১৯০০-১৯৮২)। কলকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে প্রেসিডেন্সিতে অধ্যাপনা ১৯৩৩-'৫৬। পরে যাদবপুর ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। বাংলার নবজাগরণ নিয়ে তাঁর গবেষণা স্মরণীয়। তাঁর স্মরণে পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ ও তৎকালীন প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাস বিভাগ ১৯৯৪ সালে একটি আলোচনাসভার আয়োজন করে। পরেএটি একক ভাষণে পরিণত হয়। এ বার ইতিহাস সংসদ ও প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসবিভাগের যৌথ আয়োজনে স্মারক বক্তৃতাটি অনুষ্ঠিত হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের এ কে বসাক সভাগৃহে, ২৩ অগস্ট বিকেল ৪টেয়। শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় বলবেন 'ইতালীয় রেনেসাঁস আলো-আঁধারের সেতু' শীর্ষকে।

বাঘের কথা

বাঘ নিয়ে হইচইয়ের আড়ালে কি আমরা ভারতের চিতাবাঘের (লেপার্ড) সমস্যার কথা ভুলেছি? শুধু লেপার্ড নয়, ভারতের আরও দুই উল্লেখ্য 'বিগ ক্যাট' — স্নো লেপার্ড আর ক্লাউডেড লেপার্ড নিয়ে আলোচনা 'এখন আরণ্যক' পত্রিকার মে-জুন সংখ্যায়। দক্ষিণরায় কি বাস্তবিকই অনন্য? 'শুধু সুন্দরবন চর্চা' পত্রিকা সেই প্রশ্নের খোঁজে সাজিয়েছে তাদের এপ্রিল সংখ্যাটি। সুন্দরবনের বাঘের প্রকৃতি, বাঘশুমারি, সুন্দরবনে প্রথম ক্যামেরা ট্র্যাপ প্রয়োগের ঝক্কি ও রোমাঞ্চ, বাংলাদেশের সুন্দরবন বিশেষজ্ঞদের অভিজ্ঞতা ইত্যাদি জানা গেল। 'জীবন সর্দার' নামের আড়ালে থাকা সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার থেকে জানা গেল ('জল জঙ্গল' পত্রিকা, জুন-অগস্ট সংখ্যা) কী ভাবে বিজ্ঞানী জে বি এস হলডেন তাঁর মনে গেঁথে দিয়েছিলেন প্রকৃতি পাঠের মূল সুর।

ইতিহাসবিদ

ঔপনিবেশিক ঢাকা শহর নিয়ে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় তাঁর প্রামাণিক গ্রন্থ রয়েছে। সম্পাদনা করেছেন ঢাকা শহরের চারশো বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয়ক তিন খণ্ডের এক প্রকাশনাও। লিখেছেন ঢাকা কলেজ, রবার্ট মিটফোর্ড হাসপাতাল ও ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলেরইতিহাসও। সম্প্রতি কলকাতা ঘুরে গেলেন ওপার বাংলার এই বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ শরীফউদ্দিন আহমেদ। বললেন বর্তমান কালে নগরায়ণের সংকটের প্রেক্ষিতে এখন জরুরি হল পরিকল্পনা মাফিক নগরায়ণ। চাই মাস্টার প্ল্যান। কেবল অট্টালিকা নয়, প্রয়োজন নাগরিক সংস্কৃতির প্রসার। বাংলাদেশের দিনাজপুরের মতো প্রান্তিক শহরেও তাঁরা এই বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন সংগঠিতকরেছেন। পাসাপাশি ঐতিহাসিক দলিলপত্র আর ঐতিহ্য সংরক্ষণের উপরেও জোর দিলেন বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় মহাফেজখানার এই প্রাক্তন অধিকর্তা। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁদের প্রতিষ্ঠিত সংস্থা বি এ আর এম এস সরকারকে চাপ দিয়ে স্থানীয় স্তরের নথিপত্র দেখ ভালের জন্য একটি ব্যয়বরাদ্দ অনুমোদন করাতে পেরেছে। মনেপ্রাণে চাইছেন ঢাকার এশিয়াটিক সোসাইটি প্রাঙ্গণে অবস্থিত 'নবাববাড়ি' বা 'নিমতলি দেউড়ি' নামের পুরনো ইমারতটি সংস্কার করে একটি সংগ্রহালয় গড়ে তুলতে। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক গোলাম রব্বানিকে নিয়ে এ বার এসেছিলেন কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির কর্তাদের কাছে। উদ্দেশ্য যৌথ কোনও প্রকল্প রূপায়ণ করা যায় কি না ভেবে দেখা।

—সৌজন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা (২১/৮/১৭)

তিন তালাক অবৈধ ও অসাংবিধানিক: সুপ্রিম কোর্ট

প্রথম পাতার পর

হবে। কাজিদের বলা হবে কোনও মুসলিম দম্পতি যেন তিন তালাকের বিষয়টিকে বিচ্ছেদের উপায় হিসেবে অবলম্বন না করে। শুনানির সময় কেন্দ্রের পক্ষে তৎকালীন অ্যাটর্নি জেনারেল মুকুল রোহতগি আদালতে জানিয়েছিলেন, সুপ্রিম কোর্ট যদি তিন তালাক প্রথা বাতিল করে দেয়, তাহলে সরকার প্রয়োজনে নতুন আইনও আনতে পারে। আজ রায় দিতে গিয়ে প্রধান বিচারপতি জে এস খেহর সেই আইন তৈরির পক্ষেই মত দেন. বলেন, আগামী ছ-মাস তিন তালাক প্রথা বন্ধ থাকবে এবং এই সময়ের মধ্যে কেন্দ্র নতুন আইন আনবে। তাঁকে সমর্থন করেন বিচারপতি এস আবদুল নাজির। দুই বিচারপতি বক্তব্য, তিন তালাক সংবিধানের ১৪, ১৫, ২১ এবং ২৫ অনুচ্ছেদকে লঙ্ঘন করছে না। অর্থাৎ সমাধিকার, নাগরিকের মধ্যে ভেদাভেদ না করা, ব্যক্তি স্বাধীনতার সুরক্ষা, ব্যক্তিগত পছন্দের ধর্ম পালনের মৌলিক অধিকারের মতো বিষয়গুলি লঙ্ঘন করছে না। তবে দুই বিচারপতি এ কথা বললেও সম্পূর্ণ উলটো কথা বলেন বেঞ্চের অপর তিন বিচারপতি। দুই বিচারপতির মতের বিপরীতে গিয়ে রায় দেন বাকি তিন বিচারপতি কুরিয়ন জোসেফ, রোহিংটন ফলি নরিম্যান এবং উদয় উমেশ ললিত। তাঁদের রায়, একসঙ্গে পরপর বলা তিন তালাক সম্পূর্ণ অবৈধ এবং অসাংবিধানিক। তাই শেষমেশ পাঁচবিচারপতির মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ (তিনজন) তিন তালাকের বিরোধিতা করায় ৩৯৫ পাতার রায়ের শেষে সিদ্ধান্ত হিসেবে স্পষ্ট লেখা হল মতবিরোধ থাকলেও ৩ ২ সংখ্যাগরিষ্ঠে 'তালাক-ই-বিদ্দাৎ' প্রথা বাতিল করা হল।

—সৌজন্যে বর্তমান (২৩/৮/১৭)

পালানোর ছক ছিল রাম রহিমের

প্রথম পাতার পর

পুলিশের কনভয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে। এরপর গাড়ির মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে হরিয়ানা পুলিশের কম্যান্ডো বাহিনীর কালো পোশাক পরা ছ'জন। যাঁরা রাম রহিমের নিরাপত্তার কাজে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু যাবতীয় পরিকল্পনা ভেস্তে দেয় হরিয়ানা পুলিশের বিশাল বাহিনী। ঘটনাস্থলে দ্রুত এসে পৌঁছায় অতিরিক্ত পুলিশ। উত্তেজনা ছড়ানো ছ'জনের সঙ্গে ধস্তাধস্তি বেধে যায় ওই পুলিশকর্মীদের। এর পরই ওই ছ'জনকে হাতেনাতে ধরে ফেলে পুলিস।

সরকারের তরফে জেড প্লাস নিরাপত্তা পেতেন সাচা প্রধান রাম রহিম। বেশ কয়েক বছর ধরে এই বিশেষ নিরাপত্তা পেয়ে আসছিলেন তিনি। ওই নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত ছিলেন হিসারের পুলিশ অফিসার কৃষ্ণ দাস, কাঠিয়ালের হেড কনস্টেবল অজয়, সিরসার পুলিশ কর্মী রাম সিং, বিজয় সিং এবং হিসারের কনস্টেবল বলবান। হরিয়ানা পুলিশের সূত্র বলছে, টানা প্রায় ১২ বছর বাবার নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন এই পাঁচ জন পুলিশকর্মী। এ ছাড়াও পাঞ্জাব পুলিশেরদুই কমান্ডো রোহিত ও শতবীরও রাম রহিমের নিরাপত্তা বলয়ে ছিলেন। গত কয়েক বছর ধরে এই পুলিশকর্মীরা বাবা'র একান্ত অনুগত শিষ্য হয়ে গিয়েছিলেন। হরিয়ানা পুলিশের আইজি কে কে রাও জানিয়েছেন, যে এসইউভি গাড়িতে তাঁরা ছিলেন তাতে তল্লাশি চালিয়ে অটোমেটিক মেশিনগান, কার্তুজ-সহ অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। ওই সাত জনের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইন ছাড়াও একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

পুলিশ বলছে, ধর্ষণেরদায়ে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর পূর্ব পরিকল্পিত ভাবেই রাম রহিমকে নিয়ে পালানোর ছক কষেছিলেন তাঁর ভক্তরাই। আর সেই ছকের পিছনে ছিল স্বয়ং রাম রহিমের হাত। সেই মতো কাজও শুরু করে দিয়েছিলেন তাঁর নিরাপত্তারক্ষীরা। এমনই অভিযোগ তুলে ধৃতদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলায় তদন্ত শুরু হয়েছে। আইজি (কারনাল রেঞ্জ) সুভাষ যাদব বলছেন, সরষের মধ্যেই ভূত ছিল। আর একটু হলেই সর্বনাশ হয়ে যেত।

পুলিশ সূত্রের খবর, কোর্টে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর একটি লাল রঙের ব্যাগ চান রাম রহিম। ওইটাই ভক্তদের কাছে একটা সিগন্যাল ছিল। যাতে তাঁর ভক্তরা আদালত চত্বরে গণ্ডগোল বাধাতে পারেন। সেই মতো গণ্ডগোলও শুরু করেন ভক্তেরা। তা বুঝতে পেরেই ডিসিপি সুমিতের স্বরূপও গাড়িতে করে রাম রহিমকে আদালত কক্ষের বাইরে বের করে আনা হয়। আইজি আরও বলেন, আদালত চত্বরে দু'বার কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে তাঁর ভক্তেরা। সেটাই গণ্ডগোল শুরুর সিগন্যাল ছিল।

এদিকে, ধর্ষণ মামলায় ডেরা সাচা সৌদা প্রধান গুরমিত রাম রহিম সিংয়ের রায় ঘোষণার দিন সংঘর্ষ এবং ৩৮ জনের মৃত্যু নিয়ে প্রশাসনিক ব্যর্থতার দায় ঝেড়ে ফেললেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খট্টর। ওই ঘটনার পর তাঁর ইস্তাফার দাবি তোলেন কংগ্রেসসহ অন্যান্য বিরোধী দল। তিনি বিরোধীদের দাবি নস্যাৎ করে দিয়ে প্রশাসনের কাজে খুশি বলে জানিয়ে দিলেন। বিজেপি সভাপতি অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠকের পর খ ট্টর বলেন, তিনি সাফল্যের সঙ্গে পরিস্থিতি সামলেছেন। প্রশাসনের কাজ নিয়ে খুশি হয়েছেন। হরিয়ানার বিজেপি সরকারের আরও দাবি, পুরো ঘটনাটি নিয়ে ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সরকারের বিরুদ্ধে স্বঘোষিত 'গডম্যান'কে আড়াল করার যে অভিযোগ উঠেছে তা সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন। ডেরার সমর্থকদের পঞ্চকুলায় আশ্রয় দেওয়ারও যে অভিযোগ উঠেছে তারও কোনও ভিত্তি নেই। তিনি বলেন, পঞ্চকুলায় রায় ঘোষণার দিন রাম রহিমকে নিশ্চিতভাবে আদালতে পৌঁছে দিতে সরকার যাবতীয় ব্যবস্থা নিয়ে রেখেছিল। পুলিশ ওইদিন সংযতই ছিল। পুলিশ যতদূর সম্ভব সংঘর্ষ এড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে। রাম রহিমকে 'ভিআইপি ট্রিটমেন্ট' দেওয়ারও অভিযোগেরও কোনও মানে হয় না।

—সৌজন্যে বর্তমান (৩১/৮/১৭)

মুখ্যমন্ত্রীর ডাকে বন্‌ধ তোলার ঘোষণা

প্রথম পাতার পর

সেপ্টেম্বর থেকে ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বন্‌ধ স্থগিত রাখা হচ্ছে। ১২ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়ির উত্তরকন্যায় সরকারের ডাকা সর্বদলীয় বৈঠকের পরই পরবর্তী পরিকল্পনা নেওয়া হবে। বিনয় দাবি করেন, এদিন সকালে বিমল গুরুংয়ের সঙ্গে আলোচনা করেই বন্‌ধ তোলার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একথা ছড়ানোর কয়েক মিনিটের মধ্যে বিমল গুরুং অবশ্য সংবাদমাধ্যমে জানিয়ে দেন, বন্‌ধ তোলা নিয়ে আমার মতামত নেওয়া হয়নি। বন্‌ধ উঠবে না। শুক্রবার থেকে আরও জোরদার বন্‌ধ হবে। এমনকী এদিনের ঘটনার পর বিনয় ও তাঁর মূল সহযোগী অনীত থাপার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বিমল জানান। তকনই তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক ডেকে বিনয় তামাং ও অনীত থাপার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাঁরা সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ষড়যন্ত্র করেছেন। এদিকে এদিন কার্শিয়াংয়ে জনসভায় বিনয় বলেন, যা করেছি দলের নির্দেশেই করেছি। আমি রাজ্য সরকারের কাছে বিক্রি হয়ে যাইনি। ২০০৭ সালে মোর্চা গঠনের সময়ে থেকেই দলে রয়েছি। এখনও মোর্চায় আছি। আগামী দিনেও মোর্চাতেই থাকব। দল যদি আমাকে বের করে দেয় তবে তার পরোয়া করি না। গোর্খাল্যান্ডের জন্য মোর্চার ঝান্ডা নিয়েই আন্দোলন করব। তবে দলের সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরিকে এদিন তিনি এক হাত নেন। তিনি বলেন, আজ যে কাজ আমাকে করতে হচ্ছে তো রোশন গিরিকেই করতে হত। তিনি যদি তাঁর কাজ করতে না পারেন তবে পদ ছেড়ে দেওয়া উচিত। বিনয় আরও বলেন, বন্‌ধ চললে সরকারের কিছু যায় আসে না। কিন্তু মানুষেরই বেশি ক্ষতি হচ্ছে। পাহাড়ে টানা বন্‌ধের মোর্চা সুপ্রিমোকে কেউ ভুল বোঝাচ্ছেন। টানা বন্‌ধের সময় আমি পাহাড়ের ২২-২৩টি চা বাগানে গিয়েছি। সেখানে দেখেছি দৈনিক হাজিরায় কাজ করা চা বাগানের শ্রমিকেরা মেয়ের কানের দুল বিক্রি করে আনাজপাতি কিনেছেন। বিমল এসব দেখেননি। তবে এটা ঠিক যে দিল্লিতে গিয়ে বিমল গুরুং, রোশন গিরিরা গোর্খাল্যান্ডের দাবি তুলেছেন। কিন্তু নবান্নে গিয়ে আমিই প্রথম গোর্খাল্যান্ডের দাবি তুলেছি। জনসভায় বিনয়ের এই মন্তব্যই মোর্চার অন্তর্বিরোধ প্রকাশ্যে এনে দেয়। এরপর কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক শেষে বন্‌ধ প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা হতেই মোর্চার ভিতরে বিস্ফোরণ হয়। রাজনৈতিক মহলের মতে, বিরোধ যেদিকে এগচ্ছে তাতে পাহাড়ে বিনয়পন্থী আর বিমলপন্থী মোর্চা নামে দু'টি দল জন্ম নেবে।

—সৌজন্যে বর্তমান (১/৯/১৭)

পাঁচ কন্যার লড়াই

'সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের নারীদের জয়, এটা শুধু আমার গর্ব নয়, অহংকারও'

ইশরাত জাহান (সুপ্রিম কোর্টে তিন তালাক নিয়ে অন্যতম মামলাকারী)

যখন লড়াই শুরু করেছিলাম, তখনও জানতাম না এর শেষ কোথায়। তবুও লড়াই চালিয়ে গিয়েছি। আর সেই লড়াইয়ে জিতে আজ আমি গর্বিত। এতদিন আমাদের সঙ্গে যা হয়েছে, তা কোনওভাবেই বদলাতে পারব না। কিন্তু আগামীদিনে কোনও মেয়ের যাতে এভাবে তালাক না হয়, তার জন্য নারী জাতির প্রতিনিধি হয়ে যুদ্ধ করেছি এই অবৈধ পদ্ধতির বিরুদ্ধে। এই লড়াইয়ে আমি জিতেছি। এটা শুধু আমার গর্ব নয়, অহংকারও। দেশের সর্বোচ্চ আদালত যে রায় দিয়েছে, তাতে অনেক মহিলার জীবন বেঁচে গেল। যারা এভাবে দূর থেকে বসে শুধু ফোনেই 'তালাক, তালাক, তালাক' বলে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়, তারা মহিলাদের মানুষ বলে মনে করে না। তারা আমাদের মতো মেয়েদের ব্যবহার করে আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কিন্তু এই ভাবনায় আঘাত দেওয়া প্রয়োজন বলেই আমি মনে করেছিলাম। আমি তাই কড়া নেড়েছিলাম সুপ্রিম কোর্টের দরজায়। আর আমাদের সেই ডাকে সাড়া দিয়ে কোর্ট যেভাবে তিন তালাক প্রথাকে 'অসাংবিধানিক' বলে রায় দিয়েছে, তাতে সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের নারীদের জয় হয়েছে। আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকলাম আদালতের কাছে।

১৫ বছর ধরে বিবাহিত জীবন কাটানোর পর একটা ফোনেই আমার জীবনে সব আলো কেড়ে নিয়েছিল। ২০১৫ সালের এক বিকালে আচমকাই একটা ফোন এসেছিল দুবাই থেকে। আমার স্বামী ফোনেই বলল, 'আর সংসার করতে পারছে না সে। তাই সে মুক্তি চায়।' আমি কিছু বলার আগেই ফোনেই সে বলে দিল, 'তালাক, তালাক, তালাক'। ব্যাস্ সব শেষ। আমাদের সমাজের নিয়মানুযায়ী আমাদের মতো মেয়েদের পক্ষে কিছু আর করার ছিল না। এরপর অনেকবার স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। তারপর জেনেছিলাম, বিহারে সে আরও একটা বিয়ে করেছে। কিন্তু এর কিছু কাল পর আমার তিন মেয়ে এবং ছেলেকে 'অপহরণ' করে নিজেক কাছে নিয়ে চলে যায় আমার প্রাক্তন স্বামী। কোথায় যাব, কী করব, কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। যদিও ১৫ দিন আগে আমার দুই মেয়ে আমার কাছে ফিরে এসেছে। যাঁরা তিন তালাকের পক্ষে সওয়াল করছেন, তাঁদের কাছে আমার প্রশ্ন, এটা কোথাকার আইন? আইন যখন তৈরি হয় মহিলাদের কথা কি কোনওভাবেই ভাবা হয়নি? কেন বারবার মহিলারাই বঞ্চনার শিকার হবেন? দিনের পর দিন চলে আসা এই অবৈধ আইনের বশে অনেকমহিলা বলি হয়েছেন। মুসলিম সমাজের বিদ্বজ্জনরা তো অনেক বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাহলে তিন তালাকের পদ্ধতি নিয়ে তাঁরা নিশ্চুপ ছিলেন কেন?

আমার মতে, সব দাম্পত্য জীবনই যে সুখী হবে, তা ভুল। কিন্তু যদি কোনও স্বামী তাঁর স্ত্রীকে ছেড়ে দিতে চান, তাহলে আদালতে তার ফয়সালা হবে। দশজনের মতামত নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে। তার বদলে কেন শুধুমাত্র ফোনে এভাবে 'তালাক, তালাক, তালাক' বলে দিলেই সেটা সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে? এটা কি আদৌ সভ্য সমাজে সম্ভব? আমি এর বদল চেয়ে ২০১৬ সালে সুপ্রিম কোর্টে পিটিশন দাখিল করেছিলাম। প্রায় এক বছর সেই মামলা চলার পর অবশেষে আমার চাওয়ায় সিলমোহর পড়েছে। এই চাওয়া শুধু আমার নয়, এই আবেদন ছিল দেশের সব ভাগ্যহীনার। আমার সঙ্গে আরও যে চারজন মহিলা পিটিশন দাখিল করেছিলেন, তাঁদেরও কারও সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। কিন্তু আমি নিজের জায়গা থেকে বলতে পারি, তাঁরা এই রায়ে গর্বিত। সীমাহীন খুশিতে হয়তো তাঁরাও আত্মহারা।

সবশেষে বলি, স্বামী তালাক দেওয়ার পরও আমি আমার শ্বশুরবাড়ি হাওড়ার পিলখানার নন্দ ঘোষ রোডের বাড়ি ছেড়ে যাইনি। এখানে অনেক অত্যাচার সহ্য করছি। শ্বশুরবাড়ির লোকেদের অত্যাচারে জীবনযাপন অসহ্য হয়ে উঠেছে। সেই অত্যাচারের মধ্যেও এই ঐতিহাসিক রায় আমার জীবনে কিছুটা হলেও আশার আলো বয়ে নিয়ে এল।

সায়রা বানু (উত্তরাখণ্ড)

অসুস্থ অবস্থায় বাপের বাড়িতে দু'বছর কাটানোর পর হঠাৎ স্বামীর একটি চিঠি হাতে পেয়েছিলেন। চিঠিতে তিন তালাক লিখে পাঠিয়েছেন স্বামী। এরপরই তিন তালাক প্রথার বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সায়রা বানু। তিন তালাকের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। সায়রা বানু দাবি করেন, এই প্রথা তাঁর জীবনকে তছনছ করে দিয়েছে। তাঁর সন্তানদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিয়েছে। বিয়ের ১৫ বছর পর একটি চিঠি মারফৎ তালাক দিয়ে তাঁকে অপমান করেছেন স্বামী। সন্তানদেরও ছিনিয়ে নিয়েছেন। ২০১৬ সালে সায়রা বানুর স্বামী ফের বিয়ে করেছেন। সায়রা বানু বলেন, তাঁর মেয়ের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটুক, তিনি চান না। তাই আদালতে এসেছেন।

আফরিন রহমান (রাজস্থান)

২০১৪ সালে জয়পুরে ধুমধাম করে বিয়ে হয়েছিল আফরিন রহমানের। আইনজীবী স্বামী বিয়ের পর আফরিনকে চাকরি ছাড়তে বাধ্য করেন। এরপর পণের দাবিতে শুরু হয় অত্যাচার। একবছর এইভাবে কাটানোর পর তাঁকে শ্বশুরবাড়ি ছাড়তে হয়। বিধবা মায়ের সঙ্গে থাকতে শুরু করেন। কয়েক মাস পর গাড়ি দুর্ঘটনায় মা মারা যান। গুরুতর জখম আফরিন বেশ কিছুদিন হাসপাতালে ভরতি ছিলেন। হাসপাতাল থেকে ফেরার পর একটি চিরকুট মারফৎ তাঁকে তালাক লিখে পাঠান স্বামী। এক সমাজকর্মীর সাহায্যে স্বামীর বিরুদ্ধে পারিবারিক হিংসা, পণেরদাবিতে অত্যাচারের অভিযোগ করে আদালতে মামলা করেন। আফরিনের দাবি, তিনি আর স্বামীর ঘরে ফিরতে চান না। অন্য মুসলিম মেয়ের অধিকার নিয়ে লড়াই করতেই আদালতে এসেছেন।

আতিয়া সাবরি (উত্তরপ্রদেশ)

২০১২ সালে বিয়ে হয়েছিল আতিয়া সাবরির। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে তিনি আদালতে তিন তালাকের বিরোধিতা করে মামলা করেন। তাঁকেও একটি চিরকুটের মাধ্যমে তালাক দিয়েছিলেন স্বামী। আতিয়ার দাবি, তাঁর দুই সন্তান। একজনের বয়স তিন, অন্যজনের বয়স চার। সন্তানদের মানুষ করতে টাকা প্রয়োজন। তাই আদালতে মামলা করেছেন।

গুলশান পারভিন (উত্তরপ্রদেশ)

উত্তরপ্রদেশের রামপুরের গুলশান পরভিনকে একটি দশ টাকার স্ট্যাম্প পেপারেতালাকনামা লিখে পাঠিয়েছিলেন স্বামী। শ্বশুরবাড়িতে থাকার সময় তাঁর উপর পণের দাবিতে প্রবল অত্যাচার হত। গুলশান পরভিন জানিয়েছেন, একদিন সকালে স্বামীর হঠাৎ ইচ্ছা হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে এবং তাঁর স্বামীকে ঘরছাড়া করেন। এই ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি লড়াই করছেন।

—সৌজন্যে বর্তমান (২৩/৮/১৭)

অডিট যেতেই দফতরে আগুন

জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়

পাহাড়ে লাগাতর বন্ধ চলছে ১২ জুন থেকে। তারও দিন কয়েক আগে জিটিএ-র বিভিন্ন দফতরে বিশেষ অডিটের দল পাঠিয়েছিল নবান্ন। গরমিল ধরা দূরের কথা, আড়াই মাসে সেই অডিট অফিসারেরা গুরুত্বপূর্ণ কোনও ফাইলের হদিসটুকুও করতে পারেনি। কারণ জিটিএ-র যাবতীয় কাজকর্মের দলিল-দস্তাবেজ যে যে জায়গায় রাখা ছিল, অডিটের দল খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছনোর ঠিক আগে আগে সেখানে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমনকী জিটিএ-র ক্যাশবুকও উদ্ধার করা যায়নি। ফলে তাদের বিভিন্ন তহবিলে কত টাকা আছে তার হিসেবও মেলেনি।

প্রশাসনের এক কর্তার কথায়, ''সব মিলিয়ে ছ'শোর বেশি ফাইল উদ্ধার হয়েছে। তাতে বড়সড় গোলমাল তেমন কিছু নেই। যে ক্ষেত্রে সন্দেহ রয়েছে তা সরেজমিন দেখা প্রয়োজন। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে সেটা সম্ভব নয়। ফলে বিশেষ অডিট করিয়েও লাভ হচ্ছে না।''

গত ৮ জুন মন্ত্রিসভার বৈঠকে গোলমাল শুরু পরই জিটিএ-র সচিবকে সরিয়ে দেওয়া হয়। ১৯ জুন নতুন সচিব হিসাবে সি মুরুগন কাজে যোগ দেন। সূত্রের খবর, নতুন সচিব ভানু ভবনে গিয়ে দেখেন সমস্ত কিছু লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছে। ফাইলপত্র দূরের কথা, একটি কম্পিউটারও নেই। নেই ক্যাশবুক। ভল্টের টাকাও উধাও। পুরো অফিস তন্নতন্ন করে খুঁজে অডিট অফিসাররা ৫৫-৬০টি ফাইল পেয়েছিলেন। কিন্তু তা থেকে 'অমূল্য রতন' কিছুই মেলেনি।

খবর মেলে শৈলাবাসে দার্জিলিং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের যে দফতর আছে, সেখানেই যাবতীয় ফাইলপত্র রাখা আছে। সেই অফিসে অডিট দল পৌঁছানোর কথা কেয়ারটেকারকে আগের দিন সন্ধ্যায় জানানো হয়। কিন্তু রাতেই ওই অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এর পর অডিট কর্তারা দার্জিলিং স্পেশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং দফতরে আচমকা হানা দিয়ে প্রায় ৪০০ ফাইল নিয়ে আসেন। খতিয়ে দেখে সেখান থেকেও বিশেষ কিছু মেলেনি। এর পরে খোঁজ মেলে মিরিকের ইঞ্জিনিয়ারিং দফতরে কিছু ফাইল সরিয়ে রাখা আছে। সেখানেও পরিদর্শনের ঠিক আগের দিন আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কার্শিয়াংয়ের একটি পর্যটন অফিসে থাকা ফাইল এবং নথিও।

এক কর্তার কথায়, ''গত পাঁচ বছরে উন্নয়ন খাতে জিটিএ-তে অন্তত ১৫০০ কোটি টাকা এসেছিল। কিন্তু সেই টাকা খরচের কোনও হিসাব মিলছে না। চেষ্টা যে হয়নি তা নয়। কিন্তু হিসেব কষে সমস্ত নথিই নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।''

তা হলে অডিট অফিসাররা কি করছেন? জানা গিয়েছে, জিটিএ-র সব অফিস বন্ধ। ফলে ১৮ হাজার কর্মীর দু'মাস বেতন হচ্ছে না। পরিস্থিতি এমনই যে সচিব মুরুগনের চালকও কাজে আসছেন না। নবান্ন এক কর্তার মন্তব্য, ''খালি হাতে ফেরা ছাড়া অডিট অফিসারদের কী-ই বা উপায়?''

—সৌজন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা (২১/৮/১৭)

ভালবেসে পড়াতে হয় কীভাবে, শেখাবে রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতর

সুপ্রিয় তরফদার

ছাত্র পড়াবেন, সে তো ভাল কথা। কিন্তু ভালবেসে পড়াতে পারেন তো?

মানসিক ও দৈহিক শাস্তি না দিয়ে কী ভাবে পড়াতে হয়, তার জন্য রাজ্যের স্কুলশিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিলই। তাতেই এ বার 'ভালবাসার ছোঁয়া' দিতে চায় রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতর। পড়ুয়াদের প্রতি ভালবাসাই যে শিক্ষাদানের প্রধান পথ — ওই প্রশিক্ষণের আওতাতেই রাজ্য সরাসরি তা শেখাতে চায় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের।

আনন্দ পাঠ। 'জয়জয়ন্তী' ছবির দৃশ্য

শনিবার ভারতের ক্রিকেট অধিনায়ক বিরাট কোহালি ভিডিওটা সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করার পরে রবিবার দিনভর তা ঘুরেছে মোবাইল থেকে মোবাইলে। এক মহিলাকণ্ঠের ধমকের সামনে 'ওয়ান-টু-থ্রি ...' আওড়াতে আওড়াতে নেতিয়ে পড়ছে বছর চারেকের একটা বাচ্চা। কখনও সে চিৎকার করে কাঁদছে, কখনও হাতজোড় করে বলছে, 'আপ পেয়ারসে পড়াইয়ে ...।' সেই ভিডিও দেখে শিউরে উঠেছেন স্কুলশিক্ষা দফতরের কর্তারা। তাঁরা ঠিক করেছেন, ভালবেসে পড়াতে শেখার বিষয়টিতেও এ বার থেকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

দফতরের এক কর্তা জানান, এই ধরনের আরও ভিডিও সংগ্রহ করে এ বার শিক্ষকদের দেখানো হবে। তার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করা হবে। এক কথায়, ভালবেসে কী করে পড়াতে হয়, তা হাতে-কলমে শেখানো শুরু হবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। ওই কর্তা জানান, বিএড এবং ডিএলএড প্রশিক্ষণ থাকা শিক্ষকদের মধ্যেও অনেক সময়েই পড়ানোর ক্ষেত্রে ভালবাসার অভাব স্পষ্ট দেখা গিয়েছে। সেই সমস্যা সমাধানের জন্যই এই উদ্যোগ।

দফতর সূত্রের খবর, এখন প্রতিটি জেলার বাছাই করা দশ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কলকাতার বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঁচদিন ধরে চলে এই প্রশিক্ষণ পর্ব। তাঁদের মাধ্যমেই শিক্ষাদানের পদ্ধতি পৌঁছে যায় প্রতিটি স্কুলে। প্রশিক্ষণ দেন স্কুলশিক্ষা দফতর, পাঠ্যক্রম কমিটি এবং প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বোর্ডের প্রতিনিধিরা। এই প্রশিক্ষণের ট্যাগলাইন — 'আনন্দময় শিক্ষা'। পাঠ্যক্রম কমিটির চেয়ারম্যান অভীক মজুমদার বলেন, ''শিক্ষকদের স্পষ্ট জানানো হয়েছে, শিক্ষার অধিকার আইন অনুযায়ী কোনও ভাবেই পড়ুয়াদের মানসিক ও দৈহিক শাস্তি দেওয়া যাবে না।'' তিনি জানান, শিক্ষকদের এ বার শেখানো হবে, পড়ুয়াদের আগ্রহ বাড়াতে গেলে ভালবাসার প্রয়োজন। সেই কারণে শুধু প্রশিক্ষণ শিবিরে নয়, প্রয়োজনে জেলায় জেলায় স্কুলে গিয়ে শিক্ষার সঙ্গে ভালবাসার এই সম্পর্ক বোঝানো হবে।

ওই ভিডিওর বাচ্চাটিকে গৃহশিক্ষিকা নাকি অভিভাবক — কে পড়াচ্ছিলেন তা বোঝা যাচ্ছে না। তাই শুধু শিক্ষকেরা নন, অভিভাবকদেরও সচেতনার প্রয়োজন রয়েছে বলে মত প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের এক কর্তার। দফতরের এই উদ্যোগ প্রসঙ্গে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য বলেন, ''ভালবেসে শিক্ষকতা করার আদর্শ আমাদের এমনিতেই রয়েছে। এর জন্য নতুন করে প্রশিক্ষণ বা সার্কুলারের প্রয়োজন হয় না। আদর্শটি সকলে মেনে চললেই সমস্যা মিটে যায়।'' তবে মনোবিদ রিমা মুখোপাধ্যায়ের কথায়, ''এই উদ্যোগ খুবই ভাল। ভালবাসার পাশাপাশি উৎসাহও দেওয়া প্রয়োজন। এবং পড়ুয়ারা যেন ইতিবাচক দিকে চালিত হয়, সেটাও দেখা দরকার শিক্ষকদের।''

—সৌজন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা (২১/৮/১৭)

পাহাড়ে কি ভিনদেশি

প্রথম পাতার পর

কর্মী-সমর্থকেরাও। সভাস্থল থেকে ৩৬ জনকে নিয়ে দার্জিলিং থানায় বসিয়ে রেখেছে পুলিশ। মোর্চারই এক কর্মীর কথায়, ''কিছু দিন আগেও একজন গ্রেফতার হলে দলের নেতারা থানা ঘেরাও করার নির্দেশ দিতেন। আজকে ৩৬ জনকে থানায় নিয়ে গেল। কিন্তু নেতাদের দেখা নেই।''

গ্রেফতারের ভয়েই মোর্চার নেতারা গা ঢাকা দিচ্ছেন বলে অনুমান কর্মীদের। খোদ গুরুঙ্গকেই যখন ইউএপিএ দেওয়া হয়েছে, তখন তাঁদেরও একই ধারায় ফেলে দেওয়া হতে পারে বলে নেতাদের আশঙ্কা। এ দিনই সন্ধ্যায় কার্শিয়াং থেকে মোর্চা নেতা তথা ৮ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর নীরজ প্রধান ধরা পড়েন।

জিএনএলএফের বক্তব্যেও চাপ বাড়ছে মোর্চার। শিলিগুড়িতে জিএনএলএফের সাধারণ সম্পাদক মহেন্দ্র ছেত্রী বলেন, ''যে বিস্ফোরক ব্যবহার হচ্ছে বলে শুনেছি, তা সাঙ্ঘাতিক। বাইরের শক্তি ঢুকে পড়েছে বলে শুনেছি। কোনও শর্ত ছাড়াই রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা শুরু করা উচিত।'' জিএনএলএফের অন্য এক নেতার দাবি, ''পাহাড়ে হাওয়াই চটি পরা লোকেদের ঘুরঘুর করতে দেখা যাচ্ছে। এরা কারা?''

পাহাড়ের পরিবেশ স্বাভাবিক করারজন্য কেন্দ্র ও রাজ্যের কাছে এ দিন আবেদন জানায় গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন সমন্বয় কমিটি (জিএমসিসি)। রবিবার বিকেলে কালিম্পঙের এক হোটেলে জিএমসিসি-র বৈঠক হয়। তবে আলাদা করে কোনও চিঠি রাজ্য ও কেন্দ্রকে দেওয়ার কথা কমিটির নেতারা জানাননি।

—সৌজন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা (২১/৮/১৭)

১০ জনকে ফায়ারিং স্কোয়াড

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঢাকা শেখ হাসিনাকে হত্যার জন্য গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ায় তাঁর জনসভার মঞ্চের নীচে পুঁতে রাখা হয়েছিল ৭৬ কেজির একটি বোমা। ৮০ কেজির আর একটি বোমা বসানো হয়েছিল তাঁর হেলিপ্যাডে।১৭ বছর আগে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার সেই চক্রান্তের জন্য ১০ জনকে প্রাণদণ্ড দিল ঢাকার একটি ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট। বিচারক মমতাজ বেগম নির্দেশ দিয়েছেন — ফায়ারিং স্কোয়াডে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করতে হবে হরকতুল জিহাদ (হুজি)-র এই ১০ জঙ্গিকে।

বাংলাদেশে ফাঁসির পাশাপাশি ফায়ারিং স্কোয়াডে প্রাণদণ্ড কার্যকরের বিধিও রয়েছে। এর আগে শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকারীদেরও ফায়ারিং স্কোয়াডে প্রাণদণ্ড কার্যকরের নির্দেশ দিয়েছিল নিম্ন আদালত। পরে উচ্চ আদালত অবশ্য তা বদলে ফাঁসির রায় দেয়।

কোটালিপাড়ার একটি কলেজে ২০০০ সালে ২০ জুলাই জনসভা ছিল প্রধানমন্ত্রী হাসিনার। সেখানেই তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে প্রকাণ্ড দু'টি বোমা পুঁতে রেখেছিল জঙ্গি সংগঠন হুজি, যার নেতা মুফতি হান্নানের বাড়িও কোটালিপাড়ায়। জনসভার কয়েক ঘণ্টা আগে কলেজের এককর্মী পাশের পুকুরে একটি বৈদ্যুতি তার ভাসতে দেখে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ গিয়ে সেই তারের সূত্র ধরেই মঞ্চে নীচে পোঁতা বোমাটির হদিশ পায়। এর পরে তল্লাশিতে উদ্ধার হয় হেলিপ্যাডের নীচে পোঁতা বোমাটিও। তদন্তে পুলিশ জানতে পারে, গোপালগঞ্জ শহরে হান্নানের একটি আড্ডায় বোমা দু'টি বানানো হয়েছিল। সেখানে হানা দিয়ে বেশ কিছু বিস্ফোরক উদ্ধার হয়। হুজি জঙ্গিদের ধরপাকড়ও করা হয়।

২০০৫-এ ধরা পড়ে মুফতি হান্নানও। হামলার মাথা হান্নান সিলেটে তৎকালীন বৃটিশ হাই কমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর ওপর বোমা হামলার মামলায় প্রাণদণ্ড পাওয়ার পরে সম্প্রতি তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। তাই এই মামলা থেকে তার নাম বাদ পড়েছে। বাকি ২৪ আসামির ১০ জনকে ফায়ারিং স্কোয়াডে প্রাণদণ্ড দেওয়া ছাড়া এক জনকে যাবজ্জীবন ও তিন জনকে ১৪ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে ১০ জনকে খালাস দেওয়া হয়েছে। তবে এই খালাসের বিরোধিতা করেউচ্চ আদালতে আপিল করতে পারেন বলে জানিয়েছেন সরকারি আইনজীবী। আসামিদের কৌঁসুলি জানিয়েছেন, দণ্ড কমানোর আর্জি জানাবেন তাঁরা।

—সৌজন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা (২১/৮/১৭)

Please send all articles and enquiries about Sangbad Bichitra to :
Dilip Chakrabarti,
200 Winston Drive# 2920
Cliffside Park,
NJ-07010
dcha42@aol.com

Any questions for Membership or Advertisement dues,
Please Contact :
Ranadeb Sarkar
346 Yale Road
Garden City, NY - 11530.
e-mail :
ranusarkar@hotmail.com

আপনার চাঁদা বাকি আছে কিনা জানতে চাইছেন? আপনার নাম ঠিকানা লেখা লেবেলে (প্রথম পাতায়) একবার চোখ বুলিয়ে নিন।

The Sangbad Bichitra, Periodical (USPS # 020-877) is published semi-monthly by Cultural Association of Bengal from 200 Winston Drive# 2920, Cliffside Park, NJ-07010
and
additional mailing offices.
POSTMASTER :
Send address changes to Sangbad Bichitra,
4 Entrance Way, Purdys NY 10578

চুরি বন্ধ করলে গণতন্ত্র বিপন্ন হবে কেন?

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

মোদি-বিরোধী জোট। বাঁদিক থেকে মনমোহন সিং, ডি রাজা, সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী, শরদ যাদব, সীতারাম ইয়েচুরি প্রমুখ।

আগামী ২৭ আগস্ট পটনায়, মোদি-বিরোধী দলগুলি এক সমাবেশের ডাক দিয়েছে। এই সমাবেশের মূল উদ্যোক্তা আপাতত বিহারের রাজ্যপাট হারানো এবং পশুখাদ্য কেলেঙ্কারিতে দোষী সাব্যস্ত লালুপ্রসাদ যাদব। তাঁর আহ্বানে এই সমাবেশে যোগ দিতে আসছেন সোনিয়া-তনয় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সহ-সভাপতি রাহুল গান্ধী, উত্তরপ্রদেশের ভাগ হয়ে যাওয়া যাদব বংশের একটি গোষ্ঠীর নেতা অখিলেশ যাদব, বহেনজি মায়াবতী এবং আমাদের এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সর্বস্ব খোয়ানো বামপন্থীরা অবশ্য লালুপ্রসাদের এই সমাবেশ মঞ্চে উপস্থিত থাকবেন কি না তা নিয়ে একটু দোটানায় রয়েছেন। তাঁদের দোটানার একটি কারণ — মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একই মঞ্চ ভাগাভাগি করে নিলে পায়ের তলার শেষ মাটিটুকুও সরে যাবে কি না—সেটিই সীতারাম ইয়েচুরিরা সম্যক বুঝাতে পারছেন না। শেষ পর্যন্ত মঞ্চে কে থাকবেন, কে থাকবেন না — এ প্রশ্নে না ঢুকেও বলা যায়, একটি বিষয়ে এই বিরোধীরা একমত হয়েছেন। তাঁরা সকলেই মনে করছেন, নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদির নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার ভারতীয় গণতন্ত্রকে 'হত্যা' করছে। অতএব এই গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে সোনিয়া-রাহুল-লালুপ্রসাদ-মায়াবতী-মমতা-ইয়েচুরি সকলে এক রা' ধরেছেন। এঁরা এমনও আশা করছেন, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদিকে ক্ষমতাচ্যুত করে ভারতীয় গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধার করতে দেশের মানুষ এঁদের ভোট দিয়ে সরকার গড়তে সাহায্য করবেন।

'গণতন্ত্র' শব্দটির প্রতি দেশের মানুষের শ্রদ্ধা আছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতীয় দেশে গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামোই চান। ১৯৭৫ সালের জরুরি অবস্থার দিনগুলি আবার ফিরে আসুক কেউই চান না। কেউই চান না — নির্বাচনে জিতে সরকারি ক্ষমতায় এসে অবাধ দুর্নীতি এবং স্বজনপোষণে নিমজ্জিত হোন নেতা-মন্ত্রীরা। গণতন্ত্রের নামে প্রহসন ভারতের মানুষ কখনও বরদাস্ত করেননি; ভবিষ্যতেও করবেন না। কিন্তু ২৭ তারিখ পটনায় মোদি-বিরোধী দলগুলি গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দাবিতে যে সমাবেশ ডেকেছে — সেই সমাবেশের প্রকৃত উদ্দেশ্য নিয়েই একটু ধন্দ জাগছে। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের স্লোগান দিয়ে দেশের মানুষকে বোকা বানাবার চেষ্টা করে এরা আসলে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার রাজনীতিটি করছেন না তো — প্রশ্ন সেখানেই।

আসা যাক, লালুপ্রসাদ, সোনিয়া গান্ধী এবং রাহুল গান্ধীর প্রসঙ্গে। দেশের সর্বোচ্চ আদালত একটি রায়ে বলেছিল, কোনও সাংসদ বা বিধায়কের বিরুদ্ধে দুর্নীতি বা অপরাধমূলক কোনও অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাঁর সাংসদ বা বিধায়ক পদ খারিজ হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, সাজার মেয়াদ শেষ হলেও তিনি ছ'বছর কোনও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার যখন ক্ষমতায়, তখন পশুখাদ্য কেলেঙ্কারির মামলায় দোষীসাব্যস্ত লালুপ্রসাদ গিয়ে পড়েন সোনিয়া গান্ধীর পদতলে। লালুপ্রসাদের কাতর আর্জিতে সুপ্রিম কোর্টের এই রায় কার্যকর করা ঠেকাতে মনমোহন সিংয়ের নেতৃত্বাধীন সরকারকে দিয়ে একটি অর্ডিনান্স জারি করান ইউপিএ চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী। সেদিনই বুঝতে অসুবিধা হয়নি সোনিয়া গান্ধীর রাজনৈতিক অভিধানে ন্যায়-নীতি-আদর্শ ইত্যাদি শব্দগুলিই নাই। সোনিয়া তনয় রাহুল অবশ্য সেই সময় একটি 'বিপ্লবী' ইমেজ রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ২০১৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাহুল বলেছিলেন, 'যে অর্ডিনান্স জারি করেছে সরকার, ওটা এখনই ছিঁড়ে ফেলা উচিত।' বাজারে বেশ বাহবা কুড়িয়েছিলেন রাহুল সেই সময়। আর তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ক্ষুব্ধ হলেও মুখ ফুটে বলতে পারেন নি — এই অর্ডিনান্স জারি করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে। আর বৈঠকে সভাপতিত্ব করেছিলেন স্বয়ং সোনিয়া গান্ধী।

২০১৩ সালে লোক দেখিয়ে অর্ডিনান্স ছিঁড়ে ফেলার কথা বলেছিলেন যে রাহুল গান্ধী — বছর ঘুরতে না ঘুরতেই দেখা গেল সেই রাহুলই ব্যস্ত হয়ে উঠছেন পশুখাদ্য কেলেঙ্কারিতে দোষীসাব্যস্ত লালুপ্রসাদের হাত ধরতে। আর এই ২০১৭-য় তো তিনি লালুপ্রসাদের 'গণতন্ত্র বাঁচাও' নাটকের অন্যতম কুশীলব। আসলে, সোনিয়া-রাহুলরা প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত তাঁদের প্রতিটি আচরণের মাধ্যমে প্রমাণ করেদেন — তাঁরা যে রাজনীতিটি করেন, সেটি ভণিতা সর্বস্ব। অতীতেও তাঁরা এই রাজনীতি করেছেন, বর্তমানে এই রাজনীতিই করেন এবং ভবিষ্যতেও তাই করবেন। অবশ্য অতদিন যদি তাঁদের দলটির অস্তিত্ব থাকে, তবেই।

একটু লক্ষ করলেই বুঝবেন, ২০১৪ সালে নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদি প্রধানমন্ত্রী পদে আসিন হওয়ার পরদিন থেকেই এই বিরোধীরা 'গেল গেল' রব তুলছেন। ভাবখানা এমন, যেন নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে এই দেশটিতে সত্য সত্যই রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। এবারে তা গোল্লায় গেছে। নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই এই বিরোধীরা বলে চলেছেন — ভারতীয় গণতন্ত্র বুঝি বা উচ্ছন্নে গেল। এই মোদি-বিরোধীদের অন্যতম, তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো আরও এককদম এগিয়ে বলেই ফেলেছিলেন — 'বিজেপির অন্য যে কেউ প্রধানমন্ত্রী হোন। শুধু নরেন্দ্র মোদিকে চাই না।' সত্যিই কি নরেন্দ্র মোদি ভারতীয় গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক? কেন নরেন্দ্র মোদির প্রতি এদের এত অসূয়া?

এই যে গণতন্ত্রের বড়াই করা নেতা-নেত্রীরা, লালুপ্রসাদের আহ্বানে যাঁরা ২৭ আগস্ট পটনায় সমবেত হচ্ছেন তাঁদের কার্যকলাপ পর্যালোচনা করলেই পরিষ্কার হবে কেন নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদি এঁদের লক্ষ্যবস্তু। প্রথমে আসুন ২৭ তারিখের সমাবেশের প্রধান উদ্যোক্তা লালুপ্রসাদের প্রসঙ্গে। ভারতীয় রাজনীতিতে দাগি রাজনীতিকদের অন্যতম এই লালুপ্রসাদ। বিহারে পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি মামলায় দোষীসাব্যস্ত হয়ে জেল খেটেছেন। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ছ'বছরের জন্য নির্বাচনে লড়ার অধিকারও হারিয়েছেন। শুধু লালুপ্রসাদ একা নন, সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করে তাঁর পুত্রকন্যাদের অপরিসীম দুর্নীতির সংবাদও এখন প্রকাশ্যে এসেছে। আদ্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্ত এই ব্যক্তিটিই গণতন্ত্রের ধুয়ো তুলে নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদিকে হটানোর ডাক দিচ্ছেন। আর তাঁর সঙ্গত করেছেন যাঁরা, তাঁরা? ন্যাশনাল হেরাল্ড কেলেঙ্কারিতে সোনিয়া এবং রাহুল গান্ধীর নাম উঠে এসেছে। হরিয়ানার জমি কেলেঙ্কারিতে নাম জড়িয়ে নিয়েছে সোনিয়া জামাতা রবার্ট বঢরার।

ইউপিএ সরকারের দশ বছরে নানা দুর্নীতিতে ফেঁসে রয়েছে সোনিয়া গান্ধী নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস। এই বিরোধী জোটের আর-এক প্রবক্তা, যিনি ২০১৪-র নির্বাচনের আগে নরেন্দ্র মোদির কোমরে দড়ি পরাবার বাসনা প্রকাশ করেছিলেন, সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল সারদা, নারদা, রোজভ্যালি ইত্যাদি নানাবিধ কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েছে। দলের সাংসদ বিধায়ক, মন্ত্রীদের হাত পেতে টাকা নেওয়ার ছবি প্রকাশ্যে এসেছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে-এ নিয়ে তদন্তও হচ্ছে। রোজই সিবিআই আর ইডি কড়া নাড়ছে এই সাংসদ, বিধায়ক, মন্ত্রীদের দরজায়। কে, কখন জালে ধরা পড়ে সে নিয়ে সবারই বুক ধুকপুক। উত্তরপ্রদেশের বহেনজি মায়াবতীও কিছু কম যান না। ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরই তাঁর আয় বহির্ভূত বিপুল সম্পত্তি নিয়ে নানাবিধ কথা উঠছিল। এখন যত দিন যাচ্ছে, বহেনজির সম্পত্তির গোপন উৎস উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। আর তাতেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন বহেনজি। ২৭ আগস্ট লালুপ্রসাদের ডাকে পটনায় একই মঞ্চে এদের হাত ধরাধরি করে দেখা যাবে। এঁরাই 'গণতন্ত্র বাঁচাও'-এর আওয়াজ তুলবেন।

আসলে নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদি একটি মৌচাকে ঢিল মেরেছেন। গত কয়েক দশক ধরে এদেশের রাজনীতিতে জাঁকিয়ে বসে যাঁরা কামিয়ে খাচ্ছিলেন — তাঁদের সেই রাজনীতির মৌচাকেই একটি বড়সড় ঢিল মেরে বসেছেন মোদি। মোদির দাপটে এঁদের রাজনৈতিক দোকানপাট এখন বন্ধ হওয়ার মুখে। এঁরা প্রমাদ গুণছেন, এঁদের হিসাব বহির্ভূত সম্পত্তি নিয়ে যদি এখন তদন্ত হয়, ন্যাশনাল হেরাল্ড কেলেঙ্কারিতে সত্য যদি উদ্‌ঘাটিত হয়, গাওয়ালা মামলায় আরও একবার যদি জেলে ঢুকতে হয়। সারদা-নারদা-রোজভ্যালিতে ফেঁসে যাওয়া নেতা-মন্ত্রী-সাংসদরা যদি মুখ খুলে বেফাঁস কিছু বলে ফেলেন — তাহলে রাজনৈতিক বনবাস অবশ্যম্ভাবী। অতএব, এর আগেই গণতন্ত্রের ধুয়ো তুলে নরেন্দ্র মোদি নামক ব্যক্তিটির বিরুদ্ধে একজোট হও। 'গণতন্ত্র আক্রান্ত', 'প্রতিহিংসার রাজনীতি ইত্যাদি মনোহরণকারী স্লোগান তুলে শাক দিয়ে পচা মাছটি ঢাকার চেষ্টা করো।'

২৭ আগস্ট মোদির বিরুদ্ধে জোট বেঁধে যাঁরা পটনার জনসভার মঞ্চে আবির্ভূত হবেন — তাঁদের সেই জোটের রাজনৈতিক আদর্শটি কী? কোন রাজনৈতিক আদর্শকে সামনে রেখে এরা জোট গড়েছেন? কারোর অন্তরে যদি বিন্দুমাত্র রাজনৈতিক সততা এবং আদর্শ অক্ষুণ্ণ থাকে — তাহলে কি তিনি লালুপ্রসাদের মতো দাগী রাজনীতিকের হাত ধরতে পারেন? পারেন না। কেউ যদি নীতিনিষ্ঠ রাজনীতি করেন, তাহলে কি তিনি ন্যাশনাল হেরাল্ড কেলেঙ্কারি, জমি কেলেঙ্কারি বা সারদা-নারদা-রোজভ্যালিতে অভিযুক্তদের পাশে মঞ্চ আলো করে বসে থাকতে পারেন? পারেন না। কারও যদি অন্তরে বিন্দুমাত্র সততা অবশিষ্ট থাকে, তাহলে কি তিনি সাড়ে তিন দশকে পশ্চিমবঙ্গে অবাধ দুর্নীতি, স্বজনপোষণ এবং সন্ত্রাসের রাজনীতি চালিয়ে যাওয়া ও বর্তমানে কেরলের মতো রাজ্যে উন্মত্ত হত্যালীলায় মেতে ওঠা সিপিএমের হাত ধরে কোনও জোটের শরিক হতে পারেন? পারেন না। তাই, ২৭ আগস্ট, লালুপ্রসাদের ডাকে পাটনায় যে নরেন্দ্র মোদি বিরোধী জোটের উদয় হবে — সেটিও কোনও আদর্শনিষ্ঠ, নীতিনিষ্ঠ, সৎ রাজনৈতিক জোট হবে না। হবে একটি নিছক ধান্দাসর্বস্ব রাজনৈতিক জোট।

পূর্বতন জমানা থেকে বর্তমান নরেন্দ্র মোদির একটি মূলগত তফাত এই যে, পূর্বতন জমানায় অবাধ দুর্নীতি করা যেত এবং দুর্নীতি করে দিব্যি বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ানোও যেত। নরেন্দ্র মোদি নিঃসন্দেহে সেই জমানাটির অবসান ঘটিয়েছেন। নরেন্দ্র মোদির প্রথম পাঁচ বছরের শাসনকালে অর্ধেক সময় অতিক্রান্ত। এই সময়ের মধ্যে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে একটিও দুর্নীতির অভিযোগ ওঠেনি। বরং নরেন্দ্র মোদি সরকার দুর্নীতি দমনে কঠোর মনোভাবই ব্যক্ত করেছেন। তাঁর শাসনকালে মাত্র তিন বছরের ভেতরেই সস্তা চমকসর্বস্ব রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসার পথটি দেখিয়েছেন তিনি। ২৭ আগস্ট পটনায়, লালুপ্রসাদের পাশে দাঁড়িয়ে যাঁরা 'গণতন্ত্র রক্ষা' করার স্লোগান তুলবেন, তাঁদের সবিনয়ে একটি প্রশ্ন করি — দাগি চোরের চুরি বন্ধ করলে গণতন্ত্র বিপন্ন হবে কেন বলতে পারেন? এই সহজ প্রশ্নের উত্তরটি কি আছে আপনাদের কাছে?

—সৌজন্যে যুগশঙ্খ (২৩/৮/১৭)

বারাকপুরে এবার তৈরি হবে হেরিটেজ কমপ্লেকস 'উৎসধারা'

সিপাহি বিদ্রোহ স্মরণে অমর জওয়ান জ্যোতি

সিপাহি বিদ্রোহের ইতিহাস বিজড়িত বারাকপুরে হেরিটেজ কমপ্লেকস তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এই প্রকল্পের নাম দিয়েছেন 'উৎসধারা'। এর জন্য মুখ্যসচিব মলয় দে'কে চেয়ারম্যান করে রাজ্যস্তরে একটি কমিটি তৈরি করলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই কমিটির সদস্যরা হলেন পরিবহণ দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বরাষ্ট্রদপ্তরের প্রধান সচিব অত্রি ভট্টাচার্য, তথ্য-সংস্কৃতি দপ্তরের প্রধান সচিব বিবেক কুমার, পূর্ত দপ্তরের প্রধান সচিব ইন্দিবর পান্ডে, বন দপ্তরের প্রধান সচিব চন্দ সিনহা, সেচ দপ্তরের প্রধান সচিব নবীন প্রকাশ, পুর-নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিব ওঙ্কার সিং মীনা, উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক অন্তরা আচার্য এবং বারাকপুরের পুলিশ কমিশনার সুব্রত মিত্র।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই কমিটি আলোচনা করে ঠিক করবে, উৎসধারা প্রকল্পটি কী ধরনের হবে। প্রাথমিক ভাবে ঠিক হয়েছে, গঙ্গার ধারে জহরকুঞ্জ থেকে অন্নপূর্ণা মন্দির পর্যন্ত সৌন্দর্যায়ন করা হবে। সিপাহি বিদ্রোহকে স্মরণ করে 'অমর জওয়ান জ্যোতি' বসানোর কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। যেমন দিল্লিতে ওই মশাল রয়েছে। সেই সঙ্গে সিপাহি বিদ্রোহের নেতার স্মরণে তৈরি মঙ্গল পান্ডে উদ্যানকে সুন্দর করে সাজাতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিছুদিন আগে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনিক বৈঠক করতে বারাকপুর গিয়েছিলেন তিনি। গঙ্গার ধার ধরে বারাকপুরে ক্যান্টনমেন্ট এলাকা ঘুরে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপরই রাজ্য ও জেলা প্রশাসনকে বারাকপুরের ইতিহাসকে তুলে ধরে সুন্দর করে সাজানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

সেই নির্দেশ মতো প্রাথমিকভাবে আট কোটি টাকা জেলাশাসককে দেওয়া হয়েছে। কীভাবে সাজিয়ে তোলা হবে, তার পরিকল্পনাসহ বিস্তারিত প্রকল্পরিপোর্ট (ডিপিআর) তৈরি করা হচ্ছে। সেই ডিপিআর অনুমোদন করবে মুখ্যসচিবের নেতৃত্বাধীন কমিটি। 'উৎসধারা' প্রকল্পের কাজ শেষ হয়ে গেলে বারাকপুরের চেহারাই বদলে যাবে বলে মনে করছেন রাজ্য প্রশাসনিক কর্তারা। এমনিতে বারাকপুরে গঙ্গার ধারের জায়গা খুবই সুন্দর। সেনার নিয়ন্ত্রণে থাকা ক্যান্টনমেন্ট এলাকা সবসময়ই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। এবার প্রকল্প তৈরি হয়ে গেলে পর্যটকদের কাছে অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগের মতো সিপাহি বিদ্রোহের ইতিহাস বিজড়িত বারাকপুরও দর্শনীয় স্থান হয়ে দাঁড়াবে। সেই ইতিহাস তুলে ধরতে নানা ঘটনার প্রদর্শনীও থাকবে। যাতে নতুন প্রজন্ম জানতে পারে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম লড়াইয়ের ইতিহাস। কয়েক মাসের মধ্যে তা তৈরি হয়ে যাবে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে।

—সৌজন্যে বর্তমান (১/৯/১৭)

লগ্নির প্রস্তাব নিয়ে মমতার কাছে সৌদির এক নম্বর তেল কোম্পানি

হলদিয়া পেট্রোকেমের থেকেও বড় বিনিয়োগের সম্ভাবনা

শিল্পের খরা কাটিয়ে মঙ্গলবার ইনফোসিস আর বৃহস্পতিবার সৌদি আরবের সরকারি সংস্থা 'আরামকো' মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করে রাজ্যে বিনিয়োগের প্রস্তাব দিল। এদিন তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস ক্ষেত্রে সৌদি'র এক নম্বর সরকারি সংস্থার রিপ্রেজেনটিভ ডিরেক্টর আয়েদ আল সুবেই-র নেতৃত্বে তিন সদস্যের প্রতিনিধিদল প্রথমে মুখ্যসচিব মলয় দে এবং পরে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করে। তাঁরা রাজ্যে তেল, প্রাকৃতিক গ্যাসসহ পেট্রলিয়ামজাত পণ্যের উপরে লগ্নি করতে চান। কোথায় কোথায় কী ধরণের প্রকল্প করা যায়, রাজ্য সরকারের তরফে তার বিবরণ দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জমিসহ সব ক্ষেত্রে সাহায্য করার সবরকম প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই বৈঠক সম্পর্কে মমতা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই বৈঠক সম্পর্কে মমতা বলেন, ওরা বৈঠক করে খুশি। বাংলায় বিনিয়োগ করতে চায়। ফিরে গিয়ে জানাবে। বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনেও যোগ দেবে।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, আমেরিকার সহযোগিতায় আরামকো সংস্থাটি সৌদি আরবে কাজ শুরু করে। ধীরে ধীরে আয়ের হিসাবে তারা তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস ক্ষেত্রে বিশ্বের সবচেয়ে বড় কোম্পানি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে তাদের আয় হল ৪৭ হাজার ৮০০ কোটি মার্কিন ডলার। বর্তমানে তারা সৌদি আরবের সরকারি সংস্থা। শুধু সৌদি আরব নয়, মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশের তেল ও গ্যাস সেক্টরে এই সংস্থা কাজ করে। তারা চীনের থেকে এদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী। ২০১৫ সালে গুরগাঁওতে তারা অফিস চালু করে। সেই অফিসের প্রধান তথা পূর্ব এশিয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিরেক্টর আয়েদ আল সুবেই-র সঙ্গে প্রথমে মুখ্যসচিবের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সেখানে পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ কী কী সুবিধা রয়েছে, সে সম্পর্কে বোঝান মুখ্যসচিব। মুখ্যসচিবকে পশ্চিমবঙ্গের বিনিয়োগে আগ্রহের কথা জানান ওই সংস্থার কর্তা।

এরপরই নানা ক্ষেত্রে লগ্নির বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা হয় ওই সংস্থার প্রতিনিধিদের। সেখানে তাজপুর সংলগ্ন এলাকায় বিনিয়োগ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। কারণ, আগামী বছর চারেকের মধ্যে তাজপুরে বন্দর চালু হয়ে যাবে বলে সরকারের তরফে জানানো হয়। তাজপুরকে ঘিরে নানা ধরনের প্রকল্প গড়ে ওঠার সুযোগ থাকবে। বড় আকারে তেল সংশোধনাগার বা পেট্রোকেমিক্যালস-র মতো প্রকল্প হবে কি? তার জবাবে রাজ্য প্রশাসনের এক শীর্ষকর্তা বলেন, যে প্রকল্পের ভাবনা চলছে, তা যদি বাস্তবায়িত হয়, তাহলে হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস হবে মাছি, নতুন প্রকল্প হবে হাতি। প্রকল্পের সব দিক নিয়েই আলোচনা হয়েছে। তারা সৌদি সরকারের কর্তাব্যক্তি, মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে জানাবেন। সেখান থেকে সবুজ সংকেত পেলেই রাজ্যে এই বৃহৎ প্রকল্পের কাজ শুরু হবে। তবে বৈঠক ইতিবাচক হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে।

—সৌজন্যে বর্তমান (১/৯/১৭)

উদ্যোগী কলকাতা পুরসভা

ফুটপাতে খাবার নথিবদ্ধ হবে হকারদের নাম, মিলবে প্রশিক্ষণ

শহরে রাস্তার ধারে, ফুটপাতে যাঁরা খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করেন, এবার তাঁদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়ে নথিভুক্ত করতে চাইছে কলকাতা পুরসভা। তার জন্য ওই হকারদের নির্দিষ্ট নির্দেশিকা মেনেই খাবার তৈরি করতে হবে। পুজোর পর শহরে এলাকাভিত্তিক একাধিক কর্মশালায় এই ধরনের খাবার বিক্রেতাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। তারপর তাঁদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হবে নির্দিষ্ট 'গাইডলাইন'। সেই নিয়মাবলী মেনে যাঁরা খাবার বিক্রি করবেন, তাঁদের পুরসভা রেজিস্ট্রেশন নম্বর দেবে এবং খাদ্যদ্রব্য বিক্রেতা হিসাবে তাঁর নামও পুরসভার খাতায় নথিভুক্ত হবে। বৃহস্পতিবার এই কথা জানিয়েছেন কলকাতা পুরসভার স্বাস্থ্য এবং খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধ বিভাগের মেয়র পরিষদ সদস্য অতীন ঘোষ।

পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, খাদ্যে ভেজাল রোধের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যুরো অব ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস বা বিআইএস কর্তৃপক্ষ আগ্রহ দেখিয়েছে আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর তাদের বিশেষজ্ঞরা উত্তম মঞ্চে একটি কর্মশালায় বলবেন। শহরের বিভিন্ন প্রান্তের কমপক্ষে ৫০ জন খাবার বিক্রেতাকে এই কর্মশালায় ডাকা হবে। চাউমিন, এগরোল, বিরিয়ানি বা ইডলি, ধোসা — যে খাবারই হোক না কেন, এতে কী কী উপাদান কতটা দেওয়া যাবে এবং কী কী একেবারেই দেওয়া যাবে না, তা তাঁদের স্পষ্টভাবে বোঝানো হবে। বাকি কর্মশালাগুলি হবে পুজোর পর।

পুরসভার সংশ্লিষ্ট বিভাগের এক আধিকারিকের ব্যাখ্যা, রেজিস্ট্রেশন নম্বর পেলে ওই ব্যবসায়ীরা আরও নিরাপত্তা এবং সম্মানের সঙ্গে ব্যবসা করতে পারবেন। অন্যদিকে, পুরসভার কাছেও নথিবদ্ধ থাকবে এই ব্যবসায়ীদের নাম। সব মিলিয়ে শহরে এখন এমন প্রায় ২০ হাজার বিক্রেতা রয়েছেন এবং তাঁদের কাছ থেকে প্রতিদিন লক্ষাধিক মানুষ খাবার কিনে খান। এই বিপুল সংখ্যক খাবার বিক্রেতাকে একটি নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে আনতে পারলে খাদ্য ভেজাল প্রতিরোধের কাজকে এক ধাক্কায় অনেকটাই এগিয়ে দেওয়া যাবে বলে আশাবাদী পুরকর্তারা। তবে শহরে হকারদের ব্যবসা করার কোনও নির্দিষ্ট নিয়মনীতি নেই। আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে পুজো পর্যন্তশহরের সবখানেই, বিশেষত মণ্ডপকেন্দ্রিক যে সমস্ত অস্থায়ী দোকান, ফাস্টফুডের দোকানসহনানা খাবার বিক্রি হয়, সেখানে নজরদারি চালানো হবে। উৎসবের মরশুমে ভেজাল খাবার বিক্রি ঠেকাতে এবার কলকাতা পুরসভা আগে থেকেই সচেতন হয়ে মাঠে নামবে বলে জানান অতীনবাবু।

—সৌজন্যে বর্তমান (১/৯/১৭)

পুলিশ কেন উদ্ধারে যাচ্ছে না, প্রশ্ন

যৌনপল্লি থেকে ফোন এল 'বাঁচাও'

রানিবাঁধ: উত্তরপ্রদেশের যৌনপল্লি থেকে এক কিশোরী লুকিয়ে বাড়িতে ফোন করে বলছে — 'মা আমাকে বাঁচাও'। আর বাঁকুড়া থেকে পুলিশ 'তদন্ত চলছে' বলে দায় সারছে। পুলিশের বিরুদ্ধে এমনই অভিযোগ তুললেন রানিবাঁধের নিখোঁজ কিশোরীর পরিজনেরা।

উত্তরপ্রদেশের যৌনপল্লিতে বন্দি থাকা দশম শ্রেণির ওই ছাত্রীকে উদ্ধার করতে কেন সেখানে পুলিশ রওনা দিচ্ছে না? সেই প্রশ্ন তুলছেন ওই নাবালিকার মা ও মাসতুতো দিদি। দিদির কথায়, "বৃহস্পতিবারও একটি নম্বর থেকে ফোন করে বোন জানিয়েছে, ক্রমাগত তার উপর অসহনীয় নির্যাতন চালানো হচ্ছে। দ্রুত তাকে উদ্ধার করা না গেলে হয়তো মেরেও ফেলা হতে পারে বলে জানিয়েছে সে। কিন্তু পুলিশ তাকে উদ্ধার করতে সেখানে কেন যাচ্ছে না, বুঝতে পারছি না।" বাঁকুড়ার পুলিশ সুপার সুখেন্দু হিরা বলেন, "ফোনের সূত্র ধরে মূল অভিযুক্ত কাঞ্চনী টুডু কোথায়, তা জানার চেষ্টা চলছে। আমরা ফোনেও কাঞ্চনীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছি। দরকার হলে বাঁকুড়ার পুলিশ উত্তরপ্রদেশে যাবে।"

বাঁকুড়া চাইল্ড লাইন অবশ্য সচেষ্ট হয়েছে উত্তরপ্রদেশ চাইল্ড লাইনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। বাঁকুড়া চাইল্ড লাইনের কো-অর্ডিনেটর সজল শীল বলেন, "ওই নাবালিকাকে ফিরোজাবাদের কোনও যৌনপল্লিতে আটকে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ। তাই আমাদের কলকাতার অফিসে চিঠি নিয়ে পুরো ঘটনাটি জানিয়ে উত্তরপ্রদেশের ফিরোজাবাদ এলাকার চাইল্ড লাইনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছি। ওকে নিয়ে আমরাও উদ্বেগে রয়েছি।"

ওই কিশোরীর পরিজনদের দাবি, ২৩ জুলাই রানিবাঁধ থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় সে। ২২ অগস্ট একটি অপরিচিত নম্বর থেকে তার ফোন পেয়ে আত্মীয়েরা জানতে পারেন, পাশের গ্রামের কাঞ্চনী টুডু ও অপূর্ব টুডু কাজের প্রলোভন দেখিয়ে যোগসাজেশ করে তাকে উত্তরপ্রদেশের ফিরোজাবাদের একটি যৌনপল্লিতে ৫০ হাজার টাকায় বিক্রি করে দিয়েছে। সেখানে দিনভর একের পর এক লোকজন আসে আর তার উপর নির্যাতন চালায়। কিশোরীর মাসতুতো দিদির অভিযোগ, সেই ফোন পেয়ে রানিবাঁধ থানায় তাঁরা কয়েকবার উদ্ধার করে আনার জন্য অভিযোগ জানাতে গিয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশ নানা বাহানায় তা নিতে চায়নি। মঙ্গলবার চাইল্ড লাইনের দ্বারস্থ হওয়ার পরে থানা অভিযোগ নেয়। অপূর্বকে গ্রেফতার করে বুধবার। কিন্তু কিশোরীকে উদ্ধার করে আনতে পুলিশ উদ্যোগী হয়নি বলে অভিযোগ।

> 'মেয়ের উপরে দিনভর নির্যাতন চলছে, এটা ভেবে স্থির থাকতে পারছি না। মেয়েটা কাঁদতে কাঁদতে বলছে — 'মা আমাকে বাঁচাও'।
>
> **কিশোরীর মা**

পুলিশ সূত্রে খবর, অপূর্ব তদন্তকারীদের কাছে দাবি করেছে, কিশোরীটি কোথায় সে জানে না। উত্তরপ্রদেশের বধূ কাঞ্চনীই তাকে সেখানে নিয়ে যায়। পুলিশ কাঞ্চনীর ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করছে। ওই কিশোরীর ফোন আসা নম্বরগুলি ধরেও তদন্ত চলছে। বুধবার চাইল্ড লাইনের কাছ থেকে গোটা ঘটনাটি শুনে বাঁকুড়ার পুলিশ সুপারকে দ্রুত ওই নাবালিকাকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করতে বলেন বাঁকুড়ার জেলাশাসক মৌমিতা গোদারা বসু। এ দিন তিনি বলেন, "ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করতে পুলিশ কী ব্যবস্থা নিয়েছে, তা নিয়ে পুলিশ সুপারের সঙ্গে কথা বলব।" এ দিন ফোনে ওই কিশোরী নিজের জীবনহানির আশঙ্কা জানানোর পরে তাকে ঘিরে পরিজনদের দুশ্চিন্তা আরও বেড়ে গিয়েছে। অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ওই নাবালিকার মা। এ দিন ফোনে তিনি বলেন, 'মেয়ের উপরে দিনভর নির্যাতন চলছে, এটা ভেবে স্থির থাকতে পারছি না। মেয়েটা কাঁদতে কাঁদতে বলছে — 'মা আমাকে বাঁচাও'। আমরা তো পুলিশের কাছে গিয়েছিলাম। কিন্তু পুলিশ কিছুই করছে না।" পরিজনদের আশঙ্কা, পুলিশ গোড়া থেকেই কেন এই ঘটনায় দায়সারা মনোভাব নিয়েছে স্পষ্ট নয়। অহেতুক দেরির জন্য মেয়েটার জীবন যেন শেষ না হয়ে যায়।

—সৌজন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা (১/৯/১৭)

বিবাদী বাগ বাসস্ট্যান্ডেই কাটল ৪০ বছর, মেট্রোর দৌলতে এবার নিরাপদ আশ্রয়ে অশীতিপর বৃদ্ধা

প্রসেনজিৎ কোলে, কলকাতা

মাথার উপর ছাদ নেই। খাবার জোটে চেয়েচিন্তে। অসুখ হলে সেভাবেই মেলে ওষুধ। কাজ করার সেই শক্তি আর নেই। এখন প্রায় শুয়ে বসেই দিন কাটে ৮৫ বছরের আরতি সরকারের।

শহরের প্রাণকেন্দ্র বিবাদী বাগ বাসস্ট্যান্ডে তাঁর একার সংসার। তাও নয় নয় করে এভাবেই হয়ে গেল ৪০ বছর। তবে এবার অবস্থা পাল্টাচ্ছে। বিবাদী বাগে নতুন মেট্রো লাইনের জন্য তৈরি হচ্ছে মহাকরণ স্টেশন। বাসস্ট্যান্ডের সেই পুরানো ঠিকানা থেকে এবার সরতে হল আরতি দেবীকে। কোথায় যাবেন, বুধবার সকালেও জানতেন না তিনি। তবে তাঁকে নিয়ে রাজ্য রেলের তাবড় অফিসাররা যে চর্চা চালাচ্ছেন, তার আঁচ পেয়েছেন আগেই. খোঁজ চলছে নতুন ঠিকানার। পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে সহায়সম্বলহীন আরতিদেবীকে ভিটেছাড়া করবে না রাজ্য, জানিয়ে দিয়েছে তারা। রাতের মধ্যেই খবর আসে, আরতিদেবীকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মিশনারিজ অব চ্যারিটিতে নিরাপদ 'আশ্রয়'-এর জন্য।

বেশ কয়েকদিন হল বিবাদী বাগ মিনিবাস স্ট্যান্ড এলাকা ঘিরে দিয়েছে কলকাতা মেট্রো রেল কর্পোরেশন লিমিটেড (কেএমআরসিএল)। ইতিমধ্যেই ট্রামশূন্য হয়েছে গোটা চত্বর। মিনিবাসের গোডাউনও বন্ধ হয়েছে এই চৌহদ্দিতে। যাত্রীর কোলাহল, বাস-ট্রামের সেই কলরবের বদলে এখন সেখানে ভাঙা-গড়ার শব্দ। বাসস্ট্যান্ডে বসে দিনভর জুলজুল চোখে এসবই দেখেন আরতিদেবী। এবার সঙ্গী বলতে নির্মাণ সংস্থার কর্মীরাই।

বাসস্ট্যান্ডে এখনও কিছুটা শেড ভাঙা হয়নি। এদিন সকালে ঠিক তার নীচেই বসেছিলেন তিনি। পাশের থামে ঝুলছে একটি কালো রংয়ের ব্যাগ। নীচে সাদা কাপড়ে জড়ানো পুঁটলি, একটা চাদর, জলের দু'টি বোতল, হাতপাখা, ঝাড়ু ও মুড়ি রাখার ছোট কৌটো — এই নিয়েই সংসার। মাথায় ছোট করে ছাঁটা চুল। বয়স বাড়লেও স্মৃতি এখনও তাজা। কথায় কথায় ফিরে গেলেন অতীতে। জানালেন, বালিগঞ্জের একটি ভাড়া বাড়িতে তাঁর শৈশব থেকে বড় হওয়া। বাবা-মায়ের এক মেয়ে। বাবা ঘরামির কাজ করতেন। ক্লাস থ্রি পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন। বাবা-মায়ের মৃত্যুরপর ভাড়া বাড়ি ছাড়তে হয় তাঁকে। বাড়ির মালিক অবশ্য সেই সময় তাঁর হাতে এক হাজার টাকা দিয়েছিলেন। তারপর থেকেই আশ্রয়হীন তিনি। যখন শক্তি ছিল, লোকের বাড়ি, দোকানে ফাই-ফরমাস খেটে নিজের পেট চালিয়েছেন। তারপর?

বৃদ্ধা বলেন, তারপর থেকে তো এই বাসস্ট্যান্ডেই। তা প্রায় ৪০ বছর হয়ে গেল। তখ ন তো এখানে বাসস্ট্যান্ডই ছিলনা। জঙ্গল ছিল। চূড়ান্ত ব্যস্ততা ছিল ওই লালবাড়িতে। কত লোক যে আসত কী বলব।

এখানে তো মেট্রোর স্টেশন হবে। যাবেন কোথায়?

প্রশ্ন শুনেই দু'চোখের জলে ভিজল গাল। ধরা গলায় রাইটার্সের দিকে চেয়ে অন্যমনস্কভাবে বললেন, জানি না! এতদিন যখন কেটেছে, তখন বাকি দিনগুলিও কেটে যাবে হয় তো!

বাসস্ট্যান্ডে 'সংসার পাতা' এই বৃদ্ধার কথা ইতিমধ্যেই জেনেছেন কেএমআরসিএল এবং পরিবহণ দপ্তরের কর্তারা। কেএমআরসিএল-এর এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, বিবাদী বাগে কাজ করার শুরুতেই ওই মহিলার সঙ্গে আলাপ হয়। তিনি জানিয়েছিলেন, তাঁর কেউ নেই। তিনি বাসস্ট্যান্ডেই থাকেন। তাঁর জন্যই তো এখনও শেডের একটা অংশ খোলা হয়নি। দিনকয়েক আগে এক বৈঠকে আলোচনাও হয়েছে তাঁকে নিয়ে। তিনি যাতে বাকি জীবনটুকু সুখে-শান্তিতে কাটাতে পারেন, তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কী সেই ব্যবস্থা? পরিবহণ দপ্তরের উচ্চপদস্থ এক কর্তার কথায়, কোনও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে তাঁর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছিল আগেই। পুলিশের সঙ্গে এ নিয়ে কথা হয়।

রাজ্য চেয়েছিল, নতুন ঠিকানা হোক বৃদ্ধার। সেই মতো এদিন রাতেই আরতিদেবীকে মিশনারিজ অব চ্যারিটিতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। তাঁর বাকি জীবন শান্তিতেই কাটুক এই আসা রাখি।

—সৌজন্যে বর্তমান (৩১/৮/১৭)

প্রতিটি পুরসভা এলাকায় 'রৌদ্রবৃষ্টি'র বিপণি খুলছে রাজ্যের খাদ্য দপ্তর

রাজ্যের প্রতিটি পুরসভা এলাকায় খাদ্য দপ্তরের অত্যাবশ্যকীয় পণ্য নিগমের 'রৌদ্রবৃষ্টি'র কাউন্টার করা হবে। এখান থেকে বাজারের তুলনায় অন্তত ১৫ থেকে ২০ শতাংশ কম দামে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস পাওয়া যাবে। বুধবার বিধাননগর পুরভবনে রৌদ্রবৃষ্টির কাউন্টার উদ্বোধন করে একথা জানান রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। তিনি বলেন, গত সপ্তাহেই রাজ্যের পুরমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। তিনি বলেন, গত সপ্তাহেই রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম আমাকে প্রতিটি পুরসভায় এই কাউন্টার করার জন্য আমার কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সেই মতো আমরা এই কাউন্টার খুলব। পুরসভা আমাদের একটি করে বড় জায়গা দেবে। সেখানেই এই কাউন্টার খোলা হবে। মন্ত্রী জানান, চলতি মাসেই রামপুরহাট, সিউড়ি, তারাপীঠ, বনগাঁ, কাঁচরাপাড়া ও নবদ্বীপ পুরসভায় এই কাণ্টার খোলা হবে। আগামী এক বছরের মধ্যে সমস্ত পুরসভার পাশাপাশি দীঘা, অযোধ্যা পাহাড়ের মতো সমস্ত পর্যটন কেন্দ্রগুলিতেও রৌদ্রবৃষ্টির কাউন্টার হবে। যাতে পর্যটকরা সেখানে গিয়ে জিনিস কিনতে পারেন।

বিধাননগর পুরসভার মেয়র সব্যসাচী দত্ত এই অনুষ্ঠানে বলেন, সল্টলেক ও রাজারহাট-গোপালপুর এলাকায় অনেক বয়স্ক ব্যক্তি থাকেন। তাঁরা বাজারে যেতে পারেন না। তাঁদের কথা মাথায় রেখে হোম ডেলিভারি ব্যবস্থা চালু করার কথা ভাবা হচ্ছে। টেলিফোনে আমরা জিনিসের বরাত নেব। সেইমতো বাড়িতে জিনিস পৌঁছে দেব। এতে বয়স্ক ব্যক্তিদের সুবিধা হবে।

এদিন সল্টলেকে পুরভবনে এই কাউন্টারের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের আর এক মন্ত্রী শান্তিরাম মাহাত, পুরসভার কমিশনার পৃথা সরকার, অত্যাবশকীয় পণ্য নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর কে সুব্বাইয়া প্রমুখ। জ্যোতিপ্রিয়বাবু তাঁর ভাষণে বলেন, আমরা পূর্বাঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে বড় কোয়ালিটি কন্ট্রোলের জন্য পরীক্ষাগার তৈরি করছি। এর জন্য ১০ কোটি টাকা খরচ ধরা হয়েছে। কাদ্য ভবনে নতুন বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে। সেখানে ৫০০০ বর্গফুট জায়গায় এই ল্যাবরেটরি হবে। বিভিন্ন রৌদ্রবৃষ্টিতে যে জিনিস যাবে, তা আগে এখানে পরীক্ষা করা হবে। আমরা সবচেয়ে উন্নতমানের জিনিস বিক্রি করব। তাছাড়া মানুষের কথা মাথায় রেখে আমরা এর দামও বাজারদরের চেয়ে ১৫ থেকে ২০ শতাংশ কম রাখছি। কেননা, আমাদের এই কাউন্টার থেকে কোনও লাভ করা হবে না। শুধুমাত্র রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বাবদ কিছু নেওয়া হবে। খাদ্যমন্ত্রী জানান, গত এক বছরে খাদ্য ভবনের কাউন্টার থেকে ৮০ লক্ষ টাকার বিক্রি হয়েছে। সেই হিসাবেই বলতে পারি, প্রতিটি রৌদ্রবৃষ্টির কাউন্টারে মানুষ আসবেন।

—সৌজন্যে বর্তমান (৩১/৮/১৭)

'স্মার্ট' হওয়ার পথে আরও এক পদক্ষেপ রাজ্যের

তন্তুজ, মঞ্জুসার পর এবার হরিণঘাটা মাংস বিক্রির জন্য মোবাইল অ্যাপ আনছে দফতর

অঙ্কুর সেনগুপ্ত, কলকাতা

ক্রমশ আরও 'স্মার্ট' হয়ে উঠছে রাজ্য সরকারের প্রতিটি দফতর। তাই পরিবহণ দফতরে পথদিশা কিংবা তন্তুজ ও মঞ্জুষার ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইন বিক্রির পর এবার আরও একধাপ এগোচ্ছে রাজ্য সরকার। শীঘ্রই প্রাণীসম্পদ বিকাশ দফতরের পক্ষ থেকে একটি মোবাইল অ্যাপ আনা হচ্ছে, যার মাধ্যমে এখন গ্রাহকেরা বাড়িতে বসেই হরিণঘাটা মিট ব্র্যান্ডের

মাংস ও মাংসজাত সব পণ্য পেয়ে যাবেন। তার জন্য এক টাকাও অতিরিক্ত খরচ করতে হবে না গ্রাহকদের।

রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগে স্বভাবতই খুশি খাদ্যরসিকরা। কারণ, এখন আর হরিণঘাটার চিকেন সসেজ কিংবা টার্কি রোস্ট কিংবা হ্যাম ফিলেট খেতে আর দোকানে ছুটতে হবে না। মোবাইলের মাধ্যমে অর্ডার দিলেই এবার তা হাজির হবে আপনার দোড়গোড়ায়। যদিও, এর আগে হরিণঘাটা মিট ব্র্যান্ডের সঙ্গে 'বিগ বাস্কেট অ্যাপের গাঁটছড়া বাঁধা হয়েছে। সেই অনুযায়ী এখন যে কেউ বিগ বাস্কেটের মাধ্যমে এই পণ্য অর্ডার করতে পারেন। কিন্তু এবার সংস্থার নিজের অ্যাপ আসছে। রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা ওয়েবেল এই অ্যাপ তৈরি করছে বলে জানা গিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ লাইভস্টক ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর গৌরীশঙ্কর কোনার বলেন, 'আমরা বিগ বাস্কেটের সঙ্গে মাস চারেক আগে গাঁটছড়া বাঁধার পর দেখছি ভালই সাড়া পাচ্ছি। সেই কারণেই এবার নিজেদের অ্যাপ নিয়ে আসার উদ্যোগ। এর ফলে আমাদের বিক্রিও যেমন বাড়বে।, তেমনি ব্র্যান্ডের প্রচারও বাড়বে।' তিনি জানান, সংস্থারবর্তমান পরিচালন পর্ষদ মনে করছে হরিণঘাটা মিট ব্র্যান্ডকে আরও বেশি করে মানুষের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। সেই কারণে যা করার তা করতে হবে। কারণ, নতুন রূপে যেভাবে এই ব্র্যান্ডকে তুলে ধরার যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তাতে এই অ্যাপ আনা এক অন্যতম পদক্ষেপ।

তবে আপাতত অ্যাপের মাধ্যমে হরিণঘাটা ব্র্যান্ডের কাঁচা পণ্যই পাওয়া যাবে। পরে অবশ্য 'রেডি টু ইট' পণ্যও অনলাইনে বিক্রি করার উদ্যোগকরা হবে, জানান গৌরিশঙ্কর। ইতিমধ্যেই হরিণঘাটা ব্র্যান্ডের মাংস জনপ্রিয় করতে কলকাতা শহরে গোটা চারেক চলমান বিপণী খোলা হয়েছে। যেখানে কাঁচা মাংসের পাশাপাশি, রান্না করা খাবারও পাওয়া যাবে। এছাড়াও, ক্যাভিয়ার ব্র্যানেন্ডর রেস্তোরাঁ খোলা হয়েছে। আর এবার এই অ্যাপ তৈরির উদ্যোগ। রাজ্যের এই 'স্মার্ট' উদ্যোগ যে অচিরেই সফলতা লাভ করবে তা এখনই বলা যায়।

—সৌজন্যে যুগশঙ্খ (৩১/৮/১৭)

টুকরো খবর

বিধান ভবনে রাজীব স্মরণ

প্রযুক্তিক্ষেত্রে দেশ যে এত এগিয়েছে, তা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে রাজীব গাঁধীর অবদান। বিধান ভবনে রবিবার প্রদেশ কংগ্রেসের তরফে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিবস পালনের অনুষ্ঠানে এই বার্তাই উঠে এল। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মনোজ চক্রবর্তী, সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য, দেবব্রত বসু প্রমুখ। প্রযুক্তির অগ্রগতি থেকে আইনসভা ও নির্বাচিত বিভিন্ন সংস্থায় মহিলা জন প্রতিনিধিদের জন্য সংরক্ষণের উদ্যোগ প্রথম রাজীবেরই ছিল বলে উল্লেখ করে প্রয়াত নেতাকে স্মরণ করেন বক্তারা।

চিকিৎসককে মার

চিকিৎসার গাফিলতিতে এক প্রসুতির আশঙ্কাজনক অবস্থার জেরে এক স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞকে বেধড়ক মারধর ও চেম্বার ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে রোগীর আত্মীয়দের বিরুদ্ধে। রবিবার সকালে দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটের রঘুনাথপুর এলাকার ঘটনা। হামলায় বালুরঘাট হাসপাতালের ওই চিকিৎসক দীনবন্ধু সহিসের ঠোঁট ফেটে রক্ত ঝরতে থাকে। মাথায় ও বুকেও আঘাত পান তিনি। হাসপাতালের ওটিতে তাঁর ঠোঁটের অস্ত্রোপচার করে আইসিইউতে ভর্তি করা হয়। মুমূর্ষু ওই প্রসুতি তারা রবিদাসও হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি। ওই ওয়ার্ডের সামনে এবং হাসপাতাল চত্বরে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুকুমার দে জানান, ঘটনাটি খতিয়ে দেখতে সুপারকে বলা হয়েছে।

MATRIMONIAL (পাত্র চাই)

Hindu Bengali Parents are looking for Hindu Bengali/Non-Bengali boy FOR Canadian 27 years 5ft 2 inch fair family oriented engineer girl.
Contact +1 647 993 9453 and/or partner.can@gmail.com

বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘের সভ্য হউন

CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL

Tax-exempt, Non-profit Educational and Cultural Organization
Certification of Incorporation : 14309, NYS Department of Education.
IRSEmp.No.51-0180481

MEMBERSHIP FORM

Name: ______________________________
Spouse's Name: ______________________
Address: ____________________________
City: ______________State: ___ ZIP _____
Phone #: __________ E-mail: ___________

Enclosed a Check / Money order (Payable to CAB): $ ____

Signature : ____________________Date: ________

Membership Fee:

- [ ] US$ 25.00 (USA _ Annual)
- [ ] US$ 250.00 (USA – Life)
- [ ] US$ 35.00 (Canada – Annual)
- [ ] US$350.00(Canada – Life)

PLEASE CHEK ONE:

NEW MEMBER: ☐

RENEWAL: ☐

MAIL TO: RANADEB SARKAR
346 YALE ROAD
GARDEN CITY, NY 11530

We are consolidators for Singapore, Qatar, China, Air Canada, PAL, Jet Airways, Air India, Singapore, Korean, Royal Jordanian, Asiana. Our New partner Gulf Airlines Preferred rates on Emirates, Northwest, Lufthansa. Come see our new office
12375 Bissonnet St Suite # B Houston, TX 77099-1273 ;
Tel: 888-811-5377; 281- 530-3000 Fax: 281-530-3798 ;
Email: camdentravel@aol.com

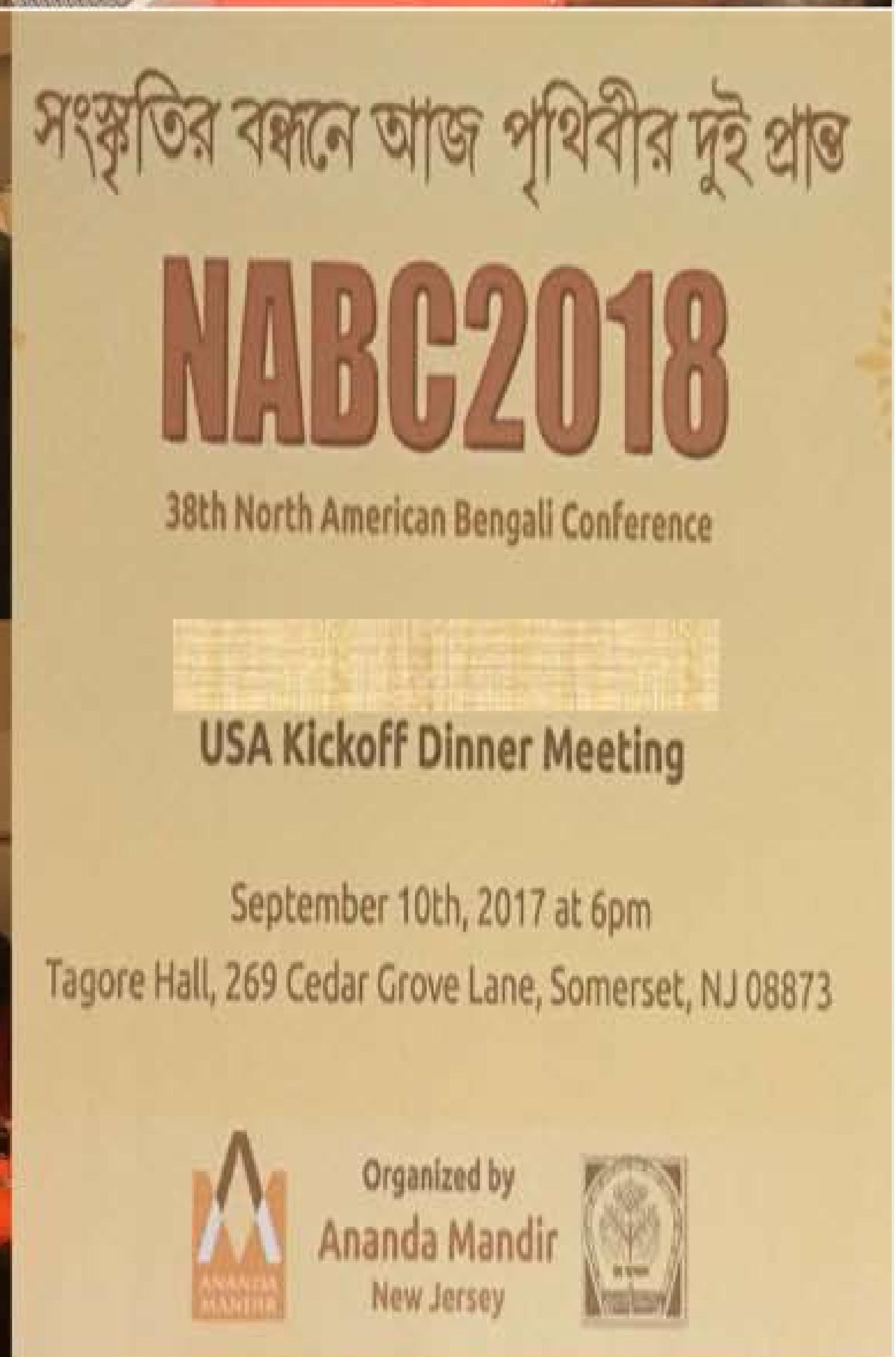
সংস্কৃতির বন্ধনে আজ পৃথিবীর দুই প্রান্ত
NABC2018
38th North American Bengali Conference
USA Kickoff Dinner Meeting
September 10th, 2017 at 6pm
Tagore Hall, 269 Cedar Grove Lane, Somerset, NJ 08873
Organized by
Ananda Mandir
New Jersey

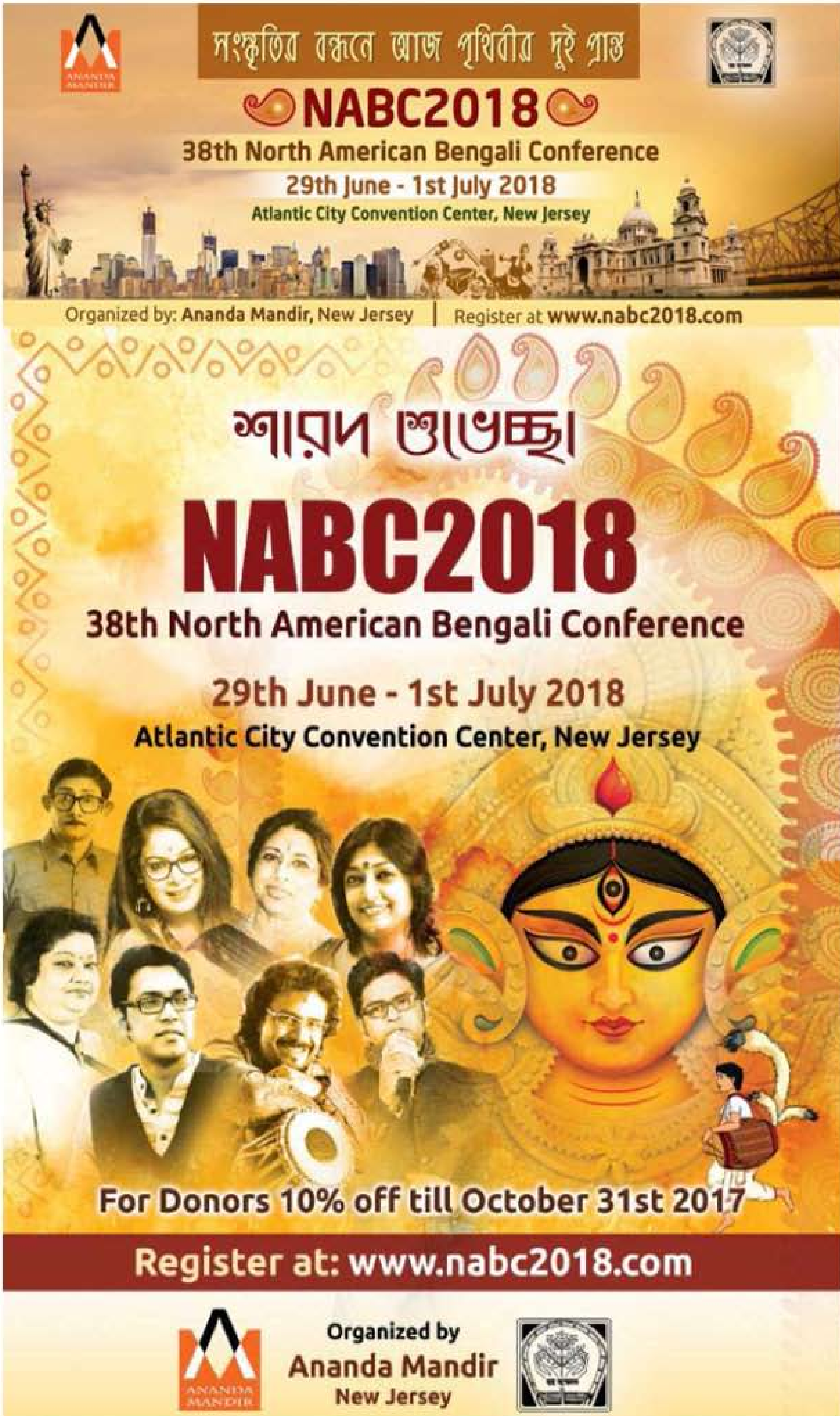

Events & Activities

The three day extravaganza will have plenty of networking opportunities, social gatherings, re-unions, distinctive, dazzling and captivating programs & entertainments- all dealing with Bengali culture.

Vocals - Rabindrasangeet, Nazrulgeeti, Modern, Classical, Sufi, Baul, Bollywood...
Instrumental - Classical, Contemporary
Literary Seminar - Book release, Q&A
Exhibition - Art, Handicraft and Fashion
Reunions, Adda - Reconnecting & revisiting gossip
Fashion Show - Ramp walk
Film Festival - Premiers, Popular Bengali Films, discussions on upcoming movies and participation of notable film artists & film directors from Bengal;
Global Trade Fair: Vendors from all over the world will be participating with their products:Jewelry, Sarees & Garments, Bangla Books & Magazines, Movies & Songs, Real Estate
Drama - Fascinating showcase of modern plays, dance theatre, poetry and storytelling, monologues; Shrutinatya, Geetinatya, Ekanko
Dance - Classical, Contemporary
Business Symposium - Accomplished Entrepreneurs, Q&A
NABC Idol - Age based groups
Youth Forum - Talent, Opportunities & Challenges
Food - Delectable delicacies of Bengal

NABC 2018 এর পক্ষ থেকে সকলকে জানাই শারদ শুভেচ্ছা। আগামী বছর June 29th – July 1st, Atlantic City Convention Centre এ অনুষ্ঠিত হবে বঙ্গ সম্মেলন। আপনাদের সাদর উপস্থিতিতে সমৃদ্ধ হোক এই মিলনোৎসব।

সম্মুখ পৃথিবীতে পথ-খোঁজা

(একজন বুদ্ধিজীবীর তিনটি ভিন্নপথের প্রতিশ্রুতিগুলি আমেরিকার ভবিষ্যৎ কি তা বলে দিতে পারে)

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, অস্টিন, টেক্সাস

প্রেসিডেন্ট পদের জন্য যাঁরা লড়াই করেছেন তাঁরা ২০১৭ সালের সবচেয়ে কঠিন প্রশ্নের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছেন। সে প্রশ্নটি হলো ২১ শতাব্দীতে আমেরিকা কোন পথে যাবে? কোন পথে গেলে আমেরিকাবাসীর সবিশেষ উন্নতি হবে? এই প্রশ্নটি কিন্তু সর্ব আমেরিকানরা কোনো প্রশ্ন নয়! বিশ্ব-আমেরিকানরা প্রশ্নগুলির উত্তর হবে সেটাই যেটা কোন জাতীয় জীবনে নেমে আসবে সেটাকেই খুঁজে বার করা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এর উত্তরটা হচ্ছে বেশ নাটকীয় ধরণের এবং তা বহুকাল ধরে বিস্তৃত।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মধ্যে একজন নামকরা হচ্ছেন Ian Bremmer যিনি আবার বিশ্বদরবারে Times পত্রিকার বিদেশ নীতির পথিক। তিনি বলছেন যে আমাদের পলিশি কি হওয়া উচিত যখন আমাদেরকে জানাতে হবে যে আমরা কোন পথে চলবো?

একজন বুদ্ধিজীবীর তিনটি ভিন্ন পথের প্রতিশ্রুতিগুলি আমাদেরকে আমেরিকার ভবিষ্যত বলে দিতে পারে। তার মধ্যে প্রথম প্রতিশ্রুতিটি হলো এইরকম। অচিন ভবিষ্যতের আমেরিকা পৃথিবীর সুপার হাওয়ার হিসাবে থাকবে! কিন্তু কোন বিশেষ ধরণের সুপার-পাওয়ার সেহবে? কোন পদ্ধতিতে আমেরিকা চলবে এই সারা পৃথিবী জুড়ে? তার মধ্যে আমার বা আপনার কর্তব্য হচ্ছে যে কোন পথে আমেরিকার চলা উচিত সেই পথটিই খুঁজে বের করা।

সমস্ত পৃথিবীটা একটা ফ্লাক্সের (Flux) মধ্য দিয়ে চলছে যার জন্য ওটার tectonic প্লেটরা পুরাতন অবস্থা থেকে পরিবর্তিত হচ্ছে এবং তার পজিসন থেকেওপরিবর্ত্তিত হচ্ছে। যার ফলে নতুন প্লেটের জন্ম হচ্ছে দ্রুত। কেউ জানেন এর পরে কি হবে? আমেরিকা কি কোন স্থির অবস্থার পরিচয় দিতে পারছে? কোন বিদেশী নীতিটা যে সঠিক এবং কোন বিদেশী নীতিটা যে ভুল একথা জানবার ইচ্ছাটাও বোধ হয় প্রকাশ হয়নি।

এর মধ্যে একটি মাথা খারাপের বস্তু হচ্ছে যে কোন কিছু না বাছাটাই। আমরা ক্রমাগতই আপেক্ষিকভাবে ভালোমন্দ বিচার করছি সেটা হচ্ছে আমাদের বন্ধু-শক্তি ধরতে কাছে, আমাদের প্রতিপক্ষের কাছে নয়? সেজন্য কোন রাস্তায় আমরা সঠিক যাবো সেটাই আগে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। সে রাস্তার প্রথমটি হলো Independent America বা স্বাধীন আমেরিকা। আমরা সমস্ত পৃথিবীর পুলিশম্যান হতেপারবো না? আমরা সুপারম্যানও নই, যে সব বিষয়ে আমাদেরকে প্রয়োগশক্তি খাটাতে হবে? "আমরা সেই সব বৃত্তি থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করবো যে বৃত্তিগুলি থেকে আমাদেরকে অন্য দেশের সমস্যাগুলিকে সর্বদা শান্ত করবে। সবশেষে আমরা এটুকুই শুধু মর্মে মর্মে বুঝতে চাই যে আমাদের মধ্যে অফুরন্ত শক্তি সঞ্চিত আছে যা কিনা আমাদের নিজস্ব ঘরের ভিতরই আছে।

আমরা মিলিটারীর জন্য বেশী খরচ করি যাতে আমাদের ধার করতে হয় না। কিন্তু আমরা জানি যে ওগুলো আমাদের স্বপক্ষেই ব্যবহৃত হবে। পলিশি-মেকাররা এটা বেশ ভালো করেই জানেন যে প্রশ্নগুলো খরচ হওয়ার জন্যই ব্যায়িত হয়েছে যেটার প্রয়োজন হচ্ছে আমাদের সমস্যাগুলো মেটাবার জন্য।

এই প্রকারে আমাদের ন্যাশনাল সিকুরিটির ব্যুরোক্রেশী আমাদে নিজস্ব স্বাধীনতাকে আক্রান্ত করে এবং আমাদের বন্ধুদের মধ্যেও বিভেদ আনে। এই লুকানো শক্তি বৃদ্ধির ফলাফল হলো ব্যক্তিগত ক্ষমতার অপব্যবহার এবং গোপনার সঞ্চার করা যা কিনা আমাদের ডেমোক্রাসিকে বিষাক্ত করে তোলে। আজকাল ড্রোনের (Drone) ব্যবহার আমাদেরকে অনেকটা শান্তির মধ্যে এনেছে কিন্তু ড্রোনের ব্যবহার প্রথাটা একটা নোংরা জিনিস। আমাদের যে কাজগুলি Middle-East এবং South Asia তে করছি তার জনাই আমাদে ঘর সামলাবার জন্য নতুন করে ভাবতে হচ্ছে।

এই ঘর সামলাবার কাজ মানে হচ্ছে পাকিস্থান, ইয়েমেন, সিরিয়া, ইরাক আফগানিস্থান এবং অন্য অনেক জায়গাতেও আমেরিকানদের সরাসরি আক্রমণ করা হচ্ছে যখন আমেরিকানরা কোনদিকে আক্রমণটা বেঁকবে সেটাই বুঝতে পারছেন না। যেমন আমেরিকানরা প্রত্যাবর্তন করার পর সেই ইরাকেই আবার সেনাবাহিনী পাঠাতে হলো। যেমন আফগানিস্থানে আমেরিকা খালি হাতে ফিরে আসবো বলেই আবার সেই পুরানো রাস্তায় আক্রমণ করা, শুরু হচ্ছে তালিবানদের বিরুদ্ধে। যেমন ধরা যাক সাউথ ইয়েমেনের ব্যাপারটা সেটা কয়েকমাস ধরে আমেরিকানদের বিব্রত করছে। ইয়েমনকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যই হলো যে সউদি আরবিয়ার বিরুদ্ধে তরোয়াল তোলা। এখানে Pro ইরানিয়ান Houthi মিলিশিয়ার সাথে আমেরিকার বন্ধু U.A.E -র যুদ্ধ চলা সাউথ ইয়েমেনের সহর Aden এ। যেখানে থেকে সুন্নী সউদি আরাবিরায়র সাথে মিয়াভক্ত ইরানিয়ানদের লড়াই হচ্ছে। U.A.E. র গালফ মনার্কিং, এ্যাডেল শহর থেকে ১০০০ মাইলের মধ্যে নয়, লড়াই করছে ইরানিদের প্রক্সি Houthi দের সঙ্গে। ম্যাপ দেখলে বোঝা যাবে যে সানান (ইয়েমেনের রাজধানী) বাঁচানোটাও (সুন্নীদের) কাজের কাজ তেমনি Houthi দের সৌদি অ্যারাবিয়ার দোরগড়া থেকে ফিরিয়ে দেওয়াটাও

প্রত্যেক দেশই ডেমোক্র্যাসী চায় এইটা আমাদের বোঝা উচিত। যেমন কিউবা, চিনদেশ, সৌদি এ্যারাবিয়া। যেমন আফ্রিকার বহু রাজ্যের মধ্যে তথাকথিত নকল ডেমোক্র্যাসীর চিহ্ন দেখা যায়। সেইজন্যই যে করেন পলিশি বোকার মতো বাইরের দেশের ইনটারেষ্টকে আঘাত করে তার চেয়েও গভীর অন্তর্ঘাতী হয় স্বদেশের আমেরিকানরা। এ কথাটার একটাই মানে হয় যে আমাদের চিন্তাধারাকে সম্পূর্ণভাবে পাল্টাতে হবে। এর অর্থ নয় যে আমেরিকাকে অপরাজেয় হতে হবে শক্তিতে নয়, এর সঠিক অর্থ হলো আমেরিকাকে জিততে হবে স্বাধীনতা বা মুক্তির পথে।

এই স্বাধীন বস্তুটি হলো খানিকটা ISOLA-SIZM বা একাকীকলার পন্থা সৃষ্টি করা। এটা আলো দেখাচ্ছে বলে নয় এর মানে হলো যে এই পন্থাটা ঘাঁটিটাকে শক্ত করুক। ঘাঁটিটাকে শক্ত করার আর এক সারমর্ম হলো প্রতিটি আমেরিকানরা মনে প্রাণে যা চান সেই জিনিসটি করা। তার মানে হচ্ছে যে আমেরিকান পলিশির বাড়াবাড়িটা কমুক এবং মিস ক্যালকুলেশনটা একেবারে বন্ধ হোক। এর জন্য বিশ্বের আদালতে পরিষ্কার করে বলা দরকার যে আমাদের দেশে ডেমোক্র্যাসীটা আগে আসুক পাকাপাকিভাবে। এর জন্য প্রয়োজন প্রথমতঃ আমেরিকাকে টেরোরিষ্টের হাত থেকে পরিপূর্ণভাবে বাঁচানো। যাতে করে আমেরিকার বর্ডারও সামলানো হয় এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচারের বাধাগুলি পরিষ্কার করে সারিয়ে ফেলাও যায়। টেরোরিষ্টের সম্পর্কে এদেশে এবং বিদেশে একই রকম পদ্ধতির দরকার। একই রকম পদ্ধতির মানে হলো যে দেশ অনুযায়ী পদ্ধতির রকমফের হওয়াটা একদম বন্ধ করা। এর জন্য দরকার হচ্ছে পাবলিক শিক্ষার জন্য খরচ করা যাতে আমরিকানদের সর্বদাই সতর্ক রাখা যায়। আমেরিকার প্রতি অঞ্চলে এর জন্য লোক থাকা দরকার যারা বড়লোক তথা গরীবলোকদের সাথ সমান তালে চলতে পারে। ট্যাক্স-পেয়ারদের পকেটে ডলার যাওয়ার ব্যবস্থা করা যাতে ডলারের ক্ষতিবৃদ্ধিটা ঠিক চুরির পর্যায়ে না পড়ে। নিজের ঘরের মধ্যে শক্তিশালী হওয়াটার সত্যিকারের অর্থ হচ্ছে পৃথিবীতে নবজন্ম নেওয়া।

রাস্তা খোঁজার দ্বিতীয় পন্থাটি হলো Money Ball-America অর্থাৎ সাচ্চা ডলারের অধিকারী হওয়া। এমন প্রক্রিয়া সৃষ্টি করতে হবে যাতে আমেরিকার ফরেন পলিশি শক্তিশালীভাবে আমেরিকানদের সুরক্ষা করে বেশি ঐশ্চর্যশালী হবার জন্য উৎসাহ দেয়। সমস্ত পৃথিবীতে এমন জিনিস আনতে হবে যাতে আমেরিকার যা উদ্দেশ্য তা যেন আমেরিকানরাই করতে পারে অন্য কেউ নয়। কিন্তু আমেরিকানরা গ্রীস দেশের হারকিউলিশ নয় তাছাড়া আমাদের রিসোর্সের ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ। অতএব আমাদেরকে সেইসব ব্যাপারেই উদ্যোগ নিতে হবে যাতে করে নিরাপত্তার বিষয়ে আমেরিকাকে পূর্ণথর সিকিওর পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া যায়। তারি সঙ্গে পূর্ণতর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার দিকে নজর দেওয়াটাও একান্ত প্রয়োজন।

আমরা অন্যদের Lead করবো টেরোরিষ্টদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। যে লড়াইটা হবে সমপর্যায়ী শক্তিগুলির সাথে সম্মিলতভাবে, কখনো বিচ্ছিন্নভাবে একা একা লড়াই নয়। এবং যেখানে কাজের পরিমাণ খরচের পরিমাপের চেয়ে কম হয়। আমাদের মিলিটারী শক্তি যেন 'State of the art' পর্যায়ের হবে। কিন্তু আমাদের অস্ত্রশস্ত্রের শক্তি পরীক্ষার বদলে করতে হবে ইকনমিক যুদ্ধ। তাকাতে হবে আমেরিকার ভ্যালুজ-এর দিকে, শুধুমাত্র আমেরিকার ভ্যালুজদের দিকে দৃষ্টি ফেলা নয়। আমেরিকাকে শক্তিশালী প্রতিপন্ন করতে কোন প্রকার বাহাদুরী করা হয় কিন্তু আমেরিকাকে অহেতুকভাবে দুর্বল প্রতিপন্ন করাটাও হোক এটাও ঠিক নয়।

যাঁরা আমেরিকান ফরেন পলিশিগুলো তৈরী করবেন এবং যে ব্যক্তিরা সেগুলিকে কাজে লাগাবেন, তাঁরা সবাই যেন বুদ্ধি করে চলেন, যাতে তাঁদের শক্তিসত্তার পরিচয়টা যেন বেশি করে না ফুটে বেরোয়। দিনের শেষে সমস্ত জগতটাই যেন Money-ball খেলা করছে।

তৃতীয় পন্থাটি হলো—"আমেরিকা হচ্ছে অদ্বিতীয়।" এর অর্থ হলো যে আমেরিকাকে সর্বঘটে কাঁঠালী কলা হতে হবে। অর্থাৎ পৃথিবীর যেখানে যত গণ্ডগোল হবে, সেখানেই সে যাবে। এর একটা প্র্যাকটিক্যাল সাইট আছে আর একটা আইডিয়াল সাইটও আছে। এই তৃতীয় পন্থাটি হলো এটা মোটামুটি প্রসারের ক্ষেত্র এবং এটা প্রমাণ করবে যে আমেরিকা সর্বব্যাপারেই উপরে আছে সেটারই প্রতিফলক। কিন্তু আমেরিকা কখনো দীর্ঘস্থায়ী স্থায়িত্বলাভ এবং উন্নতির শিখরে থাকতে পারবো না। এই সাধারণ কথাটির অর্থই হলো যে আমরা অন্যান্য দেশকেও সমপর্যায়ে উন্নতি ও সমপর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করবো। সেই সঙ্গে অন্যদেরকেও আমেরিকার ভ্যালুজ মানতে হবে এবং তাকে রক্ষা করতে হবে। আমেরিকা ছাড়া সারাজগতে অন্য কোন জাতিই এ কাজ করতে পারবে না।

আমরাই হবো সারাপৃথিবীর এমন একটা অদ্বিতীয় জাতি যার পৃথিবীকে অর্থনৈতিক এবং স্থায়ীত্বের দিক থেকে সফল করে তুলবে। আমেরিকা হবে সত্যিকারের অদ্বিতীয় এবং সেটা সম্ভব করার কাজও এখনো শেষ হয়নি। আমেরিকাকে চিন্তা করতে হবে তারা হচ্ছে বৃহত্তর জাতি এবং মহত্তর বৃত্তির অধিকারী। ইংল্যান্ড কিংবা জার্মানীর মত কেবলমাত্র নিজেদেরটা নিয়েই থাকবে তার সঙ্গে মিলতে পারি না। জাপান কিংবা চিনদেশের মতো একটা চোখ খুলেই থাকবে তাও ঠিক নয়। আমাদের সম্পূর্ণ নতুন করে বিদেশি নীতি (foreign policy) টাকেই ঠিক করতে হবে। যেটার প্রকৃত অর্থ হলো যে আমরা যদি না জয়ী হই তাহলে অন্যরাও জয়ী হতে পারবে না।

এই সত্য কথাটি যুদ্ধকালীন এবং সমস্ত শান্তিকালীন সময়েতেই প্রযোজ্য। 'আমরা সর্বদাই টেনশনের মধ্যে আছি। আমরা কোন সময়ই সব সমস্যার সমাধান করতে পারবো কিনা জানি না। কিন্তু এটা কোন excuse নয় যে সমস্যাগুলো জমবে তার কতটা আমরা সারাবার চেষ্টা করছি সেটাই আগে দেখ তে হবে। তার জন্য যে খরচটা হবে সেটা আমেরিকাই বহন করবে। কিন্তু সে খরচটা আমেরিকার চাহিদামত ডলারের নোট ছাপলেই সম্ভব হওয়া দরকার। তার ফলে সারাদিনের শেষে ডলারই হবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রিজার্ভ-কারেন্সি। স্থায়ী অর্থনীতির ঝড়-ঝাপটা সামলানোর মধ্যে এবং পৃথিবীতে সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য তো বটেই।

এখন আমার চিন্তাধারাটা যে কেমনভাবে নেবেন তার উপরই সব কিছু নির্ভর করছে! আমার মন হয় পলিটিশিয়ানরা বিষয়টিকে নিয়ে কি বলতে পারেন, এটা কি abstract না কি পাথরের মতো ভয়ানক শক্ত? আমার পন্থাগুলির ১ নাম্বার হলো স্বাধীনভাবে চলাফেরা এবং আমাদের ঘরের মধ্যেই না থাকার প্রতিজ্ঞা করা, পন্থাগুলিরই নাম্বার হলো স্থায়ীতত্ব এবং উন্নতি যেখানে হাতে হাতে চলবার উপায় সৃষ্টি করা কিংবা পন্থাগুলির ২ নাম্বার হলো যেখানে আমেরিকার ইচ্ছাতেই আমাদের সম্পূর্ণ মিলিটারী পাওয়ার আমাদের হাতে মুঠোয় থাকবে!

আমেরিকার বর্তমান অবস্থার কথা ভেবে পলিটিশিয়ানদের মুখ ফিরিয়ে থাকলে চলবে না। কারণ সমস্ত পৃথিবীতে তার করণীয় ব্যবস্থার উপরই নির্ভর করবে না কি অন্য কোন ব্যবস্থার দরকার হবে? তাঁরা প্রতিদিনই পৃথিবীর যাবতীয় দৈনন্দিন পলিটিক্সের উপরই নির্ভর করবে না তার থেকে উঠে দাঁড়াবে? জীবনটা যে সাধারণ, একটা প্ল্যানের উপর নির্ভরশীল নয়, একটা সামগ্রিক লং টার্ম প্ল্যানের উপরই নির্ভর করছে তার মানে হচ্ছে তোমার কতকগুলি জানা শত্রু থাকবে এবং কতকগুলি তোমার জানা বন্ধুও থাকবে! খুব ভালো হবে যদি তুমি নিজে চুপ থেকে অন্যদেরকে কথা বলবার সুযোগ দাও।

কিন্তু কোন এক সময় সমস্ত প্রেসিডেন্টের ক্যান্ডিডেটদের মধ্যে থেকেই জানতে হবে যে তাদের মুঠোর মধ্যে কি আছে? তাঁরা প্রত্যেকেই বোধ হয় আশা করছেন যে তাঁরা আগামী ৮ বছর ধরেই প্রেসিডেন্ট থাকবে এবং সেই জন্যই আমেরিকা (Foreign Policy) বিদেশী নীতি সেই ৮ বছর ধরেই তাঁদের আচরণের মধ্যেই প্রকাশ পাবে। এই ধারণটা একেবারে ভুল। আমরা ঘরের মধ্যেই থাকবো, না এই প্রতিজ্ঞা করার পর স্বাধীনভাবে চলবো এই কথাটার তাহলে মানে কি? অতএব ক্যান্ডিডেটদের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতিটাই যে আমরা এখন কোথায় আছি এবং কোথায় ভবিষ্যতে থাকতে পারবো?

এই তিনটে প্রক্রিয়ার কথা বললাম, তার মধ্যে কোনটিতে আমার বিশ্বাস ঘনীভূত ঐ তিনটি প্রক্রিয়ারই টাগ অফ ওয়ার করে দেখছি যে ১ নম্বর প্রক্রিয়াটিই সব থেকে ভালো। অর্থাৎ Indepenant আমেরিকা বা স্বাধীন আমেরিকার উপর আমার ভক্তি উজার করে দিতে পারি। তার কারণও আছে। আমরা এটুকু মর্মে মর্মে বুঝতে চাই যে আমেরিকার মধ্যে রয়েছে অফুরন্ত শক্তি এবং যা আছে কিনা আমাদের নিজস্ব ঘরের ভিতরেই।

দারিদ্র্যের বৈজ্ঞানিক পথ-চলাটা কি রকম হওয়া উচিত? আমেরিকার ডাটা-বিশিষ্ট প্রোগ্রামগুলি জনসাধারণকে জমা করতে বলছে বেশি করে, ভালোভাবে বেঁচে থাকতে বলছে এবং নিজের ক্ষমতার জোরেই অর্থনৈতিক স্বাধীনতার আবির্ভাব ঘটাতে বলছে। আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশগুলি যা উন্নত, তাঁরা সবাই মিলে ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি খরচ করেছেন গত ৫০ বছরে। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য

এরপর ২২ পাতায়

ছন্দ পতন

রথীন চৌধুরী

দীপবীনা যখন ছয় মাস হবে হবে। শিবাজ বুঝে উঠতে পারলো সমস্যাটা। অনেক আদুরে মেয়ে দীপবীনা, মেয়ের চারপাশ ঘিরেই যেনো তার জীবন। সকালে তার কান্নায়—শিবাজের ঘুম ভাঙে আররাত্রিরে ঘুমকাতুরে মেয়েকে নিদ্রা পাড়িয়েইতার শুতে যাবার পালা। কিন্তু এই নিয়ম যেনো হঠাৎ অনিয়ম হয়ে উঠতে লাগলো। কান্না উল্লাস, কল্লোল, কোলাহলের সরবতা শিবাজকে আজকাল কেবল দেয় উষ্ণতা, অসহ্যতা। নদীতে ভাটার স্রোত কখনো উল্টো হতে পারে না, শরতে কুয়াশা ঝড়তে বাধ্য, রাত্রিতে কাক ডাকটা অস্বাভাবিক। বিব্রত শিবাজ ভাবলো ঐসব ধরাবাঁধা ব্যাপারগুলো কখনো বিদ্রোহ করে নিয়ম ভাঙ্গার তো সাহস পায় না। কিন্তু তার নিজের মধ্যে কেন সব ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে? মানুষের ব্যাপারে সবকিছু আলাদা। মানুষ ক্ষমতা ও বুদ্ধির অধিকারী এবং এই, মানুষেও মন বলেও একটা জিনিস আছে, যাকে মানুষ যেমন ইচ্ছে ব্যবহার করতে পারে। তবে একটা জিনিসের সুরাহা শিবাজের মনে হয়ে উঠছে না—মানুষ কি মনকে নিয়ন্ত্রিত করে—না মন মানুষকে। শুধু শিবাজ কেনো—ধর্মশাস্ত্রবিদ বা মনস্তত্ত্ববিদ—কেউ-এর জবাব দিতে পারেনি এখনো। শিবাজ কোথাও কোথাও পড়েছে। মনকে নিয়ন্ত্রণ করা খুব কঠিন। এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভাবলো, তার মানে এই নয় যে মনকে নিয়ন্ত্রণ করা অসাধ্য। নতুন করে উদ্যোগ নেয় নিয়মতান্ত্রিক পথে চলার।

শায়নির সঙ্গে শিবাজের দেখা বছর পাঁচেক আগে। দু'জনেই বাসে অফিসের পথে সহযাত্রী। প্রথমে দেখা, পরে কথা। আরও পরে রোববার বন্ধের দিনে শহরের 'বটছায়া' রাজনৈতিক সভা প্রাঙ্গণে ঘোরাফেরা। বটছায়া শহরের খুবই পরিচিত সভা-প্রাঙ্গণ। অনেক ঘটনার সাক্ষী প্রাচীন বটগাছটা এখনো সগর্বে ওখানটায় দাড়িয়ে আছে। প্রায় রোববারেই কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সভা। নতুন পথগামী যুবক-যুবতীদের গণতন্ত্রের মোকাবিলায় সমাজতন্ত্র এবং সাম্যবাদের স্বপক্ষে ঝড় তোলার বিস্মৃত উদ্যান। সব রোববারে সভা হয় না—কিন্তু উঠ্তি বয়সীদের অনাগোনা থাকে সবসময়ই। ছোট ছোট অনেক ঘরোয়া দলের আড্ডাখানা এখানেই। শিবাজ-সায়নিদেরও আড্ডায় দল গড়ে উঠে সব মিলে ৭/৮ জন তো হবেই। দু'একটা ছেলেমেয়ে কম কথা বললেও অন্যরা মুখোড়; শায়নি-শিবাজ মুখোড়দের মধ্যেই পড়ে। রাজনৈতিক জগাখিচুড়ি ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের কোন শেষ নেই—উপস্থিত বক্তৃতা, ধারাবাহিক গল্প, কৌতুকোক্তি, অট্টহাসি, শব্দচয়ন, কবিতা বলা—এমনি আরো অনেককিছু। আজ ছিলো এই আড্ডা দলের শব্দচয়ন সভা। প্রথমজন বললো শব্দের শুরুর অক্ষর 'ষ', দ্বিতীয়জন অনেক ভেবে চিন্তে কুল পেল না 'ষ' দিয়ে আবার কি শব্দ হয়, তৃতীয়জন প্রতিবাদের সুরে জানাল 'শ' ব 'স' দিয়ে কতই শব্দ হয়, তবে 'ষ' দিয়ে শুরু করার কি দরকার ছিলো। পরের জন অনেক ভেবে চিন্তে পরের অক্ষর হিসেবে বললো 'া' কার। সবাই প্রতিবাদ জানিয়ে বললো শুধু আকার বা ইকার দিলে চলবে না—অক্ষরযুক্ত হতে হবে যেমন 'বা' অথবা 'রি' এরকম। এভাবে হইচই শুরু হয়ে গেলো। স্বভাব-সুলভ গলায় শিবাজ বললো, নিয়ম বদলাতে হবে কিংবা সোজা অক্ষর দিয়ে শুরু করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। সবাই এক জোটে প্রথমজনকে বললো শব্দের সমাধান দেওয়ার জন্যে। কিন্তু প্রথমজনও ব্যর্থ—শুধু তামাশা করাই ছিলো তার লক্ষ্যও। বিরাট হৈ-চৈ-এর মধ্যে সবাই প্রথমজনের কাছে নিয়ম ভাঙ্গার অপরাধে বিরাট মাশুল দাবি করলো যদি না কেউ শব্দটা সম্পূর্ণ করতে পারে। সবাইকে দাপিয়ে শায়নি বললো একটা নয়—পর পর চারটে শব্দ—'ষাট', 'ষাড়', 'ষড়যন্ত্র'। সবাই অবাক বিস্ময়ে শায়নির তারিফ করলো। সেদিন থেকে সবাই শায়নিকে শ্রদ্ধা ও সমীহ করে চলত।

অন্য একদিন, ছিলো কবিতা-সভা। সঞ্চালক বক্তা ঘোষণা দিলো—এবার কবির রাজা শিবাজ দেখাবেন কাজের বাহাদুরি। শিবাজের শুরু—'প্রথম করি সবার চরণবন্দন; বড়দাদা, ছোটদাদা আর নন্দের নন্দন, নাজানি বলিতে কথা, না জানি ভাষণ, বড় পটু অন্যের ঘর করিতে ভাঙ্গন; প্রেমের হয়নি হাতেকড়ি তাই বড় বিপদ, শায়নি নির্ভর আমি, শায়নিই সম্পদ। অট্টহাসিতে দলের সবাইর হামগুড়ির অবস্থা। শিবাজের হাসি ছিল সবাইকে ছাড়িয়ে। শায়নি চুপ হয়ে আছে। মুখটা হয়ে উঠলো প্রায় রক্তবর্ণ। এরকম লজ্জা বোধ হয় তার জীবনে কখনো ঘটেনি। আসন্ন বিপদের কথা শিবাজের বুঝে উঠতে দেরী হলো না। শুধু আজ বলে নয়, কৌতুক, হাসি, গল্প প্রায় সবকিছুতেই শিবাজের ভাষণ-চরিতায় শায়নির অবতারণা চলে আসে। প্রায় সময়িক ভাবগম্ভীর প্রশস্তিতে শেষ হয়। কিন্তু মাঝে মাঝে হালকা রসিকতা শায়নিকে প্রবল অস্বস্তিতে ফেলে দেয়। শিবাজের অতি-কথন, অতি-উল্লাস, উচ্চ-রবে কথা বলা ইচ্ছেকৃত নয়—স্বভাবজাত। শায়নিকে লজ্জা দেয়া বা সবার সামনে হেয় করাটাও তার অতি সারল্যতার পরিণতি। এসব পরিস্থিতিতে শায়নি প্রথম ধাক্কাটা সামলিয়ে নেয় নীরবতার মাধ্যমে। এই নীরবতা শিবাজকে অপরাধী করে তুলে। কিন্তু শায়নিকে কিভাবে আশ্বস্ত করা যায় বা এ পরিস্থিতিতে তার কি কর্তব্য হতে পারে শিবাজ তা বুঝে উঠতে পারে না। এবং অভাবনীয় অসহায়তা শিবাজকে গ্রাস করে ফেলে। সরল লোকেরা সোজাসুজি হয়, সামান্যতেই সন্তুষ্ট, পরকে খুশী করার চেষ্টা করে না, নিজের সামাজিক স্বীকৃতিকে প্রাধান্য দেয় না, অন্যের সাহায্যে সক্রিয়। শিবাজের এসব গুণ শায়নিকে মুগ্ধ করে রেখেছে এবং সেজন্যে শায়নি নিজের লোকেরা, আচরণ, স্বভাব, মতবাদ—সবকিছুকেই প্রশ্রয় দিয়ে যায়। আপাততঃ শিবাজ শায়নির প্রশ্রয়-জাত। শায়নির প্রশ্রয়ে শিবাজ একইভাবে দিনের পর দিন জীবন চালিয়ে যায়—এবং এই নিয়মের মাঝখানে হঠাৎ মাঝেমধ্যে যখন শায়নির প্রশ্নগুলির কারণ নয়, তখন নিজেকে অপরাধীর কাঠগড়ায় ফেলে সীমাহীন অসহায়তার অস্বস্তিতে ভুগে। এবং বৃহচক্র থেকে বেরুনোর কোন উপায় দু'জনের কেউ জানে না।

গানের ব্যাপারে শিবাজের সবসময়ই দুর্বলতা ছিল, ছোটবেলা থেকেই চেষ্টা ছিলো গাইয়ে হবার—কিন্তু 'ভোকেল কর্ড'এর কি যেন সঙ্কট জনিত কারনে গান আর শেখা হলো না। গানের প্রতি অনুরাগ রেখেই চলেছিলো। এক নাটকীয় ভাবে জানা হলো শায়নি সংগীত-শিল্পী। পাশের পাড়ায় ফি বছর অতুল-জয়ন্তী হয়। এবারই প্রথম এই অনুষ্ঠানে যায় শিবাজ। চোখ -কানে তাক লাগিয়ে গেলো যখন শায়নির নাম ঘোষিত হল—'পরবর্তী শিল্পী শায়নি সুখদা'। রবীন্দ্র-নজরুল-আধুনিক গানের শ্রোতাদের কিছু কিছু অংশ আবার অতুল-রজনী-কামিনী গানের প্রতি আকৃষ্ট। তাই শ্রোতার সংখ্যা ছিলো বেশ জমজমাট। পরপর দু'তিন খানা গান করলো শায়নি। কথা, সুর আর কন্ঠের অনন্য ভারসাম্য ছিলো গান ক'খানায়। শিবাজের আনন্দ আর ধরে না—এ যে উপরি পাওনা। ব্যাক-স্টেজে গিয়ে জানায় শায়নিকে অভিনন্দন। আড্ডা, কল্লোল, কোলাহল, কবিতার পাশাপশি এবার যোগ হলো সংগীত-ভাবনা। অনুষ্ঠানে শেষে শিবাজ শায়নিকে এই প্রথম ওদের বাড়ি অবধি এগিয়ে দিয়ে এলো। এরপর দেখা হলেই আড্ডা দিতে যাবার আগে বা পড়ে দু'জনের চলে সংগীত দেয়া-নেয়া। শিবাজ বলে ঃ 'কথা, সুর, কণ্ঠ—এই তিনটির কোন একটিতে ঘাট্তি হলে গান ঠিকমতো হয়ে উঠে না। সুর সুন্দর হলেও কথাগুলো যদি বেমানান বা রুচিশীল নয়া হয়—গানটা যেন অর্ধেক হলো—পুরো নয়। শায়নি বলে ঃ 'কথার উপর ভিত্তি করে সুরকে নিয়ে গান হলো এক শিল্পী মনের প্রকাশ। গান গেয়ে তৃপ্তির সাথে সন্তুষ্টি পেলে—গাইয়ের সাফল্য। গান সর্বকালে, সব জায়গায়, সব সংস্কৃতিতে। বাচ্চা, যুবক, শিশু, সুখী মানুষ দুঃখী মানুষ—সবাই গান করে নিজেদের ভঙ্গিতে। কোন কোন সংস্কৃতিতে, মানুষ বিপদে পড়লে, জেলে গেলে, এমনকি মৃত্যুকালীন সময়েও গান করে। গান খারাপ লোককে ভালো করতে পারে এবং ভালো লোককে আধ্যাত্মিকতায় নিয়ে যেতে পারে।' উচ্ছ্বসিত শিবাজ বলে ওঠে—'কি সুন্দর বর্ণনা ও ব্যাখ্যা!' এক সরব, সুহাস শিবাজের মনে হলো। শিল্পীর কথাগুলো তার মাঝেও যেন এক অপার তৃপ্তি ও সন্তুষ্টি এনে দিলো।

সেই পুরোনো দিন এখন আর নেই। শিবাজের পরিবর্তন শায়নিকে প্রথমে চিন্তিত করে তুলে। ক্রমে চিন্তা পরিণত হয় রাগে। প্রেমে প্রথম ব্যাঘাত ঘটায় সন্দিহান মন—মেয়েদের মন এব্যাপারে এগিয়ে। বিয়ের আগে শায়নি-আসক্ত ২/৩টা ছেলে শিবাজকে নিয়ে বানানো প্রেমের কথা, শায়নির কানে তুলতে ভুলেনি। শিবাজের প্রতি গভীর ভলোবাসায় শায়নি এসবেই অগ্রাহ্য করেছে। শায়নি এখন তাতে, সত্যিই কি ওর মন এখন এদিক-ওদিক আনাগোনা করছে। শিবাজের স্মিতভাষ শায়নিকে অবহেলার গ্লানি দেয়। প্রেমের গভীরতা যত, অবহেলার ভার মনকে চঞ্চল করে তত। লজ্জাশীল, নম্রভাষ্য শায়নি অসহ্য অস্থিরতায় ঠিক করে শিবাজের অন্তরহস্য বের করতেই হবে। পালাক্রমে দুই বান্ধবীকে প্রেমবিলাসে পাঠায় শিবাজের কাছে। কিছুটা উদাসীন, কিছুটা ভাবম্বিত শিবাজ এ ধরণের অনাহত প্রমীলাদের আচরণ তাকে উত্তক্ত করার চেষ্টা মন করে। কখনো ভাবে হয়তো বা ওরা অসহায়—একটা আশ্রয়ের অন্তর্গত হতে চায়। আবার ওদের প্রেম সংলাপ একেবারে অপাংক্তেয় অথবা ফেলনাও নয়। আবার ভাবে এরা শায়নিকে কি করে জানে বা শায়নিক কুৎসা কেনো করে। শায়নির নিন্দা বা কুৎসা সহ্য করাটা অন্যায় হবে—এ'রকম ভাবে শিবাজ। তাছাড়া শিবাজ শায়নিকে অনেকদিন থেকে চেনে। ওদের কোনো কথাই শয়নির ব্যাপারে খাটে না। নির্দ্বিধায় ওদেরবলে দেয় শাসনির প্রতি অকুন্ঠ ভালোবাসার কথা।

শিবাজের ব্যাপারে শায়নি তার ঐ প্রচেষ্টার ফলাফল ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। শিবাজ কাউকেই রেগে রেগে প্রত্যাখ্যান করেনি—সেটাতো ভালো খবর নয়। কিন্তু আবার সে দু'জনকেই বলেছে শায়নির প্রতি তার আসক্তির কথা, ভালবাসার কথা এবং দু'জনের কারু ডাকে সাড়া দেয়নি। মেয়ে দু'টো দেখতেও ভলো। তবু মনের সংশয় শায়নিকে ছাড়ে না। শতভাগ নিশ্চিয়তা দেয় প্রেমে সম্পূর্ণতা—তা সে মেয়ে বা ছেলে—যেই হোক না কেন। এরপর কি করা যায়—তা ভেবে শায়নির মনটা একেবারে অগোছাল হয়ে উঠলো। বেশ কয়েকদিন বৃষ্টির পর গা ঝাড়া দিয়ে যেনো আকাশে রোদটা জেগে উঠলো হঠাৎ। শিবাজ ভাবলো বাইরে একটু হেঁটে আসা যাক। শিবাজ বেরিয়ে গেলে শায়নি ঘর গুছালো। মেয়ের গৃহশিক্ষক সবে গেল ঘর থেকে। অশান্ত মন একটু হালকা হবে—এই ভেবে শায়নি নিজেকে পরিপাটি করে ঘরের বাইরে পায়চারি শুরু করলো। হঠাৎ দেখে পাড়ার সুরেশ চ্যাটার্জি হেঁটে যাচ্ছে। পরোপকারী, পাড়ার সবার সবকিছুতে ছুটে যায়। সবাই সুবুদা বলেই জানে। বয়স একটু বেশী। সতীর্থরা বিয়েতে বসেছে অনেকেই, কিন্তু সুবুদার ওদিকে মন নেই। সুবুদা, সুবুদা বলে শায়নি সুরেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—

'কি ব্যাপার শায়নি, সব ঠিক আছে তো? তোকে অনেকদিন থেকে প্রায়ই একটু বিমর্ষ দেখা যায়।'

'হাঁা, সবই ঠিক আছে। চলো একটু ওদিকে এগুই। তোমার কি তাড়া আছে?'

সুরেশ বলে, 'একটু কাজ আছে—তবে এমনকিছু তাড়া নেই।'

'তবে চলো, সব বলছি।'

শায়নি জানে, শিবাজ বেরুলে কোন্ জায়গায় যায়। 'বটছায়া'র পাশে একটা শিমুল গাছের কাছে। পাশে একটা ছোটি জলাশয়ও আছে। শিমুল গাছে হেলান দিয়ে জলাশয়ের দিকে চেয়ে থাকে এবং জলাশয়ে ভেসে থাকা পাখীদের ভাষা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করে। শায়নি সুরেশকে কিছুটা তালিম দিলো। দু'জনে শিমুল গাছ ঘেঁষে অন্যপাশে বসলো—যেন জান না শিবাজ অন্যদিকে বসে আছে। 'সুবু, তুমি আমাকে বোঝার চেষ্টা করো, এ আমার আবেগ নয়। অনেকদিন চাপা দিয়ে রেখেছি—আর পারছি না। তোমার ভয় কিসের সুবু—দু'জনে কি সংসার চালাতে পারবো না? নাকি আমার মেয়ে হবে তোমার জন্যে বোঝা?'

'না, শায়নি—সে' নয়। তোমার মেয়েতো আমার মেয়ের মতো। আর তোমার মেয়ে আছে বলে তোমার জন্যে আমার ভালোবাসা একটুও কম নয়।'

শায়নি কেঁদো কেঁদো স্বরে কান্নার ভান করে। সুরেশ সান্ত্বনা দিয়ে, আরো আবেগ দিয়ে প্রণয় বাণী শুনায়।

শিবাজ-এবার ধৈর্য্য হারায়। কিন্তু কোনো উষ্মা না দেখিয়ে সুবেশ-শায়নির সামনে এসে দাঁড়ায়। ''আমার আড়ালে এসব না করে আমাকে তো বললেই পারতে। আমাকে এত বড়ো আগাত দেয়ার তো দরকার ছিলো না।'

সুরেশ ও শায়নি দু'জনে অট্টহাসি দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। শায়নি শিবাজের মুখে মাথা রেখে বলে, 'এটা আমাদের অভিনয়। তোমার মনে আঘাত দেয়ার জন্যে. তুমি আমাকে ক্ষমা করো।'

সুরেশ বলে, 'দেখ্ শায়নি, তোকে তো বলেই দিলাম শিবাজের ভালোবাসায় সন্দেহ করিস্না, ওকে কি আজ দেখছি?' সুরেশ চলে গেলে শায়নি লজ্জায় শিবাজের দিকে তাকাতে পারে না। দু'জনে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। শিবাজ ভাবে কিভাবে আবার আলাপ শুরু করা যায়। শায়নিই আরম্ভ করে, 'জানি, তুমি আমায় এর মধ্যেই ক্ষমা করে দিয়েছো। তোমার আড়ালে তোমাকে হেনস্থা করছি ভেবে আমি যে কি লজ্জিত সেটা কি করে বোঝাই।'

শিবাজ বলে, 'তুমি যে আমার চোখে তাকাতে পারছো না—সেটাই সব কিছু বলে দিচ্ছে, আর কিছু বোঝাবার দরকার নেই। আচ্ছা, তোমার মনের অস্থিরতা দেখে কিছুদিন থেকে একটা কথা বলবো বলে ভাবছি। তুমি যদি কিছু মনে না করো, চলো না কোনো এক ডাক্তারের কাছে গিয়ে একটু বোঝাপড়া করি।' এক অপূর্ব অশ্বস্থতায় শায়নির মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। এতো ওরি মনের কথা। কিন্তু শিবাজকে কিভাবে প্রস্তাবটা করা যায়—তাইতো একদিন শায়নিকে চিন্তায় রেখেছিলো। শিবাজ ব্যাপারটা কতো সহজ করে দিলো। শিবাজ ও তার পরিবর্তনের কারণটা জানতে চায়। শায়নি বলে, 'এতো খুবি ভালো কথা। কালই আমরা যাবো।'

মনস্তত্ত্ববিদ ডাঃ বাগচী প্রথমে শিবাজের সাথে আলাদা এবং পরে একসাথে দুজনের সঙ্গে অনেক আলাপ করলো। দু'জনকেই উৎসাহ দিয়ে বললো, 'এটা এমন কিছু না।' পরে শায়নিকে আলাদাভাবে বললো, 'মানুষের ব্যক্তিত্ব বদলানোটা খুবই বেশী এটা না হলেও অস্বাভাবিক কিছু নয়। ব্যক্তিত্ব বদলানোর চার-পাঁচটা প্রলক্ষণ আছে। শিবাজবাবুর ব্যাপারটা হচ্ছে 'বহির্মুখীন-অন্তর্মুখীন (Extraversion-Interoversion) জনিত এবং সব-কয়টি প্রলক্ষণের মধ্যে এইটা সবচেয়ে বেশী চোখে পড়ার মতো।

শিবাজবাবুর 'বহির্মুখীন' বৈশিষ্ট আবার ফিরে আসতেও পারে কিংবা বাকী জীবনটা হয়তো এভাবেই থাকবেন। অন্তর্মুখীন ব্যক্তিরা লাজুক নন। জীবনের সব অবস্থাকে সামলাতে পারেন। কেবল সামাজিকভাবে একটু কম কথাবার্তা বা হাসি-ঠাট্টা করবেন। কাজেই আপনাকে এটা মেনে নিয়ে শিবাজবাবুর সঙ্গে অভ্যস্ত হতে হবে।'

শায়নি বেরুতেই শিবাজের জিজ্ঞাসু চোখ উন্মুখ হয়ে থাকে। শায়নি বলে, ডাঃ বাগচি বললেন, এটা কিছুই না, অনেকেরি হয়ে থাকে। দু'জনে পথে হাঁটতে থাকে, একেবারে নির্বাক। বৈশাখী হাওয়ায় ঝড়-ঝাপটাকে কেউ হঠাৎ জোড় করে থামিয়ে দিলে, চারিদিকে যেমন কেবল অনড় খড়কুটো পড়ে থাকবে; শায়নি-শিবাজের সামনের জীবনটা হবে অনেকটা তারি প্রতিচ্ছবি। শায়নি ভাবে, হাল ছেড়ে দেয়া তো যাবে না। ভিন্ন এ জীবনের স্বাভাবিকতা মেনে নিতে হবে এবং তাকেই আগ বাড়িয়ে যেতে হবে। মনে মনে একটা লজ্জা বোধ করে। নিজেকে বোকা ভাবে

এরপর ২১ পাতায়

মুক্তি

দিলীপ পাল, ম্যাসাচুসেটস্

মানুষের মন সততই পরিবর্তনশীল। ঘটনা সামান্য বা তুচ্ছ যাই হোক না কেন মনের গভীরে দাগ কাটে—ফলতঃ প্রচণ্ড আলোড়ন মানসিক স্থিতি লণ্ডভণ্ড হইয়া যায়। এমনই একজনের কথা এখানে লিখিতেছি।

আমেরিকার শষ্য ভাণ্ডার ক্যানসাস্ ষ্টেটে তাহার জন্ম। ছোটবেলাই আনন্দেই কাটিয়াছিল এক স্নেহময় পরিবারের মধ্যে। স্কুল কলেজের পর জেসিকা ঠিক করিল সে পশুপক্ষীর ডাক্তারী পড়িবে। জি-আর-ইতে খুবই ভাল নম্বরের জোরে সে নিকটবর্তী রাজ্য লুসিয়ানার টুলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইলো। চার বৎসর পশুপক্ষীর খুঁটিনাটি অধ্যয়নের পর সে ক্যানসাসে ফিরিল এবং যুক্ত হইল এক পশু চিকিৎসালয়ে হাতে কলমে ডাক্তারী রপ্ত করিবার জন্য। সে দেখিল মানুষের মতই কুকুর বিড়াল ও নানা রোগের শিকার হয়। ইহাদের শরীরও কর্কট রোগাক্রান্ত হয় এবং ইহারাও রাগে কাহিল হইয়া পড়ে। প্রভেদ হইলো যে পশুপক্ষী মুখে বলিতে পারে না কোথায় তাহাদের অস্বস্থি অথবা বেদনার ভাব। ডাক্তারকেই তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। জেসিকা মনপ্রাণ দিয়া এইসব অবলা প্রাণীর রোগ নির্ণয়ের পদ্ধতি শিখিতে লাগিল। বিড়াল কুকুরদের চোখের দিকে তাকালেই সে বুঝিতে পারিত তাহারা শারীরিক অসুবিধার মধ্যে আছে। ইহাদের অস্বস্তি দুর করিতে পারিলে সে একধরনের মানসিক উল্লাস উপলব্ধি করিত।

ইহারি মধ্যে এক বান্ধবীর ঘরোয়া অনুষ্ঠানে তাহার দেখা হইলো সুপুরুষ রিচার্ডের সাথে। রিচার্ডের সুমধুর চাহনি, সাবলিলি চলনভঙ্গি, মেদহীন অবয়ব তাহাকে মুগ্ধ করিল। চারিচক্ষের মিলনে এক ভালোলাগার অনুভূতি তাহাদের শরীরে শিহরন তুলিল। মনের আদান প্রদানে সেই সম্পর্ক আরও গভীর হইলো। জেসিকার পরিবারও রিচার্ডকে পছন্দ করিল। কয়েক মাসের মধ্যেই তাহারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইলো। রিচার্ড তখন ক্যানসাস ষ্টেট ইউনিভার্সিটিতে অংকশাস্ত্রে ডক্টরাল অধ্যয়ন করিতেছিল। বিবাহের পর সে ঠিক করিল পড়াশুনা আপাততঃ মুলতবি রাখিয়া চাকুরিতে ঢুকিবে। কিছুদিনের ভিতরই চাকুরি পাইলো পূর্বের রষ্ট্রি রোড আইল্যান্ডের এক প্রতিরক্ষা ল্যাবোরেটরিতে। আমেরিকার ছোট্ট এক রাজ্য রোড আইল্যান্ডে—যদিও ইহাকে সত্যিকারের দ্বীপ বলা যাই না। সমুদ্র রাজ্যটিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে—ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এবং দীর্ঘ সমুদ্র তীরের জন্য এখানে সততই পর্যটকদের ভীড়। জেসিকাও অল্পদিনের মধ্যে এক পশু চিকিৎসালয়ে চাকুরি পাইলো। তাহাদের সংসার উৎফুল্লতায় ভড়িয়া উঠিল; সংসারে নতুন অতিথিও আগমন করিল।

জেসিকার ছোটি ভগিনী আরলিনের রক্তচাপ বৃদ্ধির উপসর্গ ছিল। বিস্তর পরীক্ষা নিরীক্ষার পর চিকিৎসক মহাশয় অভিমত দিলেন উহা কোন সাধারণ রক্তচাপ বৃদ্ধি নয়, বরঞ্চ উহাকে বলা হয় 'পালমোনারি হাইপার টেনশন' যাহার আদ্যোপি কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই। ঔষধ পত্রে সাময়িক রক্তচাপ প্রসমিত করা চলে কিন্তু রোগীর জীবন দীর্ঘায়ু করার কোন উপায় নাই। আরলিনের জীবনও সেই অনিশ্চিত পথেই চলিতে লাগিল। কখনও স্বস্তি তো কখনও অস্বস্তি। এইভাবে চলিতে চলিতে একদিন আরলিনকে হাসপাতালে ভর্ত্তি হইতে হইলো। তখন তার রক্তচাপ সীমিত রাখা সাধারণ ঔষধির বাহিরে—অনেক সময় তাহাকে যন্ত্রের সাহায্যে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে হয়। এদিকে মাতা পিতার বিয়োগের পর জেসিকাই তার ভগিনীর অভিভাবক। ছোট্ট রাষ্ট্রি রোড আইল্যাণ্ডের একমাত্র পক্ষীবিশারদকে অনেকসময়ই রোগাক্রান্ত কাকাতুয়া, ময়না, টিয়া, প্যারাকিটের কথা ভুলিয়া অরলিনের চিকিৎসার ব্যাপারে হাসপাতাল আর ডাক্তারদের সহিৎ দীর্ঘ কথোপকথনে ব্যাপৃত থাকিতে হইতো। এই ভাবেই জীবনের চাকা ঢিমে তালে চলিতেছিল। একদিন আরলিন তার নিজের ক্ষমতায় আপনাকে জীবিত রাখার শক্তি হারাইয়া ফেলিল। জেসিকা যন্ত্রপাতির সাহায্যে আরলিনের প্রায় নির্বাপিত জীবন প্রদীপ অল্প দিনের জন্য হইলেও প্রজ্জ্বলিত রাখার আবেদন করিল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে। আরলিন তখন কোমাতে। হাসপাতালে আরলিনের যন্ত্র আচ্ছাদিত মুখখানির দিকে তাকাইয়া জেসিকা অশ্রু সংবরণ করিতে পারিত না। এই সামান্য সুখেও একদিন কালো মেঘের আবির্ভাব ঘটিল। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানাইলেন আরলিনের মস্তিষ্কের মৃত্যু ঘটিয়াছে, সে এখন ভেষজ পদার্থের সাথে তুলনীয় এবং যন্ত্রই তাহার শরীরটিকে জীবিত রাখিয়াছে। তাহাদের অভিমতে আরলিনকে এখন ঈশ্বরের ক্রোড়ে সমর্পনের সময় আসিয়াছে; এ জন্য জেসিকাকে এখন যন্ত্রপাতি স্তব্ধ করিবার অনুমতি দিতে হইবে। জেসিকার মাথায় যেন বাজ পড়িল-কি করিয়া সে নিজের ভগিনীর জীবন প্রদীপ নির্বাপনের অনুমতি দিবে! এইভাবে কয়েকদিন চলিয়া গেল—কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পীড়াপিড়ীতে তাহাকে একদিন হাসপাতালে যাইয়া যন্ত্রের বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ করিতে হইলো।

জেসিকার মনে ঝড় বহিয়া গেল। সে নিজেকে ক্ষমা করিতে পারিল না—মানসিক যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য সে মদ্যপান শুরু করিল; নেশা ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। এদিকে পশু চিকিৎসালয়ের কাজে গাফিলতি বাড়িয়াই চলিল। কর্তৃপক্ষ তাহাকে সহানুতি দেখাইলেও সে পশু পক্ষীর চিকিৎসায় মন দিতে অসমর্থ হইলো; বিশেষ করিয়া যখন তাহাকে অতীব রোগাক্রান্ত এবং বার্ধক্যের ভারে জর্জরিত কুকুর, বিড়ালদের প্রাণহরণের মাধ্যমে ক্লেশের উপশম করিবার সিদ্ধান্ত লইতে হইতো। নিজ হস্তে ভগিনীর প্রাণপ্রবাহী যন্ত্রপাতির বিদ্যুৎ স্তব্ধ করিবার পর এক মানসিক যন্ত্রণা তাহাকে ওই সমস্ত কাজ হইতে বিরত রাখিত।

জেসিকার মদ্যপানের মাত্রা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। পানগ্রস্থ অবস্থায় গাড়ি চালাইয়া কয়েকবার দুর্ঘটনার শিকার হইলো। রিচার্ডও পত্নির এহেন অবস্থায় মর্মাহত হইলো। গৃহিনীকে সে কয়েকজন মনঃস্তত্ত্বদিদের কাছে লইয়া গেল; কয়েকবার নেশা নিরাময়ের স্থানগুলিতে ভর্ত্তি করিল। কিছুতেই কিছু হইলো না। আপনার উপরে কোন সংযম না থাকার জন্য জেসিকা যত্রতত্র প্রাকৃতিক কর্ম সারিত; মাঝেমাঝেই তাহাকে রাস্তার ধারে বোতল হাতে বসিয়া থাকিতে দেখা যাইত। এক বিশ্বস্ত পতির মতো রিচার্ড সবকিছুই হাসিমুখে সহ্য করিত। কিন্তু এই সমস্ত শারীরিক পীড়ন ধীরেধীরে জেসিকাকে দুর্বল করিয়া ফেলিল—একদিন অন্তিম নিশ্বেশ আসিয়া জেসিকাকে সব যন্ত্রণা হইতে মুক্তি দিল।

এক পদাতিক; কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়

দীপ্ত চক্রবর্তী, নিউ ইয়র্ক

(পুর্বারম্ভ পুরোনো কাগজপত্র হাতড়াতে গিয়ে হঠাৎ ২০০৩ সালের জুলাই মাসে লেখা এই প্রবন্ধটা খুঁজে পেলাম, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু সংবাদ জানার অব্যবহিত পরে লিখে ফেলেছিলাম। এ যাবৎ অপ্রকাশিত। তাই ছাপানোর লোভ সামলাতে পারলাম না।)

নিউ ইয়র্ক-এর একটা ভারতীয় চ্যানেলে সকালবেলার দূরদর্শন সমাচারে দেখলাম সংবাদটা। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় চলে গেলেন। সাদা কাপড়ে ঢাকা শরীর। সেই

একমাথা ঝাঁকড়া বিস্রস্ত চুল—

শুধু চোখ বোঁজা, আর ঠিক বুকের উপর একটা ফুল—

আধফোঁটা, আর তখনি মনে পড়লো ওঁরই লেখা কবিতার পংক্তি

...'ফুলগুলো সরিয়ে দাও আমার লাগছে'...কিন্তু মৃত্যুর খবরে কবিতা আসে কি করে? আসলে যারা কবিতা ভালোবাসি, শব্দের খেলায় কি করে অনুভূতির শরীরপ্রাণ পায় দেখে বিহ্বল তাই বোধ হয় কবির প্রাণ আর কবিতার প্রাণে তফাৎ খুঁজে পাই না।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পরিচিতি ছিল তাঁর রাজনৈতিক আদর্শে। উনি নিয়েছিলেন একসময় কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় কর্মী, অনেক কবিতায় বামপন্থী ভাবের ছড়াছড়ি। তাই আমজনতার কাছে পরিচয় আটকে ছিল 'বিপ্লবী কবি' বলে। আর অবশেষে যখন রাজনীতির শিবির বদল করলেন, তখন তাঁর অনুরাগীরাই হলেন তাঁর বীতরাগী। তাঁর কবিতা বিপ্লবী জনগণের কবিতা থেকে এক ঝটিকায় হলো অপাংক্তেয়র কবিতা।

'ধর সুভাষ মুখুজ্জে রং বদলান। উনি কবি হলেন কোত্থেকে?' এটাই বোধহয় রাজনীতির অবদান। রাজনৈতিক শিবির বদলালেই মানুষটার কাজের মুল্যায়ন বদলে দেয়া হয়। কেননা তাঁর লেখার মুল্যায়ন হলো কোথায়? শুধু রাজনীতির ঠুলির ভেতর দিয়ে তাঁর লেখা বুঝবার অন্ধ অক্ষম প্রয়াস রয়ে গেলো।

কিন্তু সুভাষ বাংলাভাষায় যে অসাধারণ আঙ্গিক তৈরী করে গেলেন কোনো রাজনৈতিক তত্ত্বর 'ইজম' নিয়ে, কিংবা কোনো শিল্পতত্ত্বর ইজম নিয়ে তাকে ধরা যায় না। আর তার রস আস্বাদ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সুভাষ একটা অদ্ভুত চাঁছাছোলা কাঠখোট্টা ভাষায় লিখতেন, আর সেই ভাষার দরকার ছিল যে ধরণের মানুষদের বিষয়ে লিখতেন তাদের জীবনযাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে। এ যেন ইচ্ছে করে কমনীয় কাব্যভাষার তাচ্ছিল্য করা। আরও কমবয়সী সুকান্ত ভট্টাচার্য 'পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি' বলে যে কবিতার স্নিগ্ধতার উপর আঘাত করেছিলেন, সুভাষ তাকে আক্রমণ করেছিলেন অন্যভাবে—শুধু ভাষার বাঁধুনি পাল্টে, ছন্দর কারিকুরি দুমড়ে মুচড়ে। অথচ তা তৈরী করলো কবিতাই—অন্যভাবে অন্যরূপে।

কলকাতায় শুনলাম সুভাষ হলেন 'এন্টি রোমান্টিসিজম'' এর কবি। ওই যে ওনার লেখা ''মে-দিন-এর কবিতা''এ ছিল,

'প্রিয় ফুল খেলবার দিন নহে অদ্য / এসে গেছে ধ্বংসের বার্তা / দুর্যোগে পথ হয় হোক দুর্বোধ্য / চিনে নেবে যৌবন সত্তা''...কিন্তু এটা পুরোপুরি সত্যি নয়, উনি রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন, আর সেটাও উঠে এসেছিলো একরধরণের সূক্ষ্ম জীবনবোধ থেকে যা সব সার্থক কবি বা শিল্পীর মধ্যেই থাকে। ওনার লেখা সেই বিখ্যাত কবিতা—

'মিছিলের সেই মুখ'—

'আমাকে উজ্জীবিত করে সমুদ্রের একটি স্বপ্ন / মিছিলের সেই মুখ'। ওখানে কিন্তু এক প্রতিবাদীর দৃষ্টিকোণ থেকে উঠতে দেখি অন্য অবয়বের নিটোল প্রেম...

আর 'ফুল ফুটুক' এর সেই গলির কালোকুচ্ছিত আইবুড়ো মেয়েটা? গায়ে হলুদ দেয়া বিকেলে লাল কালিতে ছাপা হলদে চিঠির মতন আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে তার মনের বিয়ে করার বাসনার কথা? তার গায়েও তো প্রজাপতি এসে উড়ে বসে প্রেম নইলে কবিতা কোথায়?

বসন্ত কি ফুলের অপেক্ষা করে?...ওয়ার্ডসওয়ার্থ হয়তো তাকে অন্য ভাষায় অন্য ভঙ্গিতে প্রকাশ করতেন...যাকে বলে পোয়েটিক ডিকশন, কিন্তু সুভাষ নিজের আবিষ্কৃত এক অনবদ্য কাব্যভাষায় লিখেছেন। কোনো আইন মানেন নি।

সুভাষের লেখা সব সময়ই ছিল ভীষণ মাত্রায় জীবনমুখী। তাই রাজনৈতিক স্লোগানধর্মীয় বক্তব্য কখনো কবিতাকে ছাপিয়ে যায়নি।

'পালাবার পথে ধুলি ওড়ানোর দঙ্গলে ভাই / আমিও ছিলাম একজন আজ প্রাণপণে তাই / ভীরুতার মুখে লাথি মেরে লাল ঝাণ্ডা ওড়াই''...প্রতিবাদী মানুষ ও তার প্রয়াসটা তার ঝান্ডাকে ছাপানো। ওখানেই সুভাষের স্বাতন্ত্র—এটা রাজনৈতিক কর্মীর ভাষা নয়...এটা এক কবির ভাষা।

আর উনি খেলতে পারতেন শ্লেষ নিয়ে, প্রতীক নিয়ে...আচমকা আঘাত করতো পাঠকের মনকে তাঁর সেই কাঠখোট্টা ভাষায়। সেই যে আফ্রিকা কবিতাটা—

বৌমার রং কালো। রোজ বৌমার সাথে শাশুড়ির ঝগড়া। শেষে শাশুড়ি জানলেন বৌমা অন্তঃসত্ত্বা। বৌমা তার স্বামীকে চুপিচুপি বলছে সন্তান হলে তার নাম রাখবো আফ্রিকা। কালো মানুষরা কত প্রতিবাদ না করছে আজ। কোথায় শুরু আর কোথায় বা শেষ? ছিল আত্মানুসন্ধান আর সেই সঙ্গে শব্দের চাবুক...মনে পড়ছে ''মুখুয্যের সঙ্গে আলাপ 'কবিতা'...যাদের হাত আছে তাদের কাজ নেই / যাদের কাজ আছে তাদের ভাত নেই / যাদের ভাত আছে তাদের হাত নেই।' পংক্তিগুলো কেমন ভাবে নাড়া দিয়ে যায়।

অনেক বছর আগে প্রয়াত সাহিত্যিক সমরেশ বসুর সাথে আলাপ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। উনি বলেছিলেন কমিউনিস্ট পার্টি থেকে ওনার সরে আসার কথা। উনি একটা ছোট্ট গল্প লিখে (যতদূর মনে পড়ছে তার নাম স্বীকারোক্তি) পার্টির বিরাগভাজন হন। সমরেশ বলেছিলেন যে বুঝতে পারি সাহিত্যিক হিসেবে আমি মানুষের কথা, আমার অনুভূতির কথা স্বাধীনভাবে লিখতে পারি, কিন্তু কোনো পার্টির নির্দেশ মেনে লিখতে পারি না। সক্রিয় রাজনীতি ও পার্টির সাথে দীর্ঘদিন যুক্ত থাকার ফলেই হয়তো সুভাষের কপালে শেষ জীবনে দলত্যাগীর গঞ্জনা জুটেছে, তবু সুভাষের, কবিতা বেঁচে থাকবে তাঁর চাঁছাছোলা গদ্যঘেঁষা আঙ্গিকে—থাকবে মানুষের কথা আর অনুভূতির কথা নিয়ে, যা সব রাজনৈতিক মতাদর্শের পাঁচিল টপকে ঢুকে পড়ে সৃজনশীল শিল্প, সাহিত্য, কবিতার অঙ্গনে।

আজ থেকে বহু বছর আগে যখন নিজের শহর কলকাতা ছেড়েছিলাম সুভাষের লেখা আমার খুব প্রিয় একটা কবিতা মনে পড়তো 'আমি যত দূরেই যাই / আমার সঙ্গে থাকে / একটি নদীর নাম' অথচ যত সময় গিয়েছে ঘর থেকে প্রবাসের দূরত্ব আরও বেড়েছে, এখন দশহাজার মাইল দূরে থেকে জানলাম সুভাষ মুখোপাধ্যায় শুধুই স্মৃতি। তবু আমি যত দূরেই যাই। লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ আঁকা সেই উঠোনের স্মৃতি যেমন কোনোদিন মিলোয় না। তেমনি সুভাষের কবিতার পংক্তিগুলো আমাদের মতো হাজার হাজার পাঠকের ভালোবাসার স্মৃতিতে সবসময়ই শব্দময় হয়েই থাকবে। আসলে আমরা তো সকলেই পদাতিক।

(পুনশ্চ : সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে এক শোকাহত ভক্ত পাঠকের তাৎক্ষণিক অনুভূতিগুলো লিপিবদ্ধ করেছিলাম চৌদ্দ বছর আগে। তাই লেখাটার মধ্যে কোনো পরিবর্তন করার লোভ সংবরণ করেছি। কিন্তু কিছু প্রসঙ্গে উল্লেখ করি নি। আর গত এক দশকের উপর ধরে অনেক পরিবর্তন এসেছে বাংলা তথা গোটা পৃথিবীতে। সব মিলিয়ে

এরপর ২২ পাতায়

চা বনাম জল-বাতাসা, আমেরিকান কলোনী ও মহারাজ নন্দকুমার

রাহুল রায়

কোন বাঙ্গালীর বাড়ি গেলে কিছুক্ষণ বাদেই গৃহকর্ত্রী বা কর্তা থেকে অনুরোধ আসবেই—'একটু চা খাবেন তো?' সেই অনুরোধ ফেলা মুশকিল—'না, না, একটু চা না খেলে কি করে চলবে।' অসলে চা খাওয়ানো আতিথেয়তার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সুতরাং ইচ্ছে না থাকলেও চা খাওয়ার অনরোধ নাকচ করে দেওয়াটা প্রায় গৃহস্থকে অপমান করার মতো। অন্যভাবে বলতে হয় যে চা খাওয়ার নেশাটা বাঙ্গালীর সামাজিকতার সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ শ-তিনেক বছর আগেও অবিভক্ত বাংলা অর্থাৎ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সমগ্র অঞ্চলে বা ভারতবর্ষে চা'র কোন নামগন্ধ খুঁজে পাওয়া যায় না। অতিথি-আপ্যায়ন সে কালেও ছিল। আর সেই আপ্যায়নের অন্যতম অঙ্গ ছিল অতিথিকে জল ও গুড় বা বাতাসা খাওয়ার জন্য অনুরোধ করা। তা হলে জল ও গুড় বা বাতাসা চা-তে পরিবর্তন হল কি করে? অবিশ্বাস্য মনে হলেও সে কথা জানতে গেলে আমাদের পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরাতে হবে।

ব্রিটিশ রাজতন্ত্র বা মনার্কির সবচেয়ে বড় উপনিবেশ বা কলোনী ছিল ভারতবর্ষ—দ্য জুয়েল ইন দ্য ক্রাউন। কিন্তু ১৮৫৮ সালের অগে সেখানে বকলমে রাজত্ব চালাতো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী—এই শাসনকে বলা হত 'কোম্পানীর শাসন'। ভারতের পর ব্রিটিশ মনার্কির সবচেয়ে বড় কলোনী ছিল উত্তর আমেরিকা। যদিও আমেরিকান কলোনীতে যারা বসবাস করতো তারা ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে ভাষা, ধর্ম, চেহারা—এসব ব্যাপারে ছিল একেবারে এক, তাদের মধ্যে সম্পর্কটা কিন্তু ছিল শাসক আর শাসিতের। ভারতবর্ষের মতো আমেরিকান কলোনীতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ছিল রমরমে ব্যবসা, যদিও 'কোম্পানী' কোনদিন সেখানে রাজত্ব চালায় নি।

কিন্তু রাজত্ব না চালালে কি হয় লন্ডনের রাজা বা রাণি আর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সাথে ছিল গভীর লাগলি। সেটাই স্বাভাবিক, কারণ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শেয়ার-হোল্ডার বা অংশিদারদের সবাই ছিল লর্ড, ব্যারনে বা ব্রিটিশ নীল রক্তের অন্তর্গত লোক ও কিছু বড় ব্যবসায়ী। তাই আমেরিকান কলোনীতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ছিল একেবারে একচেটিয়া ব্যবসা। আর সেই ব্যবসার অন্যতম পণ্য ছিল 'চা'।

আমেরিকায় গিয়ে যারা প্রথম বাসা বেঁধেছিল তারা নতুন জায়গায় বসবাস শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে আসে তাদের নানা আমোদ-প্রমোদ ও অভ্যাসের উপকরণ। তার মধ্যে অন্যতম ছিল চা খাওয়া। আর কলোনীর সেই চায়ের যোগান দিত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। সেই চায়ের ওপরে একসাইস ডিউটি বা শুল্ক ছিল অত্যন্ত চড়া। তাই আমেরিকান কলোনীর লোকজন তাদের চায়ের নেশা মেটাতে চা কিনতে আরম্ভ করে চোরা-পথে, চড়া শুল্ক এড়াতে। অন্যদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর গুদামে চা জমতে থাকে পাহাড়-প্রমাণ।

কলোনীর লোকজনের এই ব্যবহার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আর তার পৃষ্ঠপোষক ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের একেবারে পছন্দ হয়নি। তাই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে ১৭৭৩ সালের মে মাসে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে চালু হয় 'টি অ্যাক্ট'। এই আইন অনুসারে অ্যামেরিকান কলোনীর চা-পায়ী লোকজনদের বাধ্য করা হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর চা কিনতে।

টী অ্যাক্ট চালু হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যে তিন জাহাজ-ভর্তি চা ইংল্যান্ড থেকে অ্যামেরিকার উত্তর-পূর্বে ম্যাসাচুসেটস প্রদেশের বস্টন শহরের বন্দরে নোঙ্গর করে। তাদের উদ্দেশ্য সেই জাহাজ-ভর্তি চা বস্টনে নামিয়ে তার দাম-সহ খালি জাহাজ ইংল্যান্ডে ফেরত যাওয়া। তার বদলে ১৭৭৩ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বেশ কিছু লোক-জন রেড ইন্ডিয়ান বা নেটিভ অ্যামেরিকানদের ছদ্মবেশ নিয়ে সেই বাক্স-বাক্স চা সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দেয়।

ব্রিটিশ শাসকবর্গ তাদের তাঁবে থাকা, তাদেরই কর দেওয়া লোকজনের এই আচরণ মোটেই ভালো চোখে দেখে নি। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এই 'চা বিদ্রোহ'-এর বিরুদ্ধে নানা দমন-মূলক আইন জারি করা হয়। কিন্তু শাসক ও শাসিতের এই আপাতঃ মামুলি সংঘর্ষ দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে সারা কলোনীতে। এই ঘটনাই অ্যামেরিকান স্বায়ত্বশাসনের দাবী ও স্বাধীনতার আন্দোলনে স্ফুলিঙ্গের কাজ করে।

এদিকে বস্টনের 'চা বিপ্লব'-এর ফলে ব্রিটিশ শাসক ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বিরাট ফাঁপরে পড়ে। বস্টনে যা চা নষ্ট হয়েছে তার অনেক বেশি কোম্পানীর গুদামে পচছে—তার কি ব্যবস্থা হবে! একটা কাল্পনিক কথোপকথন দিয়ে পরিস্থিতিটা বোঝানো যায়।

কঃ এই বিপুল পরিমানে চা-তো ইঁদুর আর পোকায় শেষ করছে। এগুলো নষ্ট হলে বিশাল লোকসান। অ্যামেরিকান কলোনীতে তো আর পাঠানো যায় না। তাহলে এগুলো কোথায় বেচা যায়?

খঃ কেন ইন্ডিয়াতে।

কঃ ইন্ডিয়াতে? সেখানে নেটিভদের তো চা খাওয়ার মত রীফাইন্ট টেইস্ট নেই!

খঃ নেইতো কি, সেই টেইস্ট তৈরী করাতে হবে।

কঃ টেইস্ট তৈরী করানো যায় না কি?

খঃ আরে, তাহলে আমরা ব্যবসা করছি কিসের জন্য!

কঃ তাছাড়া জল গরম করতে হবে, তাতে চা দিতে হবে, দুধ চাই—এসব আসবে কোথা থেকে?

খঃ আরে সব আসবে। এর জন্য চাই একটা বিরাট অ্যাডভারটাইসিং ক্যাম্পেন।

কঃ হু, আর সেই ক্যাম্পেনে আমাদের কে সাহায্য করবে?

খঃ কে আবার। খুঁজে বার করো ইন্ডিয়ার এখন গভর্নর কে। তাকে হাতে আনতে পারলে আমাদের আটকায় কে।

কঃ মিঃ ওয়ারেন হেস্টিংস।

খঃ আরে সেতো আমাদেরই লোক। তাহলে চলো ক্যালকাটা।

কঃ আরে ক্যালকাটা তো যাবো, কিন্তু আমাদের টী-লঞ্চিং-এর জন্য তো একটা বড় ইভেন্ট দরকার।

খঃ আরে সে আমরা ওখানে গিয়ে ঠিক কিছু খুঁজে পাবো। আই হার্ড সাম মাহারাজ ন্যান্ডোকুমার ইস গোয়িং টু বী হ্যাঙ্গড স্যুন ট্যু গো এগেনস্ট দ্য কোম্পানী। আই হিয়ার দ্য এন্টায়ার সিটি উইল বী দেয়ার ট্যু উইটনেস ইট। এর চেয়ে ভালো সময় আর কি হতে পারে।

কঃ টু। ক্যালকাটা হিয়ার উই কাম।

সতেরোশো পঁচাত্তর সালে পৃথিবীর দুই গোলার্ধের আপাতঃ সম্পর্ক-হীন দুটি ঘটনা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সতেরোশো তিয়াত্তরের 'চা বিদ্রোহ'-এর ফলশ্রুতি হিসাবে ১৭৭৫-এর এপ্রিল মাসে বস্টনের উত্তরে লেক্সিংটন-কনকর্ড শহরে অ্যামেরিকান বিপ্লবের শুরু হয় ও উত্তর অ্যামেরিকায় ব্রিটিশ শাসনের অবসানের ঘণ্টা বাজতে আরম্ভ করে।

পৃথিবীর অন্য প্রান্তে ভারতবর্ষের বুকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী মারফত ব্রিটিশ শাসনের থাবা ক্রমশঃ শক্ত হয়ে চেপে বসেছে। কোম্পানীর শাসকদের স্পর্ধাও দৌরাত্ম্যের ঘটনা উর্ধমুখী। তাদের আশা একদিন তারা নিষ্কণ্টকে ভারতের বুকে শাসন চালাতে পারবে। এর মধ্যে পলাশির যুদ্ধে মোগল ও মুসলমান রাজন্যদের দাঁত-নখ সব ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। আর হিন্দু রাজাদের তো মুসলমান শাসকরাই শেষ করেছে অনেক আগে। সুতরাং কোম্পানীর শাসনের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস কারোর নেই।

সতেরোশো চৌষট্টি সালে তখনকার বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংসকে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত করে গভর্নর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। আর সেই একই সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী মহারাজ নন্দকুমারকে বর্ধমান, নদীয়া ও হুগলী জেলার জন্য ট্যাক্স কালেক্টার বা দেওয়ান হিসাবে নিযুক্ত করে। এই দেওয়ানরাই ছিল সাধারণ লোকদের মেরে-কেটে, ঘরে আগুণ লাগিয়ে, বাড়ির বৌকে তুলে নিয়ে খাজনা আদায় করার ব্যাপারে কোম্পানীর মুখপাত্র। সুতরাং মহারাজ নন্দকুমারের যে দেশের লোকের জন্য প্রাণ কাঁদতো তা মনে করার কোন কারণ নেই। কিন্তু তিনি দেওয়ান হওয়ার পর জানতে পারেন যে আদায়ী রাজস্বের সিংহভাগ চলে যায় ইংল্যান্ডে, বাকিটা যায় ইন্ডিয়াতে কোম্পানীর লোকেদের পকেটে আর দেশের লোকেদের জন্য ছিটে-ফোঁটাও পড়ে থাকে না। তাই ১৭৭৩ সালে এই নিয়ে তিনি বাংলার সুপ্রিম কাউন্সিলের কাছে আবেদন করেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে তখন হেস্টিংসের বিচার চলছে, তাই কলকাতায় মহারাজ তাঁর আবেদন সমর্থন করা লোক পেয়ে যান সুপ্রিম কাউন্সিলে। ঘটনার পাকে-চক্রে মহারাজ নন্দকুমার হয়ে দাঁড়ান এক সম্পূর্ণ অভাবনীয় দেশপ্রেমী বা মোস্ট আনলাইকলী পেট্রিয়ট।

ইতিমধ্যেই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ওয়ারেন হেস্টিংস বেকসুর খালাস পেয়ে বাংলা প্রেসিডেন্সীর গভর্নর জেনারেল হিসাবে আবর নিযুক্ত হয়েছেন। মহারাজার সুপ্রিম কাউন্সিলের কাছে আবেদন হেস্টিংসের মনে প্রতিহিংসার আগুণ জ্বালিয়ে দেয়—যার জন্য খাই, যার জন্য পরি—তারই উপড়াতে চাই দাড়ি! মিঃ হেস্টিংস কাউন্টার চার্জ আনেন যে মহারাজা আবেদনের স্বপক্ষে যে সব কাগজপত্র পেশ করেছেন তা সব জাল। মহারাজের বিরুদ্ধে এই মামলা লড়তে গিয়ে নিয়ে তিনি পেয়ে যান এক বিশেষ বন্ধুকে—তিনি বেঙ্গল সুপ্রিম কোর্টের প্রথম চীফ জাস্টিস, মিঃ ইলাইজা ইম্পে। প্রধানতঃ মিঃ ইম্পের সাহায্যেই মহারাজার বিরুদ্ধে জালিয়াতির স্বপক্ষে রায় বেরোয় ও শাস্তি হিসাবে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির হুকুম হয়। ভারতবর্ষে কোম্পানীর ইতিহাসে এই ঘটনা একেবারে প্রথম।

সতেরোশো পঁচাত্তর সালের পাঁচই অগাস্ট সারা কলকাতা ভেঙ্গে পড়েছে মহরাজ নন্দকুমারের ফাঁসি দেখতে। বধ্যভূমির চার দিক গোরা পলটন ঘিরে রেখেছে যাতে সেখানে কোনো মাছিও ঢুকতে না পারে। তার পরেই শ্রেণির পর শ্রেণি চেয়ার পাতা। সেখানে বসে আছেন গভর্নর জেনারাল মিঃ হেস্টিংস, চীফ জাস্টিস মিঃ ইএম্প ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর স্যুট-বুট পরা নানান লোক। সেখানে রয়েছে তাদের স্ত্রীরা। তারাও সেজে-গুজে ছুটির মেজাজে এসেছে। অগাস্টের সূর্যের রোদ এড়াতে তাদের হাতে সুদৃশ্য ছাতা। ইংরাজী কথার গুঞ্জন উঠছে। এদের ঠিক পিছনর শ্রেণিতেই রয়েছেন কিছু বাঙ্গালী রায়-বাহাদুর, রাজা সম্প্রদায়ের লোক। তারা মহারাজা নন্দকুমারের ব্যবহারে অত্যন্ত লজ্জিত। তাই তার চরম সাজা উপভোগ করতে তাঁরাও এসেছেন, যাতে ভবিষ্যাতে অন্য কোন নেটিভ এই কাজ করার সাহস না পায়। তাঁদের সঙ্গে আছে আবার কিছু মোসাহেব। তারা তাদের মনিবদের সুখ-আরমের ব্যবস্থা করতে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে। আর সবায়ের পিছনে খোলা মাঠ। সেখানে কাতারে-কাতারে সাধারণ লোক এসেছে তাদেরই একজনের ফাঁসি দেখতে।

দিনটা ভারি সুন্দর। রোদে ভেসে যাচ্ছে। চারদিকে একেবারে মেলার আবহাওয়া। এই সুযোগে নানান ব্যবসায়ী এসেছে দু-পয়সা রোজগারের আশায়। তারা মাঠের ঘাসের ওপর চাদর বিছিয়ে তাদের জিনিসপত্র বিছিয়ে রেখেছে। কোথায় বিক্রি হছে পুঁতির মালা, কোথাও হার-দুল, কোথাও আবার মাটির পুতুল। কোথাও আবার টং-টঙ্গা-টং ঘণ্টা আর কাঁসি বাজিয়ে সং-এর নাচ হচ্ছে। কোথাও হচ্ছে কথকতা।

ফাঁসি-কাঠটা বেশ একটু উঁচুতে—যাতে সবাই ঝুলন্ত অপরাধীকে দেখতে পায়। জানতে পারে কোম্পানীর শাসনেক বিরুদ্ধে যাওয়ার এই ফল। তা ছাড়া আর একটা জায়গা কারোর চোখ এড়ানো মুশকিল। সেটা হল একটা মস্ত তাঁবু—মাঠের অন্ত্য পাশে। সেখানে বড়-বড় করে বাংলায় লেখা বিজ্ঞাপন—এখানে বিনা মুল্যে চা পাওয়া যায়। এটা পড়ে কিছু লোক হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে আছে—তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে—'চা আবার কি। একজন অন্যজনের গা ঠেলাঠেলি করছে—চল না, দেখি চা-টা আবার কি বস্তু।

তাঁবুর এক পাশে উঁচু করে দাঁড় করানো বড় বড় অনেক কাঠের বাক্স। তাদের গায়ে ইংরেজীতে বড় অক্ষরে লেখা টী। অন্যদিকে একটা মস্ত উনুনে গনগনে আগুণ আর তার ওপরে একটা মস্ত গামলায় জল ফুটছে। একটা চেঙ্গা-পানান লোক তারস্বরে চেঁচাচ্ছে—চা নিয়ে যান, চা নিয়ে যান। আর জলটা ফুটে উঠলেই পাশে রাখা একটা গামলায় ঢেলে কালচে বাদামী রঙ্গের গুঁড়ো-গুঁড়ো কি একটা তাতে ঢেলে দিচ্ছে। আর একটা লোক একটা ছাঁকনিতে সেটা ঢেলে একটা বাদামী রঙ্গের তরল সার-সার সাজানো মাটির ভাঁড়ে ঢেলে দিচ্ছে, আর তার মধ্যে দিচ্ছে একটু দুধ, আর কয়েক চামচ চিনি। ভাঁড়ে তরলটা নেড়ে দিয়েই তারস্বরে চেঁচাচ্ছে—চলে আসুন, চলে আসুন—চা খান সাহেবদের মতো। একেবারে মাগনায়। কোম্পানীর এক সাহেব এইসবের রক্ষণাবেক্ষণ করছে।

সেই তাঁবুর সামনে কতোগুলো লোক হুস-হুস করে ভাঁড়ে চুমুক দিচ্ছে অর উত্তেজিতভাবে পাশে দাঁড়ানো লোকদের বলছে—খেয়ে দেখ, মাইরী, কি ভালো। সাধে কি সাহেবরা এটা রোজ খায়। আরে এই জন্যই তো ওরা এতো ফর্সা। আমাদের মতো কালো-কুচ্ছিত নয়। আর এক লোক আর একজনকে বলছে—আরে, আমাদের পঞ্চা এক সাহেবের বাড়ি কাজ করে। ও বলে সাহেব-মেমের সক্কালে উঠেই চাই। একদিন একটু দেরী হয়েছিল বলে চাবুক খেতে হয়েচিল কয়েক ঘা।

আর একজন বলছে—কি মজারে রে। সাধে কি একানে এয়েছি। ফাঁসি দেখা হবে, আবার মাগনায়-মাগনায় চাও খাওয়া হবে।

এই ফাঁসির মেলায় শিবের সং-ও এসেছে। মুখে রং মেখে শিব আর নন্দী-ভৃঙ্গি সাগরেদরা নেচে-নেচে শিবের গাজন গাইছে। তাদের সামনে কিছু লোক হাঁ করে দাঁড়িয়ে তাই দেখছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি ভিড় আর একদল সং-এর সামনে। তাদের গায়ে বিচিত্র জমকালো সাজ, মাথায় লম্বা টুপি। তারা মুখের কাছে চোঙ্গা লাগিয়ে তারস্বরে নানারকম ছড়া কাটছে। একজন বলছে—

এসো, এসো ভাইসব
চলে, এসো ভাইসব
চলে এসো এইখানে
এয়েছে কোম্পানীর রাজ
মজা করো প্রাণপণে।

নাচতে নাচতে একপাক ঘুরি নিয়ে সে আবার ধরছে—

দয়ার শরীল তাদের
পেন্নাম হই ঘুরে ঘুরে
এয়েছে কোম্পানীর রাজ
নাচি-গাই ঘুরে-ঘুরে।

আর একজন গান ধরেছে ঢপ কীর্তনের সঙ্গে

সখিগো—
থেকোনা, থেকোনা, দুরে সরে—
চা পাবে মাগনায়
কোম্পানীর পয়সায়
খেয়ে নাও, খেয়ে নাও প্রাণভরে।
সখিগো—

আর একজন ধরেছে দেহতত্ত্বের খেউড়—

চা খাও ঢুকু-ঢুকু
নেশা হবে একটুকু।
যেমন মাগের বদন ধরে—
মধু খাওয়া মন ভরে—
খেয়ে লাও, খেয়ে লাও
চায়ে আছে সবটুকু।

এদের সামনে বেশ কিছু লোক হাঁ করে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে আর হাততালি দিচ্ছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার সাহস করে এগিয়ে গিয়ে চায়ের ভাঁড় তুলে সুড়ুৎ-সুড়ুৎ করে চুমুক দিচ্ছে, আর আহাঃ, আহাঃ করছে। অন্যদিকে যে মহারাজের ফাঁসির যোগাড়-মন্তর সব শেষ, সে ব্যাপারে কারোর কোন হুঁস নেই।

এরপর ২৩ পাতায়

CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL

NOTICE OF GENERAL ELECTION

9/10/17

FOR OFFICE BEARERS OF EXECUTIVE COMMITTEE FOR THE SESSION OF JANUARY 1, 2018 TO DECEMBER 31, 2019

Three (3) Vice Presidents, One (1) Secretary, One (1) Assistant Secretary, One (1) Treasurer & Four (4) Committee Members

Three (3) Board of Trustees Members for a period of six (6) years.

Interested Members who are Citizen or permanent resident of USA, may file the nomination form (given below) to be a candidate for any of the above-specified positions to contest the election with the election fee of US $500.00. Please provide the following information:

NOMINATION FORM

1) Name and Address:

____

____

2) Telephone number:

____

3) Intended position (one position only) :

____

4) Signature (must be verifiable by government-issued identification card) :

____

MANDATORY nomination fee: Candidate must pay a fee of $500 by check or money order, payable to Cultural Association of Bengal, with his/her candidacy application. This fee will be refunded to candidate who will receive more than 25% of the total votes.

Nomination paper must be mailed on or before October 21, 2017, 11:59 PM (EST) to : Mr. Swapan Bandyopadhyay at 54 Dusk Drive, New Rochelle, NY 10804.

<u>ELECTION COMMISSIONERS:</u>

Mr. Anit Maitra: (914-584-1729) & anit.maitra@gmail.com

Mr. Swapan Bandyopadhyay (917-822-1040) & sbandyopadhyay@verizon.net

GREAT ASSEMBLY IN NEW YORK

OCTOBER 6, FRIDAY

A Golden Chance to Meet, Listen, Talk & Dine with Celebrated Leaders; don't miss it!

KEYNOTE SPEAKER: **DR. SUBRAMANIAN SWAMY, MP**

India's Nationalist Trailblazer; He Sets The Agenda; Changes The Narratives

CHIEF GUEST: **PROF. TATHAGATA ROY**

Governor of Tripura, Erudite Author

DISTINGUISHED SPEAKER: **SREE BIJOY KRISHNA NATH**

Editor In Chief, Jugasankha Group of Dailies, Published from 4 Cities

PROF. TATHAGATA ROY

DR. SUBRAMANIAN SWAMY, MP

SREE BIJOY KRISHNA NATH

and Other Great Speakers from India and USA on:

OCTOBER 6, 2017, FRIDAY, 4 PM - 9 PM

RAJDHANI RESTAURANT

206-10 Hillside Avenue, Queens Village, New York, Tel: 516-366-9262

(At Francis Lewis Blvd Crossing, 5 Mins by Bus, Q 36, Q 43 From "F" train 179 St. Station)

PARTICIPATE and CELEBRATE THE

22nd HINDU UNITY DAY, NEW YORK

LIMITED SEATING, COZY SETTING Seating in Preferential Table $250 $100
Seating in Regular Table $50 $20. Refreshments, Dinner Included

Immediate Advance booking by email / www.HinduUnityDay.org suggested

ARISH K SAHANI
Cell :646 644 2139
Tel: 718 271 1906
ArishSahani@gmail.com

PABITRA CHAUDHURI
718 688 9537
pchow26@gmail.com

ORGANISED BY: INDIAN AMERICAN INTELLECTUALS FORUM Inc.

38th North American Bengali Conference

NABC 2018 Registration

1. DONOR REGISTRATION Benefits: Premium seating; Hotel - 3 Nights Hotel. 10% discount available until October 31st.

Registration Category	Type	Registration Fees
Click here Donor	INDIVIDUAL	$2,000
	COUPLE with 2 Children*	$2,000 (2 Adults) + $400 per extra adult
	COUPLE with more than 2 Children aged between 5 years and 18 years	$2,000 (2 Adults and 2 Children) + $100 per extra child + $400 per extra adult

Benefits

- *Included up to 2 Adults and 2 Children*
- *Names recognized on the website*
- *Complimentary 3 nights one hotel room (king bed/ double queen bed) at Sheraton / Claridge based on availability.*
- *Premium seating between 6-10 rows.*
- *Complimentary dinner coupons for Fri, Sat & Sun with special seating arrangement in dining area.*

2. BENEFACTOR REGISTRATION: Benefits: Preferred seating; Hotel - 1 Night hotel included. Other nights can be purchased upon request. Hotel booking is based on availability. 10% discount available until October 31st

Registration Category	Type	Registration Fees
Click here Benefactor	INDIVIDUAL	$1,000
	COUPLE with NO Children aged between 5 years and 18 years	$1,000 (2 Adults) + $225 per extra adult
	COUPLE with Children aged between 5 years and 18 years*	$1,000 (2 Adults and 2 Children) + $75 per extra child + $225 per extra adult

Benefits

- Couple with children includes 2 Adults and 2 Children between the age of 5 years and 18 years.
- Complimentary 1 night one hotel room (king bed/ double bed) at Sheraton / Claridge or suites at Baymont suites based on availability
- Preferred seating between row 11 - 20 row.

3. STANDARD REGISTRATION: Rates as follows. Hotel is not included - may be purchased based on availability. 10% discount available until October 31st.

Registration Category	Type	Registration Fees
Click here Standard	STUDENT	$100
	INDIVIDUAL	$125
	COUPLE with NO Children aged between 5 years and 18 years	$250 (2 Adults) + $125 per extra adult
		$250 (2 Adults) + $50 per extra child + $125 per extra adult

- *Couple with children includes 2 Adults and 2 Children between the age of 5 years and 18 years.*

ছন্দ পতন

১৫ পাতার পর

শিবাজকে ভুল বোঝার জন্যে। নিজের সন্দিহান মনের জন্যে। শায়নি বলে, আচ্ছা, তোমার মনে হয় না তুমি আমাকে 'নতুন' করে দিয়েছো। এখন বেশী কথা বলতে হয়, বেশী এদিক ওদিক যেতে হয়, তাড়াহুড়োটা অনেক বেশী করি। তোমার নিস্তেজতা আমাকে অনেক মুখেখাড়া ও সতেজ করে দিয়েছে।' পথ যেতে যেতে কবে যে সেই শিমুলতলায় চলে এসেছে—দু'জনের কেউ তা খেয়াল করেনি। শিমুল গাছ ঘেঁসে দু'জনে বসে পড়লো। সামনে শিশির ভেজা ঘাসে এক মিলোন্মুখ কপোত-দম্পতি চক্রাকারে ঘুর ঘুর করছে। শায়নি আবার বলে, 'বলো তো, আমাকে এরকম নতুনভাবে দেখতে তোমার খারাপ লাগবে না তো? তাছাড়া তোমার এই 'নতুনত্বে' তোমার প্রতিক্রিয়াই বা কি?' শিবাজ বলে, 'হাল্কা হাওয়া মাঝে মাঝে ধমকা হয়ে উঠে চারপাশের পরিস্থিতিতে, পরে আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়। তোমার নতুন জীবনও তাই। মানুষ অভ্যস্ত পারদর্শী, তুমিও হবে তাই। জানো শায়নি, নীরবতার মধ্যে আমি খুঁজে পাই শক্তি ও মুক্তি। কোলাহল ছাড়লে যেনো মনের অন্য দিগন্তে পৌঁছতে পারি যেখানে নিজের অনুভূতি ও উপলব্ধিও লোকে অন্তরঙ্গভাবে উপভোগ করতে পারে, নিজের সত্যিকারের সত্তা বা আর চারপাশের সুপ্ত শক্তির সাথে একটা যোগসূত্র গড়ে তুলতে পারি। নিস্তব্ধতার একটা অনন্য পরিবেশ আছে : গতি শ্লথ, অবাধ বিচরণ, অনন্ত অবকাশ, শান্ত স্বভাব; বিক্ষুব্ধতা নেই—নেই কোনো প্রতিবাদী। সীমাহীন দূরের আকাশটা যেমন মিশে মিশে কোথাও মিশছে না—এখানটায় সেরকম সমীক্ষাহীন অসীম বিচরণের অবাধ মুক্তি।'

শিবাজ শায়নির একখানা হাত তুলে নেয়, শায়নি শিবাজের চোখে চোখ রাখে। মিলন শেষে কপোত-দম্পতি পাখা মেলে উড়ে গেলো মুক্ত আকাশের একান্ত নিস্তব্ধ শূন্যতায়।

স্ট্রীট চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনাল

অলোলিকা মুখোপাধ্যায়

কোলকাতার আর শহরতলি অঞ্চলের পথশিশুদের দারিদ্র্য, অশিক্ষা দুঃখ, দুর্দশা একসময় নিউইয়র্কেও যে সহৃদয় মানুষটিকে এক

মহৎ পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর প্রেরণা দিয়েছিল, তিনি ছিলেন আমাদের অনেকেরই পরিচিত ডঃ তপন সরকার। ১৯৮৭ সালে প্রধানতঃ তাঁরই উদ্যোগে এবং আরো কিছু সমমনস্ক বাঙ্গালী পরিবারের যৌথ প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছিল পথশিশুদের জন্য মানবিক প্রতিষ্ঠান—স্ট্রীট চিলড্রেন ইন্টারন্যাশন্যাল (এস.সি.আই)। এর উদ্দেশ্য ছিল—পশ্চিমবঙ্গের পথশিশুদের জন্য সরাসরি আর্থিক সহায়তার পরিবর্তে, তাদের প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ দিয়ে ক্রমশ ভবিষ্যতে স্বনির্ভর হতে সাহায্য করা।

শুধুমাত্র চাঁদার ওপর নির্ভর করেই শুরু হয়েছিল কয়েকটি 'পেভমেন্ট স্কুল' খোলার কাজ। কোলকাতার কিছু দরিদ্র প্রধান এলাকায় সকালে ও দুপুরে দুই ভাগে ক্লাস চালু হলো। ছাত্রছাত্রীদের অক্ষর পরিচয়, লিখতে শেখানো, অঙ্ক শেখানোর জন্যে কয়েকজন কর্মহীন শিক্ষক শিক্ষিকাকে স্বল্প পারিশ্রমিক দিয়ে নিযুক্ত করা হলো। এছাড়াও এস.সি.আই থেকে ছাত্রছাত্রীদের জন্যে প্রতিদিন জলখাবারের ব্যবস্থা হলো। লেখাপড়া শেখার ইচ্ছে, আগ্রহ যতো না থাক, ফুটপথের ক্ষুধার্ত অপুষ্ট ছোটি ছেলে মেয়েদের কাছে ঐ পুষ্টিকর 'টিফিনের'ও প্রয়োজন ছিল।

গত ত্রিশ বছরে এস.সি.আই-এর সাহায্যে প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গ এবং গুজরাটে দশটিরও বেশী "পেভমেন্ট স্কুল" খোলা হয়েছে। স্ট্রীট চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনাল ১৯৮৭ সালে সেক্যিউলার, নন-প্রফিট চিলড্রেনস চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশন হিসাবে নিউইয়র্কে স্থাপিত হলেও, আমেরিকায় এবং পশ্চিমবঙ্গ ও গুজরাটে এর সদস্য সংখ্যাও তাঁদের আর্থিক অনুদানের ফলে কর্মসূচীগুলি বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে।

প্রথমবছর থেকেই ফান্ড-রেইজিং উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হতো। আগামী ১৭ই সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠানের ত্রিশ বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে নিউইয়র্কের হিকসভিল্ শহরে এমন একটি অনুষ্ঠান হবে। সংগৃহীত অর্থ থেকে এভাবেই প্রতিষ্ঠানের কাজ চলছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা যথেষ্ট নয়। এই সমস্যার সম্মুখীন হয়ে একসময় এস.আই.এ আরো কোনো কোনো সমাজকল্যাণমূলক সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এক্ষেত্রে বিশেষ সাহায্য পাওয়া গেছে ব্যারাকপুরের রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন থেকে। স্বামী নিত্যানন্দ পরিচালিত ঐ আশ্রমে অনাথ ছেলে মেয়ে ও নিতান্ত দুঃস্থ মহিলাদের থাকা, খাওয়া, শিক্ষা এবং কয়েকটি উপার্জনমূলক জীবিকার ট্রেনিং দেওয়া হয়। ঐ আশ্রমেই ১২ জন পথশিশুকে আশ্রয় দিয়ে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত লেখাপড়া ও ভোকেশন্যাল ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঐ ১২ জনের প্রতিপালন ও শিক্ষার খরচ দিচ্ছে এস.সি.আই।

অন্যদিকে 'পেভমেন্ট স্কুল' সাহায্য করছে পথশিশুদের নিরক্ষরতা দূর করে তাদের সরকারী প্রাইমারী স্কুলে ভর্তির জন্য শিক্ষা দিতে। এখন প্রায় আটশোজনের কাছাকাছি ছোটি ছেলেমেয়েদের এস.সি.আই থেকে পেভমেন্ট স্কুলে পড়ানো এবং জলখাবারের খরচ দেওয়া হয়। এঁদের মধ্যে কিছু ছাত্রছাত্রীদের থাকার বন্দোবস্তও করা হয়েছে। পথশিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নতির প্রয়োজনে পুষ্টিকর টিফিন দেওয়া হয়।

এস.সি.আই ক্রমশ অন্যান্য যে সব সংস্থাকে আর্থিক অনুদান পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তার মধ্যে আছে—শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী, দৃষ্টি ও শ্রমশক্তিহীন শিশু ও কিশোর/কিশোরীদের জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠান। মূক ও বধির শিশুদের একটি বোর্ডিং হাউসে এস.সি.আই-এর সহায়তায় সোলার পাওয়ার সীসটেম চালু হয়েছে। ফলে ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সমস্যা দূর হয়েছে।

যেহেতু এটি আন্তর্জাতিক মানবিক সংগঠন, সে কারণে আমেরিকার বিভিন্ন শহরেও দুর্গতদের যথাসাধ্য সাহায্য করা হয়। নিউইয়র্কে মাদার জেল এইচ আই ভি পজিটিভি শিশুদের জন্য 'জেল হাউস' নামে যে শেলটার স্থাপন করেছিলেন, স্ট্রীট চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনাল সেখানে নিয়মিত ভাবে খাবার, জামকাপড়, খেলনাপত্র দেওয়া ছাড়াও অর্থ সাহায্য করে গেছে। লুইসিয়ানায়, হারিকেন ক্যাট্রিনার বিপর্যয়ের পরে নিউ অলিয়েন্সে, গরীব এলাকার স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য অর্থ এবং কোথাও কম্পিউটার দেওয়া হয়েছে। এখনও সেখানে কয়েকটি স্কুল ও লাইব্রেরীতে অর্থ পাঠানো হয়।

স্ট্রীট চিলড্রেন ইন্টারন্যাশন্যালের ত্রিশ বছর পূর্তি উপলক্ষেও এই লেখাটির জন্য আমাকে কিছু তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন ডঃ মায়া সরকার ও সংস্থার সক্রিয় সদস্য ইলা দাস।

তিন যুগ আগে প্রতিষ্ঠিত একটি ছোটি সংস্থার প্রসার ও সাফল্যের সঙ্গে জড়িত আছেন স্থানীয় কিছু অভিবাসী ভারতীয় পরিবার। যাঁদের অকৃপণ দান ও পরিশ্রমের ফলে দরিদ্র নিরক্ষর পথশিশুদের জীবনে শিক্ষা, নিরাপত্তা ও ভবিষ্যতে স্বনির্ভর হয়ে ওঠার পথ প্রশস্ত হয়েছে।

Planning a Wedding, Anniversary, Birthday Party or Celebrating a Special Occasion?

Consider

Tagore Hall at Ananda Mandir!

This beautiful new facility can meet all your party needs:
Seating capacity, dance floor, well equipped stage, ample parking

***

For information on rental availability and charges
contact the managing agents:

Maureen: (732) 492-5580 or Troy: (732) 343-0082
Email: momonev@aol.com

রোগীর সঙ্গে ব্যাবহারের পাঠ চাই ডাক্তারদের

কাজটা যখন ডাক্তারি, শারীরবিজ্ঞান আর রসায়ন-প্রযুক্তি নিয়ে নিরবচ্ছিন্ন চর্চা তো চাই-ই চাই। সেই সঙ্গে দরকার চিকিৎসকের পেশার সামাজিক দায়দায়িত্ব এবং পেশার নৈতিকতা নিয়ে নিরন্তর অনুশীলনও।

মেডিকো-লিগ্যাল বিষয়ে রবিবার একটি আলোচনাচক্রে চিকিৎসা পেশা সম্পর্কে উঠে এল এই মতামত। চিকিৎসকদের সংগঠন 'স্পাইনাল কড সোসাইটি ওয়েস্টবেঙ্গল' আয়োজিত ওই আলোচনা সভায় চিকিৎসকদের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বেশ কিছু আইনজ্ঞ এবং প্রাক্তন বিচারপতি।

সাম্প্রতিক বেশ কয়েকটি ঘটনা রোগী-চিকিৎসক সম্পর্কের অবনতির দিকে আঙুল তুলছে। শহর হোক বা মফস্সল, হাসপাতাল ও নার্সিংহোমে রোগী এবং তাঁদের পরিজনেরা নাকাল তো হচ্ছেনই। অনেক ক্ষেত্রে হেনস্থার শিকার হতে হচ্ছে চিকিৎসকদেরও। এই পরিস্থিতিতে নিজেদের সামাজিক দায়দায়িত্বের ব্যাপারে চিকিৎসকদের নতুন করে ভাবনাচিন্তার সময় এসেছে বলে মন্তব্য করেন অধিকাংশ বক্তা।

এ দিনের সভায় বিভিন্ন আলোচক জানান, চিকিৎসকের পেশাটাই এমন যে, নিত্যদিন বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের সঙ্গে সম্মুখীন হতে হয় এবং সেই সূত্রেই বিচিত্র পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়াটা প্রায় অবধারিত। এই বিষয়ে চিকিৎসকেরা ছাত্রাবস্থা থেকে অবগত থাকলে যে-কোনও পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া সহজ হয়। রোগীকে তাঁর অসুখের কথা কী ভাবে জানাতে হবে, রোগীর পরিজনদের কী বলবেন, বিশেষত কোনও অস্ত্রোপচার এবং তার ঝুঁকি সম্পর্কে রোগীর পরিবারকে কতটা মোলায়েম সুরে অবহিত করানো যাবে — এই সমস্ত বিষয়েই প্রশিক্ষণ দরকার।

রোগী ও চিকিৎসকের মধ্যে আন্তরিক যোগাযোগের অভাবটাই পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতির মূল কারণ বলে মনে করছেন চিকিৎসকদের একাংশ। তাঁদের মতে, যোগাযোগের ক্ষেত্রে দু'পক্ষের মধ্যে কোথাও একটা ঘাটতি থেকেই যাচ্ছে। রোগীর চিকিৎসা করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এবং তাঁর পরিজনদের মানসিক পরিস্থিতি ঠিক কী ভাবে, কতটা সহমর্মিতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করা দরকার, সেটাও শিখতে হবে চিকিৎসকদের। লোকব্যবহার যেমন শিক্ষণীয়, চিকিৎসদের ক্ষেত্রে রোগী-ব্যবহারও তা-ই। আয়োজক সংগঠনের সম্পাদক চিকিৎসক মৌলিমাধব ঘটক বলেন, "চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা পেশা সম্পর্কেও পড়ুয়াদের জানানো জরুরি। এই পেশার সঙ্গে নৈতিকতার সম্পর্ক কতটা, সেটা উপলব্ধি করতে না- পারলে সমস্যা বাড়বে। শুধু রোগীর আত্মীয়পরিজনের দিকে আঙুল তুললেই পরিস্থিতি বদলে যাবে না। নিজেদের কাজ এবং নিজেদের দায়বদ্ধতা নিয়েও চিকিৎসকদের নিয়মিত আলোচনা করা জরুরি।"

রাজ্য সরকারের নতুন 'ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্ট অ্যাক্ট' নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে টানাপড়েন চলছে। রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের সদস্য-চিকিৎসক রাজেন পাণ্ডে এ দিনের সভায় জানান, চিকিৎসকেরা তাঁদের পেশাগত দায়বদ্ধতার শর্ত নিষ্ঠাভরে পালন করলে কোনও আইনই কর্মক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করতে পারবে না। চিকিৎসকদের প্রতি তাঁর আশ্বাস, গাফিলতির কোনও অভিযোগ উঠলে কাউন্সিলের নিয়ম অনুযায়ী সবটা খতিয়ে দেখে তবেই সিদ্ধান্তনেওয়া হয়। চিকিৎসকদের যেমন সম্মানের সঙ্গে কাজ করার অধিকার আছে, একই ভাবে যে-কোনও নাগরিকের পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করার অধিকার আছে। তাই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের কার হলে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। তদন্তে সব দিক থেকে সহযোগিতা করাই উচিত। "যে-কোনও পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া দেওয়ার পরিবর্তে কী ভাবে পরিস্থিতিকে সহজ করা যায়, সেই চেষ্টা করাই ভাল," বলেন পাণ্ডে।

রাজেনবাবুর সঙ্গে সহমত প্রাক্তন বিচারপতি চামেলি মজুমদার। তাঁর বক্তব্য, দেশের আইন ব্যবস্থার উপরে সকলের ভরসা থাকা জরুরি। প্রত্যেক নাগরিকের সমান অধিকার রয়েছে। তাই যে-কোনও নাগরিক অভিযোগ করতেই পারেন। "তবে অভিযোগ করা আর দোষ প্রমাণের মধ্যে পার্থক্য আছে" বলেন চামেলিদেবী।

রোগী ও চিকিৎসকের সম্পর্ক যে-দিকে যাচ্ছে, সেটা খুব চিন্তার বিষয় বলে মনে করেন প্রাক্তন বিচারপতি প্রতাপকুমার রায়। "চিকিৎসকদের উপরে ভরসা রাখতে হবে। কারণ, কোনও চিকিৎসকই ইচ্ছাকৃত ভাবে রোগীকে মেরে ফেলেন না। চিকিৎসকদের উপরে ভরসা নষ্ট হয়ে গেলে সামাজিক অবস্থা আরও খ রাপ হতে পারে," বলেন প্রতাপবাবু।

—সৌজন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা (২১/৮/১৭)

এবার পূজোতে

অরুন্ধতী সরখেল

'দেখতে দেখতে পুজো এসে গেলো। সাজগোজের খবর তো দিতেই হবে। এবারের শাড়ীতে ৩টে রঙ দিয়ে Geometry Print বেশ popular বেশ আরামদায়ক হালকা সিল্কের তৈরী। সব বয়সেই পরা যায়। এর সঙ্গে একহাতে রঙিন বালা ও মুখের সাইজ অনুযায়ী লম্বা দুল। কামিজের ডিজাইন অনেকটা কলার দেওয়া লম্বা টি-শার্টের মতো। এর সঙ্গে ধোতি Style প্যান্ট, Straight প্যান্ট মন্দ লাগে না। থ্রি-কোয়ার্টার হাতা কলার দেওয়া ব্লাউজ বেশ জনপ্রিয়। দ্বিতীয় প্রজন্মের জন্য শাড়ী ড্রেস ও বিভিন্ন রঙ দেওয়া চুল যেটা এদেশে বছর দু-এক ধরে চোখে পড়ছে। লাল-সাদা কম্বিনেশন সবসময় সুন্দর এর সঙ্গে নানা ধরনের fake বিনুনী (বেলফুল জড়ানো বাঙ্গালীদের বেশী পছন্দ)। ও বড় বেশ খোলে।

রান্নাতে নতুনত্বে

এবারে সাদা চালের বদলে কিউয়া, ফারো (ফাইবার ও প্রোটিন যুক্ত Whole grain) দিয়ে পায়েস মন্দ হয় না। পাঁচ মেশালী যে কোনো তরকারীতে কেল বা বাকটয় ব্যবহার করা যায়। blue berry iy strawberry দিয়ে চাটনী। প্রতিটি উপাদানে anti oxident। vitamin আছে উপরি পাওয়া fibre ও লো ক্যালোরি।

শরৎ আসে

শরৎ আসে
পদ্ম ভাসে
মা আসেন—
ঘড় ঘড় ঘড় সেলাই চলে
কুঁচি দেয়া ব্যালেরিনা ফ্রকে
উড়ে যেতাম রূপকথার দেশে—
মাথায় হাত অভয়বাণী সব কিছুতেই মা আসেন—
শিউলি ফোটে, কাল দোলে
লালপাড় সাদা শাড়িতে
মাকে মনে পড়ে।

'এই নভিনু সঙ্গ তব' পুজো পর্যায়ের গানটি U Tube এ by Arundhati's দেখার আমন্ত্রণ রইলো।

Wanted Bengali Hindu priest to conduct single day Durga Puja at the Hindu Temple at Toledo, OH on September 30, 2017.

Please contact

SUSHOVITA

Phone 419-491-1348

or email amukherjee@yahoo.com

নতুন পুস্তক প্রকাশ

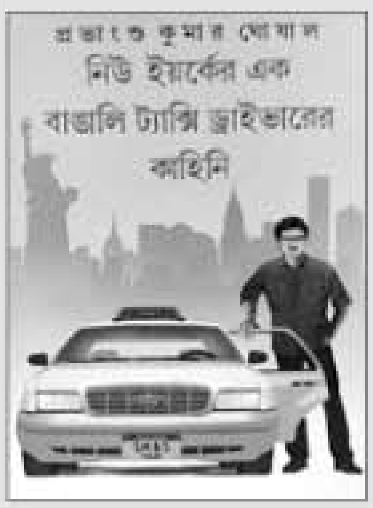

উত্তর আমেরিকায় প্রভাংশু ঘোষাল সকলের কাছেই লেখক হিসাবে সুপরিচিত একটি নাম। যদিও প্রভাংশুবাবু পেশায় "স্থপতি" হিসাবে অনেক খ্যাতি অর্জন করেছেন কিন্তু নেশায় তিনি একজন সুলেখক। ৯০-এর দশকে হঠাৎ বেকার হয়ে যান, বাঁচার তাগিদে ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাজ শুরু করেন। তিনি 'নিউ ইয়র্কের এক বাঙালি ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাহিনি' বইটিতে অতি সুন্দরভাবে বহুদিক থেকে বিশ্লেষণ করেছেন ট্যাক্সি ড্রাইভারের অভিজ্ঞতার কথা। শক্তিশালী মনন আর লেখনীর কারুকার্য অত্যন্ত প্রশংসার দাবী রাখে

ছাত্রীর দেহ

বেসরকারি ম্যানেজমেন্ট কলেজের হস্টেলে এক ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসায়। মৃত সুরভি সুমন (২৩) এমবিএ-র দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ছিলেন। বাড়ি বিহারের মুজফফরপুরে। তাঁর সহপাঠীরা জানান, এ দিন হস্টেলের স্টাডিরুমে ঢুকতে গিয়ে তাঁরা দেখেন সেটি ভিতর থেকে বন্ধ। কলেজ কর্তৃপক্ষ পুলিশে খবর দেন। পুলিশ দরজা ভেঙে ফ্যান থেকে সুরভির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে। তাঁর পরিবারকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশের অনুমান, তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন।

এক পদাতিক; কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়

১৬ পাতার পর

তাই পরবর্তী অংশটুকু সংযোজন করলাম।)

একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে সুভাষ মুখোপাধ্যায় জীবদ্দশায় এমনকি মৃত্যুর পরেও রাজনৈতিক মহলে বিতর্কিত হয়েছেন। কিন্তু কবি হিসেবে শুধু ভক্ত পাঠক বা সাহিত্যজীবীর কাছেই নন প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতিও পেয়েছেন দেশে বিদেশে। একজন ভারতীয় সাহিত্যিক হিসেবে বাংলায় কবিতা লিখে সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার ও জ্ঞানপীঠ পুরস্কার দুইই পাওয়া এক দুর্লভ সম্মান। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে পুরস্কৃত হয়েছেন, আবার আমেরিকা লাইব্রেরি অফ কংগ্রেসএ তাঁর রচনা সংগৃহীত হয়েছে।

তাঁর রাজনৈতিক শিবির বদলের পটভূমিকায় এটুকু বলা দরকার যে নব্বই দশকে যখন একদিকে দুনিয়া জুড়ে সমাজতন্ত্র লুপ্ত হচ্ছে তখন পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী দলগুলো ক্ষমতা ধরে রাখার তাগিদে অনেকধরণের ত্রুটি বিচ্যুতিকে প্রশ্রয় দিয়েছে। প্রায় রাজনৈতিক বিরোধীশূন্য পশ্চিমবঙ্গে তখন প্রতিবাদী মুখ বলতে ছিলেন শুধু একজন যাকে তখন অগ্নিকন্যা বলা হতো। আজীবন প্রতিবাদ ও আন্দোলনে বিশ্বাসী কবি অগ্নিকন্যার মধ্যে তাঁর কবিতায় লেখা মিছিলের সেই মুখ খুঁজে পেয়েছিলেন কিনা জানি না।

শিবির বদলে বাম মহল বিমর্ষ হয়েছেন। কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন দলত্যাগ করার পর সুভাষ রাজনীতি ছেড়ে দিলে ভালো করতেন। যাই হোক পরবর্তী ইতিহাস অন্যরকম। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে পালাবদল হয়েছে। পরপর দুবার বিপুল জনসমর্থন নিয়ে অগ্নিকন্যা বাংলার মসনদে বসেছেন। এখন তিনি শুধুই দিদি। বাম শিবির ছত্রভঙ্গ। যাদের বামরা বলতেন মেহনতী মানুষ আজকে তারাই মা মাটি মানুষ নামে অভিহিত হয়েছেন। কিন্তু বাম আমল থেকে পশ্চিমবঙ্গের কলুষিত রাজনৈতিক দলতন্ত্রের দারা আর পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অধোগতি এখনো অব্যাহত—হয়তো বা ত্বরান্বিত, এখনো কি সুভাষ নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখানো কবিতা লিখতে পারতেন? জানি না। অগ্নিকন্যা কিন্তু কবিকে মরণোত্তর সম্মান জানাতে ভোলেন নি। উনি রেলমন্ত্রকে থাকাকালীন সুভাষের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের নামে ট্রেনের নামকরণ হলো পদাতিক এক্সপ্রেস। আর কলকাতায় যখন মেট্রোরেল সম্প্রসারিত হলো তখন তাঁর নামে স্টেশন। যারা তাঁর লেখা কোনোদিন পড়েননি তাদেরকেও গড়িয়া যাওয়ার জন্য মেট্রোরেলের টিকেট কাউন্টার এ প্রশ্নোত্তর বলতে হয় ঃ কোথায় যাবেন দাদা? কবি সুভাষ।

সম্মুখ পৃথিবীতে পথ-খোঁজা

১৪ পাতার পর

ছিল পৃথিবীর বুক থেকে গরীবিয়ানা দূর করবে। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য এতটুকুও সফল হয়নি। ১৯৬৬ সালে প্রেসিডেন্ট জনসন যখন দারিদ্রের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে উদ্যোগী হলেন তখন আমেরিকায় গরীব ছিল ১৪.৭ শতাংশ, ২০১৩ সালে সেনসাস বুড়ো জানাচ্ছে যে আমেরিকায় গরীবিয়ানার রেট হচ্ছে ১৪.৫ শতাংশ। এখন কি নতুন পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হওয়াটা কি উচিত বলে মনে হচ্ছে না? যাঁরা মানুষের দারিদ্র্য বিষয়ে কিছু করতে চাইছেন তাঁরা বলছেন যে এই সময়টাই হচ্ছে উপযুক্ত। তাঁরা বলছেন যে বড় আকারের সোশ্যাল সাপোর্টের মাঝখানে এই উন্নতির দরকার এই জন্য যে তাহলে গরীব লোকেরা বেশি করে বাঁচাতে চাইবে, ভালোভাবেই বাঁচতে চাইবে এবং সেটা হবে তাদের নিজেদেরই চেষ্টার ফলস্বরূপ।

ছায়া ও ছবি

অভিনন্দন দত্ত

'বিসর্জন' এর মতো সফল 'কমার্শিয়াল' ছবির পর কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবির রিভিউ করাও মুশকিল। কারণ প্রত্যাশা বেড়ে যায়। সেই প্রত্যাশা সম্বল করেই প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ। আগের ছবি থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে দর্শককে টেনে নিয়ে গিয়েছেন কৌশিক। কোয়েল মল্লিকের মতো স্টারের 'কামব্যাক', বাঙালির প্রিয় শৈল শহর দার্জিলিং, ছবির মধ্যে ছবি কাঠামো — সব মিলিয়ে একটু অন্যরকমের প্রেমের গল্প 'ছায়া ও ছবি'।

কতগুলো টুকরো টুকরো ছবি। যার মধ্যে সাদা-কালো মিশে রয়েছে। আর সেই ধূসর ক্ষেত্রটাকে নিয়েই কাটাছেঁড়া করতে চেয়েছেন কৌশিক। ফলে বদলে গিয়েছে ভালোবাসার চেনা ছক। দার্জিলিঙে শ্যুটিং করতে এসেছে একটি ইউনিট। প্রবাসী বাঙালি পরিচালক মায়ার (চূর্ণী) ছবি। সেই ছবিতে দুই সুপারস্টার অরিন্দম (আবির) এবং রাই

(কোয়েল) তারা আবার খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে করবে। এই ছবিরই পার্শ্চচরিত্রে মৌ (প্রিয়াংকা)। সে খোঁজে প্যাকআপের বাহানা। রাইয়ের জন্য পার্সোনাল গাড়ির ড্রাইভারের দায়িত্ব সামলাচ্ছে জিতু (ঋত্বিক)। জিতু আবার 'রাই ম্যাডাম'-এর ফ্যান। ডিমানিটাইজেশনের কারণে শ্যুটিংয়ের প্রথম দিনেই অগ্রীম তিরিশ শতাংশ

পারিশ্রমিক না পাওয়ার রাই শ্যুটিং করবে না স্থির করে। অরিন্দমের পরামর্শে জিতুকে নিয়ে সে পালিয়ে যায় ডুয়ার্সে। অবশ্য পরিদন মায়ার বাবা (বরুণ চন্দ) টাকার বন্দোবস্ত করে ফেললেই ফিরে আসে। কিন্তু বদলে যায় রাই এবং অরিন্দমের জীবন। কীভাবে? উত্তরটা বলে দিলে মজা নষ্ট।

ছবিতে অভিনয়ের দিক থেকে প্রথমেই বলতে হয় কোয়েলের কথা। একদিকে রাইয়ের মতো খামখেয়ালি দাপুটে নায়িকা আবার অন্যদিকে চরিত্রটার ভেতরের শিশুটিকে কোয়েল অনায়াসে দক্ষতায় মিলিয়ে দিয়েছেন। ফলে রাই, মন্দিরা এবং ব্যক্তি কোয়েলের মধ্যে তৈরি হয়েছে একাধিক স্তর। এর থেকেভালো কামব্যাক হয়তো করতে পারতেন না কোয়েল। আবির, প্রিয়াংকা যথাযথ। ভালো লাগে চূর্ণী এবং বরুণ চন্দর অভিনয়। তাহলে শেষ বলে ছক্কাটা কে হাঁকালেন? আবার সেই একটাই নাম — ঋত্বিক চক্রবর্তী। তাঁর সবথেকে বড় প্লাস পয়েন্ট, ঋত্বিককে দেখলেমনেই হয় না তিনি অভিনয় করছেন। অথচ ছবির পরেও দর্শকের মনে গভীর ছাপ রেখে গেলেন। এই ছবির অন্যতম চরিত্র দার্জিলিং। ম্যাল, কেভিনটার্স, বড় ঘড়ি এবং কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে দেখতে সত্যিই খারাপ লাগছিল যে বিগত ছ'মাসে শহরটা কতটা পালটে গেল! ছবি তৈরি নিয়ে সাধারণ মানুষের কৌতুহল থাকাটা স্বাভাবিক। সেই কৌতুহল কিছুটা হলেও মিটিয়ে দেয় 'ছায়া ও ছবি'। রিল এবং রিয়েল লাইফ মিশিয়ে মানুষগুলোর বিভিন্ন সত্ত্বাকে ফুটিয়ে তুলতে 'ফিল্ম উইদইন আ ফিল্ম' কাঠামোকে সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন কৌশিক। তবে চিত্রনাট্যে আউটডোর শ্যুটিংয়ের আরও খুঁটিনাটি দিক থাকলে ভালো লাগত। দ্বিতীয়ার্ধে কয়েকটি ক্ষেত্রে ছবির চলন অনুমান করাটা কঠিন নয়। ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্তর সংগীতের মধ্যে পাহাড়ি মন খারাপের স্বাদ ছবির সঙ্গে মানান সই। তাহলে প্রশ্ন একটাই। 'ছায়া ও ছবি' কি কৌশিকের সেরা ছবিগুলোর তালিকায় থাকবে? হয়তো না। বাকিটা বলবেন দর্শক।

—সৌজন্যে বর্তমান (১/৯/১৭)

বাবুমশাই বন্দুকবাজ

অজয় মুখোপাধ্যায়

পরিচালক কুশান নন্দীর বাবুমশাই বন্দুকবাজ' দেখতে গিয়ে বারে বারে 'গ্যাং অফ ওয়ালিপুর' এর কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। যে ছবি থেকে নওয়াজউদ্দিনের উত্থান। অভিনয়ের সংজ্ঞাটাকেই বদলে দিতে দিতে এখন তিনি 'বাবুমশাই'-এর নাম ভূমিকায়। তিনি এ ছবির বাবু, এক কন্ট্রাক্ট কিলার। যে বেপরোয়া,নির্লজ্জ, ভীষণ প্রফেশনাল। যে নিজের নামের আগে অনায়াসে গালাগাল বসিয়ে দেয়। কাহিনীর প্রেক্ষাপট উত্তরপ্রদেশের কোনও ছোট শহর। যেখানে রাজনীতিকে আঁকড়ে তাকে বাজারি করে রেখেছে দুই যুযুধান প্রতিদ্বন্দ্বী। জিজি (দিব্যান্দু) এবং দুবেজি (অনিল গর্গ)। যাদের কেন্দ্র করে খুন, প্রতিহিংসা লেগেই আছে। যারা নিজেদের শত্রু নিধনে ব্যবহার করে বাবুকে। তাদের মতো করে ফায়দা তোলার জন্য রয়েছে পুলিশও। ঘটনাচক্রে একটি খুন করতে গিয়ে বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ ফুলওয়ার (বিদিতা বাগ)। মেয়েটি পেশায় মুচি। কন্ট্রাক্ট কিলারও যে মানুষ, তারও যে আবেগ আছে, তা বোঝা যায় ফুলওয়ার প্রতি বাবুর দুর্বলতা, তাকে ভালো লাগায়। মেয়েটি খুনের একমাত্র সাক্ষী। কিন্তু ফুলওয়া থানায় গিয়ে মিথ্যে বলে। ফুলওয়া বলে সে খুনীর মুখটা ভালো করে দেখতে পায়নি। এর কারণ অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু যেটা মুখ্য হয়ে ওঠে তা হল ফুলওয়া আর বাবুর সম্পর্ক। গল্পে নতুন মোড় আসে যখন আসরে নেমে পড়ে আরও এক কন্ট্রাক্ট কিলার বাঁকে (যতীন গোস্বামী)। দুই বন্দুকবাজের বুলেট যত বেরিয়ে আসে, ততই প্রকাশ পায় এক ছোট্ট শহরের রাজনীতির নগ্ন রূপ। দুই ভাড়াটে খুনির গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে হিংসা, স্বার্থপরতা, বদলে যাওয়া মুখের বেঁচে থাকার লড়াই, কামনা (কখনও অবদমিত, কখনও ভীষণভাবে উগ্র)।

একটা স্মার্ট কনসেপ্টকে (খালদ আসাদ ভোপালি) বাস্তবের ছাঁচে ঢেলে উপহার দিতে চেয়েছেন পরিচালক। রাজনৈতিক বোধের সঙ্গে মধ্যবিত্ত সমাজের এক অন্য বাস্তবকে তুলে ধরলেও ছবিটি আরও আঁটোসাটো হতে পারত। দৈর্ঘ্যও কিছুটা কম হলে টানটান হতে পারত। বিসাল বিঠ্ঠালের

ক্যামেরা এবং কুশান নন্দী — অস্মিত কুন্দারের সম্পাদনা যথাযথ। অভিনয়ের ক্ষেত্রে আবার চমক দিলেন নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকি। বাবুবিহারী চরিত্রটি যেন তাঁর জন্যই তৈরি করেছেন পরিচালক। চরিত্রটির প্রতিটি অনুভূতিকে নিজস্ব দক্ষতায় ছড়িয়ে দিয়েছেন পর্দায়। বিদিতা বাগও অবাক করলেন। সমানতালে তিনি নওয়াজউদ্দিনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গেছেন। বলিউডের তাঁর ডেবিউ একেবারে যথাযথ দু'জনের সিনেমার মাপে অভিনয় ছবিটিকে স্বাভাবিকতা দান করেছে। বাকি শিল্পীরাও উপযুক্ত সঙ্গত করেছেন।

—সৌজন্যে বর্তমান (১/৯/১৭)

চা বনাম জল-বাতাসা, আমেরিকান কলোনী ও মহারাজ নন্দকুমার

১৭ পাতার পর

হঠাৎ বিকঠ শব্দে তিন বার তোপপড়লো। এইবার ফাঁসি হবে। কিন্তু চা-পায়ী আর মজা দেখতে জড় হওয়া লোকজনের তাতে কোন হেলদোল হল বলে মনে হল না। সং-গুলোর নাচে-গানের হট্টগোলে অন্যদিক থেকে ভেসে আসা মার্চিং ব্যান্ডের বাজনায় 'গড সেভ দ্য কুইন' প্রায় শোনাই গেল না।

ইতিমধ্যে দুপুর কাটিয়ে বিকেল এসে সন্ধে আসবো-আসবো করছে। মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি হয়ে গেছে। সাহেবরা যে যার বাড়ি চলে গেছে। আর পলটনের দল ফিরে গেছে তাদের ব্যারাকে। মাঠের এইদিকে কেউ নেই। কিন্তু মস্ত মাঠের অন্য দিকে চায়ের তাঁবুর আশেপাশে লোকে একেবারে লোকারণ্য। খালি শোনা যাচ্ছে চা খাওয়ার সুড়ুৎ-সুড়ুৎ আওয়াজ। বিড়ির গন্ধে সারা জায়গাটা ভারি হয়ে রয়েছে।

কলকাতার সাহেবদের ঘনিষ্ঠ লোকজন মহারাজার ফাঁসি শেষ হওয়া অবদি সাহেবদের গায়ে লেপ্টে ছিল। এখন তাদের কেউ-কেউ, তাদের মোসাহেব সহ মাঠের এ-দিকে মজা দেখতে হাজির। কোম্পানীর লোক এই ব্যাপারটাই আশা করেছিলো। তাই বাবুদের জন্য আলাদা করে চায়ের কাপ-প্লেটের ব্যবস্থা ছিল, আর ছিল বিড়ির বদলে অম্বুরী তামাকের বোলবোলার ব্যবস্থা। এখন দেখা গেল প্রথম দিকের মজা দেখতে আসা গরীব-গুর্বো লোকেরা পিছু হটেছে। তার বদলে কিছু বাবু আর তাদের মোসাহেবরা চাকিয়ে-চাকিয়ে চা খাচ্ছে দুধ সাদা কাপ-প্লেটে। দেখা গেল তাকিয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে। বিড়ির বদলে অম্বুরী তামাকের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। হঠাৎ রব উঠলো—জয় কোম্পানী বাহাদুরের জয়।

আস্তে-আস্তে মাঠে অন্ধকার নামলো। সেই প্রায়ান্ধকারে দেখা গেল মহারাজার নিষ্প্রাণ দেহ অল্প-অল্প হাওয়ায় দুলছে।*

* এটা ঐতিহাসিক দলিল নয়। তবে দিন-ক্ষণ-তারিখ ইতিহাস-সম্মত।

ECDPA SHAROD UTSAV & DURGA PUJA, -48th year

EAST COAST DURGA PUJA ASSOCIATION™ - ECDPA® since 1970

6th, 7th, 8th Oct 2017, GUJARATI SAMAJ HALL

Fresh Meadow, Queens, New York
173-15 Horace Harding Expy

Online Registration is Open

Please Visit

WWW.ECDPA.US

Well, At ECDPA we consider great food is always part of the grand festival, along with spending a good time with family, friends, enjoying your favorite singers and above all praying to Ma Durga for our wellbeing.
Let's Come Together and Celebrate

ECDPA -Supporting Partner of NABC 2018,
BONGO SAMMELON
At Atlantic City, June 29th,30th, July 1st, 2018

HOST : Ananda Mandir
FOUNDER & ORGANIZER : CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL [CAB]

You Can Register at Discount for
NABC 2018
Bongo Sammelon - Atlantic City
At
ECDPA - DURGA PUJA & SHAROD UTSAV

RESHMI NAIR

Reshmi & her group is going to perform at ECDPA Sharod Utsav 2017 at New York on 7th oct, Saturday.

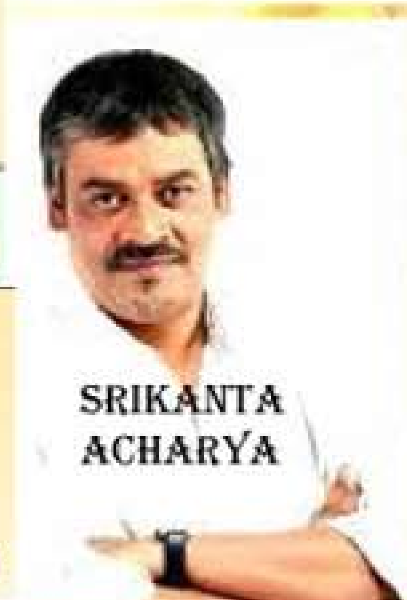

SRIKANTA ACHARYA

Durga Puja Time Schedule

Friday 6th Oct 2017
Puja Starts at 4.00 pm.
Mahashasti Anjali at 6.00 pm
Prasadam at 6.30 pm

Saturday 7th Oct 2017
Puja Strats at 11.00 am
MahaSaptami Anjali at 2.30 pm
Bhog & Prasadam 3.00 pm
MahaAstami Anjali 3.30 pm

Sunday 8th Oct 2017
Puja Strats at 12.00 pm
Mahanabami Annjali at 3.00 pm
Bhog & Prasadam at 3.30 pm
Dhunuchi Nach at 4.00 pm
Sindur Khela at 5.00 pm

Srikanta Acharya
Aneek Dhar
Iman Chakraborty
Sandip Bhattacharya
Parul Mishra.
Amrita Chatterjee.

East Coast Durga Puja Association [ECDPA] ®
A Not For Profit Organization Registered & Incorporated in State of New York.
WWW.ECDPA.US
Address : 92-24 Corona Avenue, Elmhurst, NY-11373 :: # : 331 –30-ECDPA [2372]:: E-Mail: contactECDPA@gmail.com